www.MurchOna.com
This Book is Collected, Re-Edited & Resized

ফেরারি

লিফটের সামনে বিরাট লাইন। পাশাপাশি দুটো লিফট, কিন্তু একটার বুকে আউট অফ অর্ডার-এর লকেট ঝোলানো। ফলে লাইন লম্বা হয়েছে। স্বপ্নেন্দু রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে গেট পেরিয়ে থমকে দাঁড়াল। যাঃ শালা।

এখন ঘড়িতে এগারোটা বাজতে দশ। পৌনে এগারোটায় মিসেস বক্সী দেখা করতে বলেছেন। অলরেডি পাঁচ মিনিট লেট। যেভাবে বাসে ঝুলে আসতে হয়েছে তাতে আটতলায় হেঁটে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। সে চোখ বুলিয়ে লাইনের লোক গুনতে লাগল। আটজনের বেশি যদি না নেয় তা হলে তার সুযোগ আসবে চতুর্থ দলে। কী করা যায় বুঝে উঠছিল না স্বপ্নেন্দু। এই সময় তার সমস্ত ইন্দ্রিয় লাফিয়ে উঠল। হেনা সেন! মুহূর্তেই এই একতলাটা যেন বিয়েবাড়ি হয়ে গেল। হেনা সেন ধীরেসুস্থে লাইনের শেষে দাঁড়াতেই স্বপ্নেন্দু চট করে তার পিছনে দাঁড়াল।

হেনা সেন এই আটতলা অফিসের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। সুন্দরী বললে কম বলা হবে, মহিলার শরীরে যেন ঈশ্বর মেপে-মেপে জাদু মাখিয়ে দিয়েছেন। অমন সুন্দর গড়নের বুক এবং নিতম্ব এবং তার সঙ্গে মেলানো অনেকটা উন্মুক্ত কোমর দেখলেই কলজেটা স্থির হয়ে যায়। মহিলা যখন কথা বলেন তখন আফসোস হয়, কেন শেষ হল। হেনা সেনের সঙ্গে স্বপ্নেন্দুর আলাপ নেই। এতদিন হেনা বসতেন তিনতলায়। সেখানকার বড় অফিসারের সঙ্গে কী একটা গোলমাল হয়ে যাওয়ায় ট্রান্সফার নিয়ে গত পরশু আটতলায় এসেছেন। পদমর্যাদায় স্বপ্নেন্দু অনেক ওপরে, কিন্তু এই বাড়িতে হেনাকে চেনে না এমন কেউ নেই। কিন্তু তাকে?

স্বপ্নেন্দু বাতাসে অসম্ভব মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিল। সেটা যে সামনের শরীরটা থেকে আসছে তা অন্ধও বলে দিতে পারবে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জামার কলার ঠিক করল। মুখটা অকারণে রুমালে মুছল। যদিও হেনা সেনের চোখ এখন লিফটের দিকে তবু সে নিজেকে স্মার্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। মহিলার মাখনরঙা ভরাট পিঠ আর ঘাড় দেখে স্বপ্নেন্দুর মনে হল ওর শরীরে যেন অজস্র যুগ চাপ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুর্ধর্ষ! লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন না ফুলের বাগানে—ভঙ্গি দেখলে ঠাওর করা মুশকিল। এখনও পর্যন্ত এই অফিসের কোনও রাঘব বোয়াল ওঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। মহিলার নাকি আত্মসম্মানবোধ খুব।

স্বপ্নেন্দু মিসেস বক্সীর মুখটা মনে করল। আজ ঠিক চিবিয়ে খাবেন তাকে। আটতলার সুপ্রিম বস মিসেস বক্সী। পাঁচ ফুটি ফুটবল। গায়ের রঙ অসম্ভব ফরসা কিন্তু শরীরে কোনও খাঁজ নেই, মুখটা বাতাবি লেবুর কাছাকাছি। সেই মুখে সিগারেট গুঁজে ইংরেজিতে ধমকান। জরুরি মিটিং ছিল। হেনা সেনের কোমরের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেন্দু বলল, থাক মিটিং। লিফটে লাইন পড়লে সে কী করবে। সঙ্গে-সঙ্গে তার খেয়াল হল, মিসেস বক্সী ইচ্ছে করলে তাকে বদলি করে দিতে পারেন।

স্বপ্নেন্দু ঠোঁট কামড়াল। ঠিক সেইসময় হেনা সেন পিছন ফিরে তাকালেন। স্বপ্নেন্দু

www.MurchOna.com

হাসবার চেষ্টা করল। আহা, কী বুক। হেনা সেন জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি কিছু বললেন?'

'আমি? না তো।' কলজেটা যেন এক লাফে গলায় উঠে এসেছে।

'মনে হল!' হেনা সেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন।

'না! মনে এই লাইনটার কথা ভাবছিলাম।' স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল মিসেস বক্সীর বিরুদ্ধে জেহাদটা বোধহয় কিছুটা ঠোঁট ফসকে বেরিয়েছে।

'লাইন? লাইনের কথা কেউ আবার শব্দ করে ভাবে নাকি?' হেনা সেন ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। স্বপ্নেন্দুর খুব ইচ্ছে করছিল কথা বলতে। তার পিছনে এখন আরও দশ-বারো জন দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

সে বলল, 'আপনি তো আটতলায় এসেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'আমি ওখানকার ডি. ও.। আমার নাম স্বপ্নেন্দু সোম।'

'স্বপ্নেন্দু? বেশ সুন্দর নাম তো?'

কথাগুলো তার মুখের দিকে না তাকিয়ে বলা। তবু স্বপ্নেন্দুর মনে হল তার নামটাকে এমন সুন্দর করে আজ পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করেনি। লাইনটা টুকুটুক করে এগোচ্ছিল মাঝে-মাঝে। এবারে ওদের সুযোগ এসে গেল। হেনা সেনের হাঁটা দেখে স্বপ্নেন্দুর মনে হল দুটো জমাট ঢেউ পাশাপাশি দুলে গেল। লিফটে জায়গা ভরাট। হেনা সেন ওঠার পর লিফটম্যান দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে দেখে স্বপ্নেন্দু এক চিলতে জায়গায় পা রেখে শরীরকে সেঁধিয়ে দিল। ফলে তাকে এমনভাবে দাঁড়াতে হল যে হেনা সেনের শরীরের অনেকটাই তার শরীরে ঠেকেছে। এত নরম আর এত মধুর কিন্তু এত তার দাহিকাশক্তি যে স্বপ্নেন্দুর মনে হল সে মরে যাবে। আর এই লিফটটা যদি অনন্তকাল চলত। যদি আটতলা ছাড়িয়ে একশো আটতলায় উঠে যেত। কিংবা এই মুহূর্তে লোডশেডিং-ও তো হতে পারত। মাঝামাঝি একটা জায়গায় লিফটটাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকতে হতো তাহলে। কিন্তু এসব কিছুই হল না। বিভিন্ন তলায় যত লোক নামছে তত হেনা সেনের সঙ্গে তার দূরত্ব কমছে। সাততলায় যখন লিফট তখন একহাত ব্যবধান।

স্বপ্নেন্দুর মনে হল তার শরীরে যেন হেনা সেনের বিলিতি গন্ধ কিছুটা মাখামাখি হয়েছে। সে গাঢ় গলায় বলল, 'যদি কোনও প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে বলবেন মিস সেন।'

'ওমা আমাকে আপনি জানেন?'

'চিনি কিন্তু জানি না।' কথাটা খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতেই লিফটের দরজা খুলে গেল। হেনা সেন এমন অপাঙ্গে তাকালেন যে স্বপ্নেন্দু রুমাল মুখে তুলল।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই হরিমাধব ছুটে এল, 'আপনাকে ম্যাডাম আধঘণ্টা ধরে খুঁজছেন। খুব খেপে গেছেন।'

'খেপে গেছেন?'

'হ্যাঁ। ইংরেজিতে গালাগাল দিচ্ছিলেন একা বসে।'

স্বপ্নেন্দু দেখল চলে যেতে-যেতে হেনা সেন আবার অপাঙ্গে তাকালেন। কিন্তু এবার তাঁর ঠোঁটে যে হাসি ঝোলানো তার মানেটা বড় স্পষ্ট। মনে-মনে হরিমাধবের

ওপর প্রচণ্ড চটে গেল স্বপ্নেন্দু। একদম প্রেসটিজ পাংচার করে দিল বুড়োটা। সে গম্ভীরমুখে নিজের ঘরে এসে বসল।

এই অফিসে সে দুই নম্বর। তার নিচে অন্তত আশিজন কর্মচারী। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ অবস্থা তার। ওপরতলা কারণে-অকারণে তাকে ধমকাচ্ছে। আবার নিচের তলার লোকজন সুযোগ পেলেই চোখ রাঙিয়ে যায়। নিচের তলায় কর্মচারীদের ইউনিয়ন আছে। সে না ঘাটকা না ঘরকা। হরিমাধবকে ডেকে এক গ্লাস জল দিতে বলে স্বপ্নেন্দু ট্রান্সফার অ্যান্ড পোস্টিং-এর ফাইলটা খুলে বসল। হেনা সেনকে দেওয়া হয়েছে স্ট্যাটিসটিকে। কোনও কাজ নেই সেখানে। মাসে দুবার রিপোর্ট পাঠালেই চলে। তা ছাড়া, বুড়ো হালদার আছে চার্জে। লোকটা কাজপাগলা মানুষ। ওর সেকশনের সবাই ওর কাঁধে কাজ চাপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই অফিসে একটা কথা চালু আছে, স্ট্যাটিসটিক হল পানিশমেন্ট সেল। কোনও পার্টি ওই টেবিলে কোনওদিন যাবে না। সবাই পোস্টিং চায় সেকশনে। হেনা সেনকে ইচ্ছে করেই স্ট্যাটিসটিকে দেওয়া হয়েছে। মিসেস বক্সীর কাণ্ড এটা। এইসময় টেলিফোন বাজল।

'সোম স্পিকিং।'

'হোয়াট ডু য়ু ওয়ান্ট?' মিসেস বক্সীর গলা।

'মানে?'

'কাম শার্প। এক্ষুনি চলে আসুন।'

জলটা খেয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু। পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলে বুলিয়ে নিল। তারপর দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মিসেস বক্সীর ঘরটা বিশাল। কার্পেট মোড়া। ঘোরানো চেয়ার এবং টেবিল ছাড়াও এক কোণে কালো ডেকচেয়ার রয়েছে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। দরজা খুলে ভিতরে পা দিতেই মিসেস বক্সীর মুখের সিগারেট দুলতে লাগল, 'এইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন অফিসার পেলে আপনি কী করতেন?'

'মানে?'

'আপনার কটায় আসার কথা ছিল?'

'ট্রাফিক জ্যাম ছিল ম্যাডাম। তার ওপর লিফট খারাপ।'

'এইসব সিলি বাহানা কেরানিরা দেয়। আপনি কি ডিমোশন চান!'

স্বপ্নেন্দু মাথা নিচু করল, 'সরি, কিন্তু এটা অনিচ্ছাকৃত।'

'আই অ্যাম ফেড আপ। আপনারা কী ভেবেছেন? এটা অফিস না অন্য কিছু? দশটায় অ্যাটেন্ডেন্স। আমি সাড়ে দশটা পর্যন্ত প্রত্যেককে গ্রেস দিয়েছি। কিন্তু এগারোটায় অ্যাটেন্ডেন্স টোয়েন্টি পার্সেন্ট। আপনি ডি. ও. হয়েও ঠিক সময়ে আসছেন না। এক্সপ্লেইন।'

'আমি দুঃখিত।'

'দ্যাটস দি অনলি ওয়ার্ড য়ু নো। দিস ইজ লাস্ট ওয়ার্নিং।' সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে মিসেস বক্সী বললেন, 'বসুন।'

চেয়ারটা টেনে সন্তর্পণে বসল স্বপ্নেন্দু। মহিলা চেয়ারে এমন ডুবে গেছেন যে শুধু মুখ আর বুকের অর্ধাংশ টেবিলের ওপর দৃশ্যমান। বুকের কোনও আদল নেই, যেন দুটো মাংসের তাল এক করে রাখা। স্বপ্নেন্দুর মনে চট করে হেনা সেনের

www.MurchOna.com

শরীর ভেসে উঠল।

মিসেস বক্সী এবার একটা ফাইল খুললেন, 'আমার কাছে ক্রমাগত কমপ্লেন আসছে। এই অফিসে এখন ঘুষের ফেস্টিভ্যাল চলছে।'

'ফেস্টিভ্যাল?'

'ইয়েস। প্রকাশ্যে যখন ঘুষ নেওয়া হচ্ছে তখন ফেস্টিভ্যাল ছাড়া আর কী বলব? ডি. ও. হয়ে আপনি সেসব খবর জানেন?'

'অনুমান করতে পারি।'

'কোনও স্টেপ নিয়েছেন?'

'স্পেসিফিক কমপ্লেন না থাকলে স্টেপ নেওয়া মুশকিল।'

'বাট আই ওয়ান্ট টু স্টপ ইট। তোমরা চাই-চাই বলে ইউনিয়ন করবে আবার ঘুষ ছাড়া কোনও কাজ করবে না, এটা হতে পারে না। কীভাবে স্টপ করা যায়?'

এটা খুব জটিল ব্যাপার। এই অফিস ব্যবসায়ীদের জরুরি ব্যাপার নিয়ে কাজ করে। বিভিন্ন সেকশনে তাদের আসতে হয়। দ্রুত কাজ কিংবা কিছু বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য তারা পয়সা খরচ করে। কেরানিদের যেটা হাতে নেই তার জন্যে অফিসাররা আছেন। দশজন অফিসার। তারা যেসব কেস নিয়ে ডিল করেন সেখানে মোটা টাকার ব্যাপার। বেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আছে এ ব্যাপারে। অফিসাররা কখনও কমপ্লেন করেন তাঁর অধস্তন কেরানি ঘুষ নিচ্ছে। এটা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সবার ধারণা যে কোনও কাজ করলেই পার্টিরা টাকা দিতে বাধ্য। এমনকী তার রুটিন ডিউটি করলেও।

স্বপ্নেন্দু ডি. ও.। অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মাইনেপত্র এবং রিপোর্টস সঠিক রাখার দায়িত্ব তার ওপর। পার্টিদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। সে লক্ষ করেছে হরিমাধব তার পিওন হওয়ায় খুব অখুশি। প্রায় সে অনুরোধ করে বদলির জন্য। তার সমান মাইনের অফিসাররা গাড়িতে অফিসে আসেন, প্লেন ছাড়া বেড়াতে যান না। মনে-মনে বেশ ঈর্ষা বোধ করে স্বপ্নেন্দু। কিন্তু এসব বন্ধ করা যায় কী করে?

'বোবা হয়ে থাকবেন না। ব্যাচেলাররা যে এমন—!' কাঁধ নাচালেন মিসেস বক্সী। 'কিছু বলুন।'

'দেখুন।' একটু কাশল স্বপ্নেন্দু। 'এটা খুব জটিল ব্যাপার। অভ্যেসটা নিচ থেকে ওপরে সর্বত্র। কাকে বাদ দিয়ে কাকে ধরবেন?'

'ওপরে মানে?'

'আমি শুনেছি অফিসাররাও একই দোষে দোষী।'

'দ্যাটস নট আওয়ার বিজনেস। ওদের জন্যে আরও ওপরতলার লোক আছেন। কিন্তু দশ-পাঁচ-একশো টাকার হরির লুট বন্ধ করা ডি. ও. হিসেবে আপনার কর্তব্য।'

'আমার?'

'হ্যাঁ। আপনি অফিস বস।'

'বলুন, কী করতে হবে?'

'আপনি ট্রান্সফার করুন। আজকেই একটা লিস্ট এনে দিন আমাকে। একটা সেকশনে যে ছমাস আছে তাকে স্ট্যাটিস্টিক কিংবা এস্টাব্লিশমেন্টে পাঠিয়ে দিন। আর নোটিশবোর্ড ঝুলিয়ে দিন কোনও পার্টি অফিসের ভেতর ঢুকতে পারবে না। তাদের যদি

কোনও প্রয়োজন থাকে তাহলে রেসপেকটিভ অফিসারের সঙ্গে যেন দেখা করে। প্রথমে এটা করুন তারপর দেখা যাবে।' মিসেস বক্সী আবার সিগারেট ধরালেন।

স্বপ্নেন্দু তখনও ইতস্তত করছিল, 'এ নিয়ে খুব ঝামেলা হবে।'

'ঝামেলা? চাকরিতে ঢোকার সময় তাদের কি বলা হয়েছিল যে যত ইচ্ছে ঘুষ নিতে পারবে? তা ছাড়া, আপনি ব্যাচেলার মানুষ, আপনার ভয় কীসের? বোল্ড হন মশাই, চিরকাল মিনমিন করে গেলে কোনও লাভ হবে না।'

নিজের ঘরে ফিরে এল স্বপ্নেন্দু। ব্যবস্থাটা তার ভালো লাগছিল না। সে নিজে কখনও ঘুষ নেয়নি। হয়তো ঘুষ নেওয়ার বড় সুযোগ তার আসেনি বলে নেয়নি কিংবা এখনও মনে কিছু রুচি এবং নীতিবোধ কটকট করে বলে নেওয়ার প্রবৃত্তি হয়নি। কিন্তু এই হুকুমটা কার্যকর করতে গেলে ভিমরুলের চাকে ঘা পড়বে। তা ছাড়া, কেরানিদের চোখ রাঙাব আর অফিসারদের আদর করব, এ কেমন কথা।

ঠিক তখনই টেলিফোনটা শব্দ করল। ওপাশে তিন নম্বর অ্যাসেসমেন্ট অফিসার মুখার্জি, 'সোম। বক্সীর বাক্সের চাবিকাঠি তোমার হাতে, আমাকে উদ্ধার করো ভাই।'

'কী হয়েছে?'

'একটা মোর দ্যান লাখ কেসে ওঁর অ্যাপ্রুভাল দরকার ছিল। ফাইলটা চেপে রেখেছেন। একবার বলেছিলাম, কোনও কাজ হয়নি। পার্টি বলল, উনি পঞ্চাশ চেয়েছেন। আমি অ্যাসেসমেন্ট অফিসার, কষ্ট করে মাছ জালে ঢোকালাম উনি তার ঝোল খাবেন। বোঝো?'

'দেখি।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল স্বপ্নেন্দু। মিসেস বক্সীর বিরুদ্ধে মাঝে-মাঝে এ ধরনের অভিযোগ হাওয়ায় ভাসে। পাঁচশো-হাজার নয়, বিশ-পঁচিশের কারবারি উনি। পঞ্চাশ এই প্রথম শুনল স্বপ্নেন্দু। এখন সেই মহিলা তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন দশ টাকা, বিশ টাকা যারা নেয় তাদের থামাতে হবে।

হরিমাধবকে হুকুম করল সে, 'বড়বাবুকে পাঠিয়ে দাও।'

বড়বাবু চাকলাদার খুব ভালো মানুষ। সাতে-পাঁচে থাকেন না। আর মাত্র তিনমাস বাকি আছে অবসরের। স্বপ্নেন্দুর ধারণা, লোকটা সৎ।

ঘরে ঢোকামাত্র সে জিগ্যেস করল, 'আপনি ঘুষ নেন?'

হাঁ হয়ে গেলেন চাকলাদার। তারপর কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'নিতাম। কিন্তু এখন নিই না।'

'কেন নিতেন, কেন নেন না?'

চাকলাদার নুইয়ে পড়লেন, 'তখন অভাবের তাড়নায় না নিয়ে পারিনি। কিন্তু ভিক্ষে নিচ্ছি বলে ঘেন্না হয়। তাছাড়া আজ বাদে কাল চলে যাব, এখন আর নোংরা হওয়ার প্রবৃত্তি হয় না।'

স্বপ্নেন্দু লোকটিকে দেখল। মনে হল মিথ্যে বলছেন না। তারপর নিচু গলায় বলল, 'এই অফিসের যে সমস্ত কেরানিরা ঘুষ নেয় তাদের ট্রান্সফার করতে হবে। ম্যাডামের অর্ডার। আপনি লিস্ট করুন।'

'সে তো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।'

'হোক।'

www.MurchOna.com

'আর তিন মাস আছি। কেন আমাকে বিপদে ফেলছেন স্যার।'

'কেউ জানবে না। খুব গোপনে করুন। অর্ডারটা আমি এখানে টাইপ করাব না। যান।'

চাকলাদার চলে যেতে স্বপ্নেন্দু চোখ বন্ধ করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে হেনা সেনের শরীরটা ভেসে উঠল। সে বিয়ে-থা করেনি। মাত্র তিরিশ বছর বয়স। সরাসরি অফিসার হয়ে ঢুকেছে পরীক্ষা দিয়ে। সামনে ব্রাইট ক্যারিয়ার। কিন্তু হেনা সেন তাকে গুলিয়ে দিল। মহিলার মধ্যে অদ্ভুত মাদকতা আছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে আবার হরিমাধবকে ডাকল, 'শোনো স্ট্যাটিস্টিক থেকে মিস সেনকে ডেকে আনো।'

'উনি এখন অফিসে নেই স্যার।'

'নেই? তুমি জানলে কী করে?'

'উনি যে এসেই ক্যান্টিনে যান বিশ্রাম করতে।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে গেল। আচ্ছা ফাঁকিবাজ মহিলা তো। সে বিরক্ত গলায় বলল, 'ক্যান্টিন তো এই বাড়িতেই। সেখান থেকে ডেকে নিয়ে এসো।'

হরিমাধব চলে যাওয়ার পর স্বপ্নেন্দুর মনে হল না ডাকলেই হতো।

হয়তো মহিলা অসুস্থ, বাইরে থেকে ঠাওর করা যায় না। তাছাড়া ওরকম সুন্দরী মহিলাদের একটু-আধটু সুবিধা দেওয়া দরকার। দশটা-পাঁচটা কলম পিষলে কি ওই শরীর থাকবে? কিন্তু সেই সঙ্গে স্বপ্নেন্দুর ভেতরটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। সে চট করে চুলটা আঁচড়ে রুমালে মুখ ঘষে নিল। কাল থেকে দুটো রুমাল নিয়ে বেরোতে হবে। একটা খুব দ্রুত ময়লা হয়ে যায়।

আবার টেলিফোন বাজল। ওপাশে সুজিত। ফিল্মে অভিনয় করে বেশ পরিচিত হয়েছে। একসঙ্গে কলেজে পড়ত এবং যোগাযোগ আছে। সুজিত জিগ্যেস করল, 'কাল বিকেলে কী করছ?'

'কিছুই না।'

'চলে এসো আমার বাড়িতে সন্ধে সাতটায়। ফিল্মের কিছু মানুষ আসবে। একটা গোপন খবর ঘোষণা করব।'

'কী খবর?'

'উঁহু এখন বলব না। ওটা সারপ্রাইজ থাক। এসো কিন্তু। শুধু বলছি আমি বিয়ে করছি। দারুণ, দারুণ এক মহিলাকে।'

কট করে লাইনটা কেটে দিল সুজিত। রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ঈর্ষাবোধ করল সে। এমন কিছু ভালো দেখতে নয় কিন্তু সুজিত আজ বিখ্যাত। প্রচুর টাকা পাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে দারুণ মহিলাকে বিয়ে করছে। আর সে একটা স্টুডেন্ট হয়েও কলা চুষছে। রাস্তাঘাটে কোনও মেয়ে তার দিকে তেমনভাবে তাকায় না। কলেজ লাইফে সুজিতের থেকে তার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল।

এই সময় দরজায় শব্দ হতেই মুখ তুলে তাকাল স্বপ্নেন্দু। মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। হেনা সেনের মুখ থমথমে, 'ডেকেছেন।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে খেয়াল হল সে অফিসার। হাত বাড়িয়ে চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বসুন। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

হেনা সেন এগিয়ে এলেন রাজহাঁসের ভঙ্গিতে।' 'কী ব্যাপার?'

'আগে বসুন, দাঁড়িয়ে কথা বলা শোভন নয়।'

ব্যাপারটা যেন হেনা সেনের মনঃপুত হচ্ছিল না। তবু চেয়ারখানা সামান্য টেনে নিয়ে থমথমে মুখে তিনি বসলেন। স্বপ্নেন্দু সেটা লক্ষ করল। তারপর জিগ্যেস করল, 'এই অফিসের পরিবেশ আপনার কেমন লাগছে?'

'ভালোই।'

'কিন্তু আমার ওপরওয়ালা মনে করেন পরিবেশ আদৌ ভালো নয়। তিনি চান অবস্থার উন্নতি করতে। আপনি সেকশনে আসতে চান?'

'সেকশনে? না-না। ওখানে অনেক ঝামেলা। আমি বেশ আছি।'

'কিন্তু মিসেস বক্সী আপনাকে সেকশনে পাঠাতে বলেছেন।'

এবার হাসলেন হেনা সেন, 'উনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না। আপনি নিশ্চয়ই কারণটা বুঝতে পারছেন। সেকশনে যাওয়ায় যাদের ইন্টারেস্ট আছে তাদের পাঠান। আমি চলি।'

'একটু বসুন।' স্বপ্নেন্দু খুব অসহায় বোধ করছিল, 'একটা কথা, এইসব আলোচনার কথা অফিসে গিয়ে বলবেন না।'

'কেন?'

'এটা টপ সিক্রেট।'

'তাহলে আমাকে জানালেন কেন?'

ঠোঁট কামড়াল স্বপ্নেন্দু, 'আমার মনে হয়েছিল আপনাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'ধন্যবাদ।' হেনা সেন সামান্য মাথা দুলিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে এক্সপ্লেনই করতে বলবেন কেন আমি অফিসে এসেই ক্যান্টিনে যাই।'

'আপনি জানেন আমি সেটা পারি না।'

'আমি জানি?'

'জানা উচিত।'

এবার হাসিটা আরও মিষ্টি হল। তারপর বেরিয়ে গেলেন হেনা সেন। কয়েক মুহূর্ত বাদে স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল, এ কী করল সে। একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে চরম অন্যায় হয়ে গেল। শুধু একজন সুন্দরী মহিলার শরীর দেখে সে মাথা খারাপ করে ফেলল? এখন উনি যদি অফিসে বলে বেড়ান তাহলে ম্যাডাম তাকে চিবিয়ে খাবেন। অথচ এখন আর কিছু করার নেই।

বিকেলে অফিসে হইচই পড়ে গেল। হেনা সেন নয়, কী করে যে খবর ফাঁস হয়ে গেছে তা কেউ জানে না। হয়তো হরিমাধব কিংবা বক্সীর বেয়ারা অথবা বড়বাবু, সোর্সটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অফিসের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। ঝেঁটিয়ে ট্রান্সফার হচ্ছে এই খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল; বিকেল চারটেয় জানতে পারল স্বপ্নেন্দু। একজন ছাপ্পান্ন বছরের প্রৌঢ় এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন, 'স্যার, আমাকে ধনে-প্রাণে মারবেন না।'

'কী হয়েছে?'

www.MurchOna.com

'আমার তিনটে মেয়ে। সেকশন থেকে সরিয়ে দিলে ওদের বিয়ে দিতে পারব না। একদম ভরাডুবি হয়ে যাবে স্যার।' কেঁদে ফেললেন ভদ্রলোক।

'আপনি জানলেন কী করে?' স্বপ্নেন্দু সোজা হয়ে বসল।

'সবাই জানে স্যার।'

তারপর একটার পর একটা অনুরোধ। কারও মেয়ের বিয়ে হয় না, কারও সংসার চলবে না। অফিস থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছিল। স্বপ্নেন্দু টেলিফোন করল মিসেস বক্সীকে। বেজে গেল টেলিফোন। হরিমাধব খোঁজ নিয়ে জানাল ম্যাডাম ঘণ্টাখানেক আগে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন।

স্বপ্নেন্দুর মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না কী করে খবরটা ফাঁস হয়ে গেল।

সে চাকলাদারকে ডেকে পাঠাল, 'আপনি স্টাফদের বলেছেন?'

'না স্যার। তবে শুনেছি ম্যাডাম নাকি ওঁর পিওনকে বলেছেন।'

'ম্যাডাম?' স্বপ্নেন্দু হাঁ হয়ে গেল। ঠিক সেইসময় দল বেঁধে স্টাফরা তার ঘরে প্রবেশ করল। একসঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি অভিযোগ এবং গালাগালের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। তাকে ঘিরে অনেকগুলো উত্তেজিত মুখ। স্বপ্নেন্দু বলার চেষ্টা করল, 'আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেন? মিসেস বক্সীর কাছে যান। তিনিই অল ইন অল।'

একজন বলল, 'সে শালী পালিয়েছে।'

'ঠিক আছে, একজন বলুন। এনি অফ ইউ।'

'শুনুন। অ্যাদ্দিন ধরে আমরা সেকশনে কাজ করছি, এখন এককথায় সরাতে পারেন না। এতগুলো লোকের ভাতে হাত দেবার কোনও রাইট আপনার নেই।'

'ভাতে হাত।'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এটাতো বেআইনি।'

সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার উঠল। অজস্র অশ্লীল শব্দ। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'অফিসাররা যখন মাল কামান তখন বুঝি আইন থাকে?'

এই যুক্তিটার কাছে নরম হতেই হয়। স্বপ্নেন্দু মিসেস বক্সীকে একথাই সকালে বলেছিল। সে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি। বিশ্বাস করুন আমি এসব কিছু জানি না। মিসেস বক্সী এলে আমি নিশ্চয়ই আলোচনা করব।'

'আপনি জানেন না?'

'না।' স্বপ্নেন্দু স্রেফ অস্বীকার করল।

'মিথ্যে কথা। তাহলে স্ট্যাটিস্টিক থেকে মিস সেনকে ডেকে পাঠালেন কেন? মিস সেনকে কোন সেকশনে দিতে চান?'

'মিস সেন?' ধক করে উঠল স্বপ্নেন্দুর বুক। মহিলা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নাকি? ওফ, কী বোকামিই না করেছিল সে। একটা মেয়েছেলের সুন্দর চেহারা দেখে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

'কী, চুপ করে আছেন কেন?'

'ওর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে আপনারা জানেন?' শেষ চেষ্টা করল সে। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকারটা বাড়ল। কেউ একজন ছুটল হেনা সেনকে ডেকে আনতে। তারা

সামনাসামনি ভজিয়ে নিতে চায়। স্বপ্নেন্দু ঘামতে লাগল। এই লোকগুলোকে তার ক্ষিপ্ত নেকড়ের মতো মনে হচ্ছিল। তার ঘরে হামলা হচ্ছে অথচ কোনও অফিসার এগিয়ে আসছেন না তাকে উদ্ধারের জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মিস সেনের আবির্ভাব হল। ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী ব্যাপার? আমায় কেন?'. যেন তিনি কিছু জানেন না।

নেতা গোছের একজন প্রশ্ন করল, 'মিস সেন, আজ সকালে উনি কি ট্রান্সফার পোস্টিং নিয়ে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?'

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন হেনা সেন। হ্যাঁ।

আর গলা শুকিয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করছিল তাঁর। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনা বাড়ল। মিথ্যুক, লায়ার।

'কী বলেছিলেন?'

'আমি অফিসে এসে রেস্ট নিতে ক্যান্টিনে যাই বলে উনি আমাকে বলেছিলেন এটা নাকি অন্যায়, প্রয়োজন হলে আমাকে ট্রান্সফার করে দেবেন। আমার আবার একটু রেস্ট না নিলে চলে না।'

হেনা সেন হাসলেন।

আর স্বপ্নেন্দুর মনে হল সে গভীর কুয়োর তলা থেকে ভুস করে ওপরে উঠে এল। স্পষ্টতই আক্রমণকারীদের মুখে এখন হতাশা। কেউ-কেউ হেনা সেনের দিকে অবিশ্বাসী চোখে তাকাচ্ছে। এবার হেনা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি জানতে পারি কি কেন এঁদের ট্রান্সফার করা হচ্ছে?'

'আমি জানি না, মিসেস বক্সী বলতে পারবেন।'

'এদের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে যে এরা পার্টির কাছে ঘুষ নেন? যদি না থাকে তাহলে এরকম অ্যাকশান নেওয়া মানে এদের অপমান করা। অনুমানের ভিত্তিতে আপনারা কিছুই করতে পারেন না।'

হেনা সেন হেসে-হেসে কথাগুলো বলতেই সোচ্চারে তাঁকে সমর্থন করল সবাই।

যাওয়ার আগে স্টাফরা বলে গেল যদি এইরকম অর্ডার বের হয়ে তাহলে কাল থেকে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে রুমালে মুখ মুছল স্বপ্নেন্দু। খুব জোর বেঁচে গেল সে আজ। হেনা সেন তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। মহিলা তাকে নাও বাঁচাতে পারতেন! সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা চিন্তা মাথায় আসামাত্র উৎফুল্ল হল সে। মেয়েরা যাকে একটু নরম চোখে দ্যাখে, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, কোথায় যেন পড়েছিল সে, এত ঝামেলার মধ্যেও এটুকু ভাবতে পেরে মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল তার। খুব ইচ্ছে করছিল হেনা সেনকে ডেকে কৃতজ্ঞতা জানায়। কিন্তু সাহস হল না তার। সঙ্গে-সঙ্গে স্টাফদের মনে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তবে মহিলা খুবই বুদ্ধিমতী। তাকেও যেমন বাঁচালেন তেমনি স্টাফদেরও চটালেন না। চমৎকার।

স্বপ্নেন্দু ঠিক করল মিসেস বক্সীর ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দেবে। তিনি যা করেন তাই হবে। সে আর এই ব্যাপারে থাকবে না। যদি মিসেস বক্সী চোখ রাঙান তাহলে হেড অফিসে বিস্তারিত জানাবে।

ছুটির পর বেরিয়ে এসে বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু। এই সময়টায় তার

www.MurchOna.com

কিছুই করার থাকে না। মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাড়ির কোনও আকর্ষণ তার কাছে নেই। হাঁটতে-হাঁটতে ধর্মতলায় চলে এল সে। আর তখনই আত্রেয়ী তাকে ডাকল, 'কী ব্যাপার, কেমন আছ?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'ভালো। তুমি?'

'আর থাকা। তুমি তো কোনও খোঁজখবর নাও না।'

'কী হবে নিয়ে। তাছাড়া তোমার স্বামী তো সেটা পছন্দ করেন না।'

'ওঃ স্বপ্নেন্দু! এই কথাটা শুনতে-শুনতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। আমার সব কাজেই যদি ওর মতামত নিতে হয় তাহলে—!' বলতে-বলতে কথা ঘোরাল সে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'কোথাও না। বেকার মানুষ।'

'তুমি আবার বেকার। এখনও বান্ধবী পাওনি?'

'সে কপাল কোথায়?'

'চলো, আমাদের ওখানে চলো।'

'মাথা খারাপ। স্ত্রীর বন্ধুকে দেখলে কোনও স্বামী সুখী হয় না।'

'আমি আর পারছি না স্বপ্নেন্দু। এই লোকটার সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

স্বপ্নেন্দু রাস্তাটার দিকে তাকাল। অজস্র মানুষ এই সন্ধেবেলায় যাওয়া-আসা করছে। অথচ আত্রেয়ী এই পরিবেশকে ভুলে গিয়ে নিজের মনের কথা স্বচ্ছন্দে বলে যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু তবু বোঝাবার চেষ্টা করল, 'এভাবে বলো না, তুমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছ। অতীতটাকে ভুলে যেও না।'

'ভুল করেছিলাম।' তারপরেই যেন খেয়াল হল আত্রেয়ীর, 'কোথাও বসবে?'

'তোমার দেরি হয়ে যাবে না?'

'আই ডোন্ট কেয়ার। তোমাকে এতদিন বাদে দেখলাম। তোমার অফিসের টেলিফোন নাম্বারটা যে কাগজে ছিল সেটাও ছিঁড়ে ফেলেছে, কীরকম ব্রুট।'

'আজ নয় আত্রেয়ী। আমার মন ভালো নেই।'

'একদিন কিন্তু আমার কাছে এলে তোমার মন ভালো হয়ে যেত।'

'সে অনেকদিন আগের কথা। তখন আমরা ছাত্র—।'

'তোমার নাম্বারটা দাও তাহলে।'

স্বপ্নেন্দু টেলিফোন নাম্বারটা বলতে আত্রেয়ী সেটাকে তিন চারবার নানান রকম করে মনে গেঁথে রাখল তারপর জিগ্যেস করল, 'তুমি এখনও সেই পুরোনো বাড়িতেই আছ?'

'আর কোথায় যাব? মা চলে যাওয়ার পর আমি আগলাচ্ছি।'

হঠাৎ ব্যাগ খুলল আত্রেয়ী। তারপর কী ভেবে সেটা বন্ধ করে বলল, 'তুমি হয়তো আমার কথা আজকাল আর ভাব না, কিন্তু আমার বড্ড মনে পড়ে তোমাকে। আমি ভুল করেছি স্বপ্নেন্দু, বিরাট ভুল।'

আত্রেয়ী চলে গেলে আরও আনমনা হয়ে গেল সে। ছাত্রজীবনে কি তার সঙ্গে আত্রেয়ীর প্রেম হয়েছিল? না, ঠিক প্রেম বলে না ওটাকে। তবে আত্রেয়ীর কাছে যেতে

ভালো লাগত তার। আর আত্রেয়ীর নজর ছিল আরও ওপরের দিকে। ভালো চাকুরে, প্রচুর পয়সা এবং ক্ষমতাবান মানুষের জন্যে তার লোভ ছিল। তাই সেই বয়সে ওইরকম একটা মানুষকে পেয়ে সে স্বচ্ছন্দে স্বপ্নেন্দুদের ভুলে যেতে পেরেছিল। কষ্ট হয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু সেটা ভুলে যেতে সময় লাগেনি। প্রেম হলে কি তা সম্ভব হতো! আর আজকের আত্রেয়ী তো মধ্যবয়সের এক মহিলা। শরীরে যৌবন নেই। সেই চাপল্য নেই, আকর্ষণ করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এই আত্রেয়ীর সঙ্গে নবীন প্রেম হয় না, পুরোনো বন্ধুত্ব রাখা যায় মাত্র। কথাটা মনে হওয়ামাত্র হেনা সেনের শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে গেল তার। হেনা সেনকে কৃতজ্ঞতা জানানো হল না। কাল এবং পরশু ছুটি। সোমবার ঘরে ডেকে ওটা জানাতে গেলে হয়তো নানান কথা উঠবে। তা ছাড়া, সেদিন অফিসের আবহাওয়া কীরকম থাকবে তাও সে জানে না।

আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো বুকের ভেতর হেনা সেনের জন্যে এতটা আনচান শুরু হতো না। আত্রেয়ী যন্ত্রণাটা যেন তার মনে ছুঁইয়ে চলে গেল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল হেনা সেনের বাড়িতে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এলে কেমন হয়? অফিস থেকে বের হওয়ার আগে সে ওর ফাইল থেকে বাড়ির ঠিকানাটা জেনে এসেছে।

পরমুহূর্তেই চিন্তাটাকে বাতিল করল সে। হেনা সেনের বাড়িতে যাওয়া একজন অফিসারের পক্ষে সম্মানজনক হবে না। হেনা যদি বিরক্ত হয় তাহলে অফিসে ঢিঢি পড়ে যাবে। স্টাফরা তো বটেই, মিসেস বক্সীও খড়্গহস্ত হবেন। তা ছাড়া, হয়তো গিয়ে দেখবে ওর কোনও সহকর্মী সেখানে বসে আছে। তাহলে? বেইজ্জতের একশেষ। না, এটা অত্যন্ত ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে।

এক কাপ চা খেয়ে হাঁটছিল স্বপ্নেন্দু। এই সময় বাচ্চা ছেলেটা পেছনে লাগল। ধর্মতলায় এদের প্রায়ই চোখে পড়ে। একগাদা টাটকা ফুল নিয়ে এরা অনুনয় করে কিনতে। স্বপ্নেন্দু শুনেছে এই সব ফুলের অতীত নাকি ভালো নয়। কবরস্থান থেকে তুলে নিয়ে এসে নাকি বিক্রি করা হয়। তাছাড়া ফুল নিয়ে সে কী করবে? বাড়িতে যার ফুলদানি নেই তার ফুলের কী প্রয়োজন। ছেলেটাকে হটিয়ে দিলেও সে পিছু ছাড়ছিল না। ফুলগুলোর প্রশস্তি করতে-করতে আকুতি জানাচ্ছিল কেনবার জন্যে। প্রায় বাধ্য হয়ে স্বপ্নেন্দু এবার ফুলগুলোর দিকে তাকাল। আর তখনই তার নজরে পড়ল একটা আধফোঁটা বড় রক্তগোলাপ কীরকম নরম সতেজ চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে। পুরো ফোটেনি ফুলটা কিন্তু এমন ডাঁটো এবং উদ্ধত ভঙ্গি, পাপড়ির গায়ে জলের ফোঁটা যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সে ছেলেটাকে বলল, 'ওই ফুলটার দাম কত?'

'আট আনা সাব।' হাত বাড়িয়ে তুলে দিল সে গোলাপটাকে। লম্বা ডাঁটি এবং তাতে দুটো পাতা। দর করল না স্বপ্নেন্দু। দাম মিটিয়ে দিয়ে নাকের সামনে ধরতেই অদ্ভুত জোরালো অথচ মায়াবী গন্ধ পেল। এবং তখনই মনে হল এই গন্ধটা তার খুব চেনা। চোখ বন্ধ করতেই হেনা সেনের শরীর ভেসে উঠল। আজ সকালে লিফটে হেনা সেনের শরীর থেকে সে এই রকম গন্ধ পেয়েছিল। আদুরে চোখে ফুলটাকে দেখল স্বপ্নেন্দু। আর তারপরেই মনে হল হেনা সেনের শরীরের সঙ্গেও এই ফুলের মিল আছে। এইরকম তাজা, উদ্ধত, অহঙ্কারী এবং মহিমাময়। শেষ শব্দটা

www.MurchOna.com

ভাবতে পেরে খুব ভালো লাগল তার। মহিমাময়।

ফুলটার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেন্দুর দ্বিতীয়বার মনে হল তার উচিত একবার হেনা সেনের বাড়িতে যাওয়া। সে তো কখনও ফুল কেনেনি। কোনও ফুলওয়ালা তার পিছনে জোটেনি কোনওদিন। আজ কেন হল?

আর ওই ছেলেটার কাছে এই ফুলটাই বা থাকবে কেন যা দেখলে হেনা সেনকে মনে পড়ায়! হেনা সেন থাকে ফুলবাগানের সরকারি ফ্ল্যাটে। তেমন বুঝলে একটা মিথ্যে ওজর দিতে অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া, যে মেয়ে তাকে বাঁচাতে অতগুলো সহকর্মীর সামনে কথা সাজাল সে নিশ্চয়ই অফিসে গিয়ে নালিশ করবে না।

এইসব ভেবে স্বপ্নেন্দু একটা ট্যাক্সি ধরল। পারতপক্ষে শেয়ারে ছাড়া সে ট্যাক্সিতে চড়ে না। কিন্তু আজ মনে হল এই ফুলটাকে নিয়ে বাসে ওঠা যায় না। ভেতরে-ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে। ঘাম জমছিল কপালে।

সরকারি ফ্ল্যাটের কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে স্বপ্নেন্দুর মনে হল, এই লাল গোলাপটাকে হাতে ধরে পথ হাঁটা উচিত হবে না। এটাকে দেখলে মানুষের কৌতূহল হবেই। অথচ পকেটে রাখলে ফুলটা নষ্ট হয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত সে রুমাল বের করে সযত্নে তাতে ফুলটাকে ঢেকে ঝুলিয়ে নিল এমন করে যে কেউ দেখলে চট করে বুঝতে পারবে না।

নম্বর খুঁজে-খুঁজে ফ্ল্যাটটা পেতে মিনিট পনেরো লাগল। তিনতলায় দরজায় গায়ে লেখা আছে মিস্টার এস. কে. সেন। এই লোকটা কে হতে পারে? হেনার বাবা? মেয়ের অফিসার বাড়িতে এসেছেন শুনলে ভদ্রলোক কী মনে করবেন? কিন্তু এখন ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। একটু মরিয়া ভাব এসে গেলে স্বপ্নেন্দু কলিং বেলে আঙুল রাখল। আর আশ্চর্য, দরজা খুলল হেনা নিজে।

'ওমা, আপনি?' খুব অবাক গলায় প্রশ্ন করল হেনা।

স্বপ্নেন্দু দেখল লাল শাড়ি লাল ব্লাউজে হেনাকে ঠিক রক্তগোলাপটার মতো দেখাচ্ছে। অফিস থেকে ফিরে স্নান করেছে নিশ্চয়ই কারণ লাবণ্য ঢলঢল করছে সারা অঙ্গে। স্বপ্নেন্দু কোনওরকমে বলতে পারল, 'এলাম।'

'হ্যাঁ আসুন।' হেনা সরে দাঁড়াতে স্বপ্নেন্দু ঘরে ঢুকল। সুন্দর সাজানো আধুনিক ঘর। দরজাটা ভেজিয়ে হেনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল রুমালটার কথা। ওটা এখনও হাতে ঝোলানো। যতটা সম্ভব ওটাকে আড়াল করে সে কথা বলল, 'আমি না এসে পারলাম না। আজ আপনি আমাকে অফিসে বাঁচিয়েছেন। আমি যে কী বলে আপনাকে—'

শব্দ করে হেসে উঠলেন হেনা সেন। তাঁর শরীরে পুরীর ঢেউগুলোকে চকিতে দেখতে পেল স্বপ্নেন্দু। হেনা সেন হাসতে-হাসতে বললেন, 'বলিহারি আপনি! ওই জন্যে বাড়ি বয়ে ধন্যবাদ জানাতে এলেন! এখন যদি খবরটা অফিসে জানাজানি হয়ে যায়? আরে মুখটা অমন করছেন কেন? বসুন-বসুন।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'না বসব না। রাতও তো হল।'

'রাত এমন কিছু হয়নি। দাঁড়ান, আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হেনা সেন ভেতরে চলে গেলেন। স্বপ্নেন্দু আড়ষ্ট হয়ে বসল।

রুমালটাকে সে সন্তর্পণে সোফার ওপর রেখে দিল। তিনঘরের ফ্ল্যাট। অথচ অন্য মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না।

একটু বাদেই এক প্রৌঢ়াকে নিয়ে হেনা সেন ফিরে এলেন, 'আমার মা।'

স্বপ্নেন্দুর ইচ্ছে করছিল না প্রণাম করতে কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হবে মনে হওয়ায় নমস্কার করল সে। মহিলা বললেন, 'বসুন।'

'আমাদের অফিসার! খুব জাঁদরেল লোক।' হেনা সেন জানালেন।

মহিলা বললেন, 'আপনি কি এদিকেই থাকেন?'

'না। মানে আমার এক বন্ধুর কাছে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।'

'ওর পুরোনো অফিসের পরিবেশ ভালো ছিল না। একজন তো খুব বিরক্ত করতেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে নিষেধ করলাম বাড়িতে আসতে। আসলে বাবা, এখানে কোনও পুরুষমানুষ যদি ঘনঘন আসে তাহলে নানান কুকথা উঠবে। আমরা মায়ে-মেয়েতে থাকি তো।'

'সে তো নিশ্চয়ই!' স্বপ্নেন্দু ঢোক গিলল।

'ওর বাবা যা রেখে গিয়েছেন তাতে মেয়ের চাকরি করার দরকার হয় না। কিন্তু মেয়ে সে কথা শুনলে তো! এখন একটা ভালো ছেলে পেলে বেঁচে যাই।'

হেনা চাপা গলায় বললেন, 'আঃ মা! তুমি আবার আরম্ভ করলে!'

প্রৌঢ়া স্বপ্নেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই দ্যাখো, বলতেই আপত্তি। কিন্তু—।'

'কোনও কিছু নয়। এখন ভেতরে গিয়ে রামের মাকে বলো কফি করতে।'

কিন্তু স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়াল, 'মাফ করবেন! আমি কফি খাব না! মানে একটু আগে চা খেয়েছি তো!'

'ও অন্য জায়গায় চা খেয়ে আমার কাছে এসেছেন?'

'না। মানে, ঠিক আছে, আর একদিন খাব।'

'আর একদিন খাবেন মানে? শুনলেন না মা একটু আগে কি বলল। ঘনঘন এ-বাড়িতে এলে পাঁচজনে কুকথা বলবে।' হেনা সেন আবার হাসিতে ভেঙে পড়লেন। স্বপ্নেন্দু ঠোঁট কামড়াল। তাকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হচ্ছে আর কখনও এই বাড়িতে এসো না।

প্রৌঢ়া অবশ্য বলে উঠলেন, 'ছিঃ, এভাবে ঠাট্টা করতে হয়!'

হেনা সেন বললেন, 'আমি যে ঠাট্টা করলাম তা উনি বুঝতে পেরেছেন। সত্যি চা-কফি খাবেন না?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'চলি। আবার দেখা হবে।'

হেনা সেন বলে উঠলেন, 'আপনার রুমাল পড়ে রইল ওখানে।'

স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল। সে কয়েক পা ফিরে এসে রুমালটাকে তুলে নিল। এতসব সত্ত্বেও তার খুব ইচ্ছে করছিল হেনা সেনের হাতে টাটকা লাল গোলাপটা তুলে দিতে। কিন্তু এইসব কথাবার্তা আর প্রৌঢ়া মহিলার সামনে সেটা দেওয়া অসম্ভব। ওঁরা দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলেন। সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগে স্বপ্নেন্দু শুনল হেনা বলছেন, 'ঝামেলাটা নিজের কাঁধে না রেখে মিসেস বক্সীর ওপর চাপিয়ে দিন। আপনার কী দরকার যেচে অপ্রিয় হওয়ার।'

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে স্বপ্নেন্দু টলমল হল। হেনা সেন তার সঙ্গে যতই

www.MurchOna.com

রসিকতা করুন না কেন শেষ সময়ে যে কথাটা বললেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ওর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কোনও-কোনও মানুষের এটা বাহ্যিক স্বভাব থাকে পরিহাস করার, কিন্তু ভেতরের আন্তরিকতা যখন বেরিয়ে আসে তখন বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। হেনা সেই রকমের মেয়ে।

বুঁদ হয়ে হাঁটছিল স্বপ্নেন্দু। লাল জামা লাল শাড়ি সাদা নিটোল ডানার মতো কাঁধ থেকে হাত নেমে এসেছে যার সেই মেয়ে তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। রুমালটাকে নাকের নিচে নিয়ে আসায় সে আবার হেনা সেনের শরীরের ঘ্রাণ আবুক নিতে পারল।

বাড়ি ফিরে স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল আজ রান্না-বান্না বন্ধ। ওর রাতদিনের কাজ করে যে লোকটা সে দেশে গেছে কার অসুখের খবর পেয়ে। সামনে দুদিন ছুটি বলে স্বপ্নেন্দু আপত্তি করেনি। সন্ধেটা এমন ঘোরে কেটে গেল যে এসব কথা মনেও আসেনি। এখন রাত্রে হরিমটর।

দরজা খুলে সে শোওয়ার ঘরে এল। একটা ফুলদানি নেই যেখানে গোলাপটাকে রাখা যায়। টেবিলে একটা সুন্দর কাচের বাটি ছিল, স্বপ্নেন্দু তার মধ্যে ফুলটাকে বসিয়ে দিল। একটুও টসকায়নি সেটা, তেমনি উদ্ধত এবং আদুরে। আর কী টকটকে লাল। কী খেয়াল হতে বাটিটাকে উলটো করে বসিয়ে দিতে স্বপ্নেন্দু আবিষ্কার করল ফুলের রং কাচের আস্তরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। আরও রহস্যময় দেখাচ্ছে। সামান্য দূরে সরে কাচ-চাপা ফুলটাকে দেখল সে। ঠিক মধ্যিখানে গর্বিত ভঙ্গিতে ফুলটা রয়েছে।

এক কাপ কফি আর কয়েকটা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়ল স্বপ্নেন্দু। আজ সারাদিনে অনেক ঘটনা ঘটে গেল। চারদিকে শুধুই নোংরামো, একমাত্র ব্যতিক্রম হেনা সেন। কিন্তু তাঁর কাছে আগের অফিসের কোনও অফিসার প্রায়ই যেত! লোকটাও কি হেনার প্রেমে পড়েছিল? মনে-মনে খুব জেলাস হয়ে উঠল সে। হেনা লোকটাকে বাড়িতে অ্যালাউ করতেন কেন? হেনারও কি দুর্বলতা ছিল? স্বপ্নেন্দুর অস্বস্তি শুরু হল। তার খেয়াল হল হেনা স্বইচ্ছায় ট্রান্সফার চেয়ে এই অফিসে এসেছেন। দুর্বলতা থাকলে নিশ্চয়ই তা করতেন না।

কিন্তু অফিসের পরিবেশটা জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেয়েও কোনও কলেজে মাস্টারি নিলে অনেক বেশি আরামে থাকা যেত। আসলে এখন মানুষের লোভের কোনও সীমা নেই। চাই আরও চাই। যেমন আত্রেয়ী। একসময় যেটাকে সুখ বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এখন সেটা থেকে মুক্ত হতে চাইছে। সে সুখের মালা যেন ফাঁস হয়ে বসেছে গলায়। আসলে সেখানেও একটা অতৃপ্তি, যা অন্য লোভ থেকে মনে জন্মেছে। স্বপ্নেন্দু শুয়ে-শুয়ে হাসল। আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কোনও-না-কোনও লোভের শিকার। কাকে দোষ দেবে। এই নিয়ে মানিয়ে-গুছিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। সে নিজেও তো লোভার্ত হয়ে হেনা সেনের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল। অথচ যাওয়ার আগে কতকগুলো বাহানা তৈরি করতে হয়েছিল নিজের কাছে কৈফিয়ত দিতে। নিশ্বাস ফেলেছিল মৃদু তালে স্বপ্নেন্দু। তার তিনতলার ঘরে অল্প-অল্প হাওয়া আসছে। মাথার ওপর ফ্যানটা ঘুরছে না। কলকাতা শহর কখন যে বিদ্যুৎহীন হয়ে গেছে তা টের পায়নি। স্বপ্নেন্দুর চোখের সামনে লাল শাড়ি লাল জামা। শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ল তাই নিয়ে।

সেই মধ্যরাতে কলকাতার বায়ুমণ্ডলে গুরুতর প্রতিক্রিয়া শুরু হল। কোন হঠাৎ সরে আসা নক্ষত্রের আকর্ষণে পৃথিবীর এই বিশেষ শহরটি উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সামান্য ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ায় কলকাতার মানুষের ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নেন্দু লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসে দেখল জানলা দিয়ে প্রচণ্ড তপ্ত বাতাস ঘরে ঢুকছে। এত তার তাপ যে গায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। এবং সমস্ত শহর জুড়ে মানুষের চিৎকার শুরু হয়েছে। যারা ভয় পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল তারা আবার একটা আচ্ছাদন খুঁজছে। মানুষের আর্তনাদে শহরটা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। টলতে-টলতে জানলা বন্ধ করে দিতে যেটুকু সময় তাতেই সমস্ত শরীর ঝলসে গেল স্বপ্নেন্দুর। চিৎকার করে উঠল সে। মনে হচ্ছিল অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অন্ধ ঘরেও উত্তাপ কমছিল না। স্বপ্নেন্দু হাত-মুখ ঘষতেই অনুভব করল চামড়া উঠে আসছে। উন্মাদের মতো সে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিছানাটা গরম। কিন্তু আশ্চর্য, পোড়েনি।

জ্ঞান ফেরার পর স্বপ্নেন্দুর প্রথম খেয়াল হল সে বেঁচে আছে। আর আশ্চর্য, তার শরীরে সেই প্রচণ্ড জ্বলুনিটা নেই। প্রথমে মনে হল কাল রাত্রে সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। যা শুনেছিল, তা স্বপ্নে! হাতটা মুখে ঘষতে গিয়ে সে চমকে উঠল। স্পর্শ পাচ্ছে না। হাড়ে-হাড়ে যেন সামান্য শব্দ হল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল স্বপ্নেন্দু। লাফাতে গিয়ে শরীরটাকে এতটা হালকা লাগল যে পড়ে যেতে-যেতে সামলে নিল। তারপর নিজেকে দেখে চিৎকার করে উঠল। রাত্রে পাজামা পরে শুয়েছিল স্বপ্নেন্দু। এখন উঠে দাঁড়াতেই সেটা খুলে পড়ে গেল। স্বপ্নেন্দুর গলা থেকে একটা জান্তব শব্দ বেরিয়ে এল। পাগলের মতো সে ছুটে গেল বিশাল আয়নার সামনে। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পড়ে স্থির হয়ে গেল।

চেতনা ফিরতে স্বপ্নেন্দু আবার উঠে বসল। তার শরীরে কোথাও মাংস নেই, রক্ত নেই, চামড়া নেই। এমনকী শিরা-উপশিরা পর্যন্ত নেই। শুধু শরীরের খাঁচাটা আস্ত রয়েছে। আর শুনছে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ। ঘড়ির মতো শব্দ করে চলছে সেটা। স্বপ্নেন্দুর মনে হল সে দুঃস্বপ্নটা এখনও দেখে যাচ্ছে। একটু-একটু করে উঠে দাঁড়িয়ে সে চলে এল আয়নার সামনে। মেডিক্যাল কলেজে এইরকম কঙ্কাল দেখেছে সে। আয়নায় একটা কঙ্কালের ছবি ফুটে উঠেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখছে কঙ্কালটা। আবার ঠিক কঙ্কালও না! কারণ বুকের খাঁচার মধ্যে ওটা কী। কালচে মতন একটা হৃৎপিণ্ড দেখতে পেল সে। সে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার চোখ নেই। ডান হাতটাকে ধীরে-ধীরে ওপরে তুলে হৃৎপিণ্ডটাকে ছুঁতে যেতে সেটা শব্দ করে উঠল। সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বোঝা গেল কালচে হৃৎপিণ্ডটাকে একটা অদৃশ্য শক্ত বস্তু ঘিরে রেখেছে। নিরেট অথচ অদৃশ্য গোলকটির শরীরে আঘাত করল সে কিন্তু একটুও ব্যথা লাগল না। আয়নার খুব কাছে চলে এল স্বপ্নেন্দু। একটি পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চির কঙ্কাল তার সামনে দাঁড়িয়ে। তার কোথাও-কোথাও কালচে চামড়া আটকে আছে। কিন্তু সামান্য রক্তমাংসের চিহ্নও নেই।

চোখের গর্তে গর্ত আছে, কিন্তু চোখ নেই। অথচ দেখতে সামান্য অসুবিধে হচ্ছে। সোজাসুজি ছাড়া বাকিটা অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে দেখতে হলে মুখ ঘোরাতে হচ্ছে। নাক আছে কিন্তু কোনও ঘ্রাণশক্তি নেই। জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলল সে। হৃৎপিণ্ডের আরাম হল কিন্তু কোনও গন্ধ পেল না।

www.MurchOna.com

মুখ হাঁ করল স্বপ্নেন্দু। জিভ নেই কিন্তু দাঁত আছে। অথচ দাঁতের গোড়ায় মাংস না থাকায় সেগুলোকে নগ্ন বীভৎস দেখাচ্ছে। শরীরের নিম্ন অংশের দিকে তাকাল সে। তলপেট থেকে দুটো শক্ত মোটা হাড় দুপাশে ছড়িয়ে পা হয়ে নিচে নেমে গেছে। তার যৌন অঙ্গ ইত্যাদির চিহ্নমাত্র নেই।

স্বপ্নেন্দু এইসব ভাবতে-ভাবতে কপালে হাত রাখল। তার মাথার মধ্যে কি চিন্তা করার নার্ভগুলো কাজ করছে? ব্রেইনবক্স কিংবা ক্রানিয়ামের ভেতরে কি মস্তিষ্ক অটুট আছে? নিশ্চয়ই আছে। তার ক্রানিয়াম মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে সে এতসব ভাবতে পারছে কী করে।

স্বপ্নেন্দু থরথর করে কেঁপে উঠল। এই কি সে? এই কালচে শুকনো চামড়া মাঝে-মাঝে সেঁটে থাকা কঙ্কাল? খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে নিজের মাথাটাকে দেখতে চেষ্টা করছিল। হ্যাঁ তাইতো। মা মারা যাওয়ার পর মাথা ন্যাড়া করেছিল। তখন আয়নার সামনে দাঁড়ালে মাথার আকৃতিটা যেমন দেখাত এখন অনেকটা সেইরকমই লাগছে। তবে আকারে ছোট হয়ে গেছে কিন্তু আদলটা পালটায়নি।

বন্ধ দরজার দিকে তাকাল স্বপ্নেন্দু। তার হঠাৎ খুব ভয় করতে লাগল। সে মরে যায়নি। কিন্তু এইভাবে কঙ্কাল হয়ে বেঁচে থাকার কথা কে কবে শুনেছে। পাঁচজনের সামনে বের হলে কী প্রতিক্রিয়া হবে সবার? স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠে কান্নাটা ছিটকে এল। সামান্য শব্দ হল কিন্তু এক ফোঁটাও অশ্রু বের হল না। চোখের জল নেই অথচ আলোড়িত হৃৎপিণ্ড ঠিক কেঁদে যাচ্ছে। শব্দটার কথা খেয়াল হতে সে সচকিত হল। তার উদর নেই, পাকস্থলী নেই। ধমনী, গ্রন্থি, নালী, পিত্ত, বস্তি, অন্ত্র, যকৃৎ কিছুই নেই। তবু শব্দটা হল। শব্দটা যে মুখ থেকে বের হয়নি এ ব্যাপারে সে স্থির নিশ্চিত। তাহলে? বিছানায় এসে বসল স্বপ্নেন্দু তারপর খুব সন্তর্পণে কথা বলার চেষ্টা করল 'স্বপ্নেন্দু?'

অবিকল নিজের গলাটা শুনতে পেল সে। শুনতে পেল কী করে? তার কি শ্রবণ-ইন্দ্রিয় কাজ করছে? স্বরযন্ত্র যার নেই সে কথা বলে কী করে? বিশ্বাস হল না ঠিক, স্বপ্নেন্দু আবার একটু জোরে চিৎকার করে ডাকল, 'স্বপ্নেন্দু।'

আঃ। সত্যি। সে কথা বলতে পারছে। স্বপ্নেন্দু বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করতে গিয়ে খেয়াল করল তার অক্ষিগোলক নেই তাই চোখের পাতা থাকার কথা নয়। তার মানে কখনও ঘুমুতে পারবে না সে। ঘুমুতে পারবে না কিন্তু কথা বলতে পারবে। আচ্ছা, তার কথা কি সামান্য নাকি-নাকি শোনাচ্ছে? ছেলেবেলায় গল্পের বইতে কঙ্কালদের যেরকম চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা বলতে দেখত সেইরকম? সে আর-একবার শব্দ করল। খুব স্বাভাবিক শোনাচ্ছে না স্বর। প্রথমবার আনন্দে ঠাওর হয়নি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নাকি ভাবটা আছে। কিন্তু স্বরটা বের হচ্ছে কোত্থেকে? দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করতে গিয়ে স্বপ্নেন্দুর কাছে ধরা পড়ল। ওই প্রচণ্ড শক্ত অথচ অদৃশ্য গোলাকার বস্তুটি যা বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটাকে আড়াল করে রেখেছে, শব্দটা আসছে ওর ভেতর থেকে। সে কি শুনতে পাচ্ছে ওই গোলকটির কারণে? মাথাটাকে যতটা সম্ভব বুকের কাছাকাছি নামিয়ে সে কথা বলল। হ্যাঁ, এটাই সত্য। তার শরীরটাকে সচল রাখার সমস্ত জাদু ওই অদৃশ্য গোলকের মধ্যে রয়েছে। শরীর বলতে শুধু এই হাড়গুলো। অত্যন্ত যত্নে সে গোলকটির গায়ে হাত বোলাল। তারপর গুনগুন করে উঠল, 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। কী চমৎকার!

তার স্বরে সুর আছে। একেই তো গান বলে। অথচ এতকাল সে একটা লাইনও সুরে গাইতে পারেনি।

সারাটা দিন স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে কাটিয়ে দিল স্বপ্নেন্দু। মাঝে-মাঝে বাইরে থেকে চিৎকার, কান্না ভেসে আসছে! ব্যাপারটি কী জানার জন্যে তার কৌতূহল হলেও সে বিছানা ছাড়ল না। নিজের অতীতের শরীরটার জন্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তার দাড়ি কামাতে খুব বিরক্ত লাগত একথা ঠিক, কিন্তু কামানো হয়ে গেলে গালটা কী নরম লাগত! চিবুকের কাছটা কী আদুরে ছিল। শরীরের বিভিন্ন অংশের ছবি একটু-একটু করে মনে পড়ায় স্বপ্নেন্দু আরও ভেঙে পড়ল। এত বছর ধরে সযত্নে লালিত শরীরটা আজ এক লহমায় উধাও, এখন শুধু একটা কঙ্কাল তার পরিচয়। কিছুক্ষণ কাটা ছাগলের মতো ছটফট করলে সে। তারপর নেতিয়ে রইল বিছানায়।

বিকেল হয়েছে কখন? একফোঁটা ঘুম আসেনি চোখে। খিদের কোনও চিহ্ন নেই। স্বপ্নেন্দু ধীরে-ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে নিজেকে খুব হালকা বোধ করল। তারপর জানলার কাছে এসে সন্তর্পণে পাল্লাটা খুলতে নির্জন রাস্তাটা চোখে পড়ল। একটাও মানুষ নেই। গাড়ি-ঘোড়া চলছে না। এবং বাতাসে একটা ঘোলাটে ভাব। তারপরেই নজরে এল। ঠিক উলটোদিকের বাড়িটার গায়ে বেশ ঝাঁকড়া বটগাছ ছিল। বিকেলবেলায় পাখিরা তাতে হাট বসাত। সেই বটগাছটাকে চেনা যাচ্ছে না। পাতা নেই, ছোট ডালগুলো অদৃশ্য হয়েছে। শুধু মোটা গুঁড়িটা পুড়ে কালচে হয়ে রয়েছে। স্বপ্নেন্দুর অস্বস্তি হচ্ছিল। পৃথিবীটা পালটে গেল নাকি? সবকিছু কেমন অচেনা দেখাচ্ছে। এইসময় সে শক্ত হল। একটা মানুষ আসছে। খুব দ্রুত হাঁটছে লোকটা। অনেকটা কমিক ফিল্মের মতো। চ্যাপলিন এইরকম হাঁটতেন। লোকটা কে? কাছে আসতেই লোকটাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল স্বপ্নেন্দু। পরনে ফুলপ্যান্ট, ওভারকোট, কিন্তু মাথাটা ন্যাড়া। চুল নেই, মাংস নেই। স্রেফ একটা কঙ্কালের মাথা। পায়ের দিকে নজর দিতে সে দেখল কিছুই নেই সেখানে। লোকটা মুহূর্তেই চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

জানলাটা বন্ধ করল স্বপ্নেন্দু। তার মানে, সে একা নয়। আরও কিছু মানুষের চেহারার এই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কজন মানুষের? এই ঘরে বসে থাকলে কিছুই জানা যাবে না। চাকরটা থাকলে তাকে ডেকে দেখা যেত।

স্বপ্নেন্দু আর পারল না। পায়জামায় দুটো পা গলিয়ে দড়িটা বাঁধতে গিয়ে দেখল সেটা কোমরে থাকছে না। অনেক কায়দার পর মোটামুটি ভদ্রস্থ হল। গেঞ্জিটা এখন ঢলঢল করছে। তার ওপর পাঞ্জাবিটাকে মনে হচ্ছে হ্যাঙারে ঝোলানো হয়েছে। অভ্যাসে চুলে হাত বোলাতে গিয়ে হোঁচট খেল সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল।

তুমি, স্বপ্নেন্দু, তোমার আসল চেহারা হল এই। অবিকল কাকতাড়ুয়া। এতকাল মাংস-চামড়ার দৌলতে খুব ফুটুনি করেছ। আসল বস্তুটিকে চাপা দিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়িয়েছ। তোমার মুখের গড়নে কিঞ্চিত গরিলাদের ছায়া আছে। তোমার পূর্বপুরুষ যে বনমানুষ ছিল এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

জুতোগুলোর দিকে তাকাল সে। ওগুলো এখন পায়ে সম্পূর্ণ বেমানান। ঢলঢল করবে, হাঁটা যাবে না। বরং হাওয়াইটা চেষ্টা করা যেতে পারে। পায়ে ঢুকিয়ে দেখা গেল

www.MurchOna.com

সেটা বেশ বড়, তবে হাঁটা যাচ্ছে। অভ্যেসবশে ঘড়ি পরতে গিয়ে জব্দ হল। স্টেনলেসের ব্যান্ডটা হাত গলে বেরিয়ে আসছে। ওটাকে ছোট করা দরকার। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা হয়ে গেল কিন্তু দম ফুরোয়নি ঘড়িটার। এটাকে নিয়ে আর কী হবে।

আয়নার দিকে তাকিয়ে মনটা খুঁত-খুঁত করছিল। ন্যাড়া মাথাটা ভীষণ কটকটে লাগছে। চট করে একটা চাদর বের করে একটা পাক বুকে জড়িয়ে মাথাটা ঢেকে নিল স্বপ্নেন্দু। তারপর সন্তর্পণে দরজা খুলল।

বাতাসটা এখনও গরম। তবে সহনীয় হয়ে এসেছে। কয়েক পা হাঁটতেই সে চমকে উঠল। ডানদিকের মোড়ে একটা চায়ের দোকান ছিল। দোকানটা অবিকল রয়েছে। কিন্তু সেখানে বসে আছে গোটা পাঁচেক কঙ্কাল। কঙ্কালগুলোর সাইজ বিভিন্ন রকমের। কেউ খুব মোটা, কেউ রোগা, কেউ বেঁটে কেউ লম্বা। চায়ের দোকানের মালিক অবনীদাকে সে চিনত। ওদের মধ্যে অবনীদা কোনটে? অবনীদা বেঁটেখাটো গোল মাথার ভারি ভালো মানুষ ছিলেন। স্বপ্নেন্দু বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর একটি কঙ্কালকে শনাক্ত করল। টেবিলের ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। স্বপ্নেন্দু আরও লক্ষ করল পাঁচজনের মধ্যে দুজন সম্পূর্ণ নগ্ন। প্রচণ্ড কুৎসিত দেখাচ্ছে তাদের। অবনীদার পরনে একটা ধুতি জড়ানো। ওপরে সেই শার্টটা। খাকি রঙের, দুদিকে পকেট।

এদের দেখে মন কিছুটা শান্ত হল। তার মানে সে একা নয়। এপাড়ার অনেকেরই এক অবস্থা। স্বপ্নেন্দু ধীরে এগিয়ে যেতে হঠাৎ একজনের নজর পড়ল। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আস্ত মানুষ।'

'আস্ত মানুষ।' বাকি চারজন একসঙ্গে উচ্চারণ করল।

স্বপ্নেন্দু কাছাকাছি যেতেই অবনীদা টেবিল থেকে নেমে এদিকে তাকাল। স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'অবনীদা।'

'আরে এ আমাকে চেনে দেখছি।'

'চিনব না কেন? আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'গলার স্বরটা তো চেনা-চেনা লাগছে। কে ভাই আপনি?'

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'স্বপ্ন?' অবনীদা এবার চিনতে পারল, 'ওঃ, তুমি। কী হল বলো তো, এ কী হল? আমরা কী করে বেঁচে আছি? এই অবস্থায় তো প্রেতেরা বেঁচে থাকে, আমরা কি সবাই প্রেত হয়ে গেলাম?' অবনীদা আর্তনাদ করল।

'সবাই?' স্বপ্নেন্দুর মাথাটা সামান্য এগিয়ে গেল।

'সবাই। এমনকী আমার তিন বছরের বাচ্চাটা পর্যন্ত। তার চেহারা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। অত হেলদি বাচ্চাটা একটা কঙ্কাল হয়ে ঘুরছে।'

'পাড়াটা এত ফাঁকা লাগছে কেন? কেউ মারাটারা গেল নাকি?'

'ফাঁকা? কাল সারারাত, আজ সারাদিন তো লোকে পাগলের মতো ছোটাছুটি কান্নাকাটি করেছে। এখন যে যার বাড়িতে ঢুকেছে, কারণ যদি সন্ধে হতেই আবার কালকের সেই গরম লাভার মতো কিছু কলকাতার ওপর বয়ে যায়। একবার তো মাংসমজ্জা শুষে নিয়ে গিয়েছে, এখন তো হাড়গুলো ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই।'

অন্য লোকগুলো কেউ কথা বলছিল না। এবার একজন বলল, 'আজ সন্ধে সাতটায়

রেডিও খুলবেন। মুখ্যমন্ত্রী রেডিও থেকে এই বিষয়ে ভাষণ দেবেন।'

'মুখ্যমন্ত্রী? মুখ্যমন্ত্রী বেঁচে আছেন?'

'বাঃ বেঁচে থাকবেন না কেন? আমরা কেউ মারা যাইনি।'

'কিন্তু কী করে জানতে পারলেন যে উনি ভাষণ দেবেন?'

'তুমি কি এইমাত্র বের হলে?' অবনীদা জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ।'

'বিকেলে পুলিশের জিপ মাইকে বলে গেল।'

'পুলিশ?'

'হ্যাঁ। তারা ইউনিফর্ম পরে এসেছিল বটে কিন্তু শরীরের হাল আমাদের মতো। দেখি মুখ্যমন্ত্রী কী বলেন।'

'আপনার এখানে রেডিও আছে?'

'হ্যাঁ। চালালে এখন কোনও শব্দ হচ্ছে না। হয়তো স্টেশন খোলেনি। কিন্তু আগে ঢাকা দিল্লি গৌহাটি ধরতে পারতাম। এখন কিছুই আসছে না।'

'ব্যাটারি ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, সেটা দেখে নিয়েছি। তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বসো।'

ওরা জায়গা করে দিলে স্বপ্নেন্দু বেঞ্চিতে বসল। সন্ধে হয়ে গেছে। কিন্তু চারধার অন্ধকারে ঢেকে যায়নি। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছিল। স্বপ্নেন্দু বুঝল কাল রাত থেকেই জ্বলছে। আজ সকালে নেভানো হয়নি। সে আড়চোখে লোকগুলোর দিকে তাকাল। প্রত্যেকের বুকের খাঁচায় কালচে হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে। একজন অন্যমনস্ক হয়ে সেখানে হাত দিতে গিয়ে বাধা পেল। অর্থাৎ সেই অদৃশ্য গোলকে প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ড আবদ্ধ। এক-একজনের মাথার করোটিও এক একরকম। কোনটা বেশি লম্বা, কোনটা সামনের দিকে ছুঁচলো। মুখের হাড়ের গঠনে বনমানুষের স্পষ্ট ছাপ। অবনীদার মুখে বেশ গরিলা-গরিলা ভাব আছে। তবে প্রত্যেকের করোটি বেশ মোটা।

স্বপ্নেন্দু দেখল চায়ের উনুনে আঁচ পড়েনি। জিনিসপত্র চারপাশে অবহেলায় ছড়ানো। সে জিগ্যেস করল, 'অবনীদা, আপনার দোকানের ছেলেটা আসেনি?'

'এসেছিল।' মাথা নাড়ল অবনীদা, 'আর ওকে দিয়ে আমার কী হবে। ওই উনুন ধরিয়ে আর কী হবে। চা খাওয়ার মানুষ কোথায়। আমি একেবারে শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ধনেপ্রাণে শেষ।'

এক ব্যক্তি বলল, 'মানুষ কাজ করে পেটের জন্যে। সেই প্রয়োজন না থাকলে কী হবে কাজ করে। এ দায় থেকে বাঁচা গেল।'

'যা বলেছেন। আজ সারাদিন কিছুই খাইনি। অথচ দেখুন, আমার একটুও খিদে পাচ্ছে না। অথচ আমার পেটে আলসার ছিল। ডাক্তার বলেছিলেন নিয়ম করে খেতে। একদম যেন খালি পেটে না থাকি। তা পেটই যখন নেই।'

এইসময় তৃতীয়জন হেসে উঠল। সামান্য শব্দ হল। স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে লোকটাকে দেখল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এই অবস্থায় কোনও মানুষ হাসতে পারে! আমাদের সব গিয়েছে কিন্তু প্রাণ এবং কঙ্কালটা আছে। তাই কীভাবে হাসি আসে? তারপরেই ওর খেয়াল হল, কালকের পর এই প্রথম সে হাসি শুনল। হাসির যদি অপব্যবহারও হয়ে থাকে তাহলেও

www.MurchOna.com

হাসি ইজ হাসি। তবু লোকটার দিকে তাকিয়ে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। সে শান্ত স্বরে বলল, 'আপনার একটা পোশাক পরা উচিত ছিল।'

'উচিত ছিল?' লোকটা আবার খুকখুক করে হাসল, 'কেন উচিত ছিল?'

'পোশাক পরা কেন উচিত ছিল তা জিগ্যেস করছেন?'

'আগে করতাম না। এখন করছি। এখন আমার কোনও গোপন অঙ্গ নেই যে তাকে ঢেকে রাখব। এখন শীতকাল নয় যে হাড় কনকন করবে ঢেকে না রাখলে। গরমের সময় খোলাখুলি থাকলে আরাম হবে। হাওয়া এপাশ থেকে ওপাশে বইলে হাড় জুড়োবে। আপনি বললেই আমাকে শুনতে হবে?' খুকখুকিয়ে হাসল লোকটা।

অবনীদা বলল, 'অরবিন্দ, তুমি যা বললে তা, খুব মিথ্যে নয়। তবে কিনা চোখেরও তো একটা ব্যাপার আছে। দেখতে বড় খারাপ লাগে।'

'সে আলাদা কথা। উনি উচিত বলছেন। উচিত বলার কি? মুখ্যমন্ত্রী নাকি?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'মুখ্যমন্ত্রী বললে শুনতেন?'

'এই দ্যাখো আমরা এখানে কী জন্যে বসে আছি? মুখ্যমন্ত্রী সাতটার সময় রেডিওতে কিছু বলবেন বলেই তো। আমরা তো তাঁর কথা শুনব।'

স্বপ্নেন্দু আর কথা বাড়াল না। এক-একটা লোক থাকে ঝগড়াটে টাইপের। যে কোনও ছুতো পেলে তাদের জিভ লকলকিয়ে ওঠে। এতবড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেল তবু লোকটার স্বভাব পালটাল না।

স্বপ্নেন্দু আবার লোকগুলোর দিকে তাকাল। সম্পূর্ণ ভৌতিক দৃশ্য। একদিন আগে হলে তবু লোকটার এইরকম চেহারার সঙ্গে বসে আছে ভাবলে বুক শুকিয়ে যেত। এই সময় অবনীদা রেডিওটাকে খুলে দিলেন। সেই কু শব্দ শুরু হয়েছে। এখন বেশ চুপচাপ চারধার। গরম বাতাসটা থেমে গেছে। রেডিওর স্টেশন শুরু হওয়ার সিগন্যালটা বন্ধ হয়ে পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, 'আকাশবাণী কলকাতা। বিশেষ ঘোষণা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গতকাল থেকে আকাশবাণীর নিয়মিত অধিবেশন বন্ধ রাখতে হয়েছিল বলে আমরা দুঃখিত। এখন সমস্ত কলকাতাবাসীর কাছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বক্তব্য রাখবেন।' কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর মুখ্যমন্ত্রীর পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বন্ধুগণ। আমরা অভূতপূর্ব একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছি। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এমন ঘটনার কথা এর আগে শোনা যায়নি। গতকাল রাত সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ দূর মহাকাশের একটি নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়। তারই আকর্ষণে পৃথিবীর একাংশে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আমাদের দুর্ভাগ্যের কিংবা সৌভাগ্যের বিষয় সেই একাংশটি হল কলকাতা শহর। হঠাৎ বাতাস উত্তপ্ত হয়। এবং পরমাণু বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া অথবা আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্ভূত লাভার মতো একটি হাওয়া কলকাতার ওপর বয়ে যাওয়ায় মানুষের শরীর থেকে রক্ত-মাংস-ধমনি অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু মানুষ নয়, কলকাতার যত পশু-পাখি ছিল তাদেরও এই হাওয়া শিকার করে। মানুষ এবং সুগঠিত প্রাণীরাই শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পেরেছেন। সেই সময়ে চালু থাকা কিছু ক্যামেরায় ধরা পড়ে অদৃশ্য লাভার রং ছিল কালো।

'মাত্র আধঘণ্টা ওই লাভাস্রোতের স্থায়িত্ব কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের পরিচিত মানবীয় চেহারা লুপ্ত হয়। কলকাতার চৌহদ্দিতে যত গাছপালা, ফুলের বাগান এবং ঘাস

ছিল সব ছাই হয়ে যায়। এই মুহূর্তে আমরা বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি আমাদের বিজ্ঞানীদের বলেছি তাঁরা যেন অবিলম্বে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তাঁদের এও বলেছি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের হেতু আমাদের শরীরিক পরিবর্তন হয়েছে। কোনও অবস্থায় আবার আগের চেহারায় আমরা ফিরে যেতে পারি কি না।

'বন্ধুগণ! আমি জানি এই পরিবর্তন মেনে নেওয়া খুব কঠিন। এতদিন আমরা যে শরীর দেখে অভ্যস্ত হয়েছি তার ব্যতিক্রম অবশ্যই পীড়া দেবে। কিন্তু জনসাধারণকে অনুরোধ করছি, এই যে পরিবর্তন ঘটে গেল তা আপাতত অনেকগুলো সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। প্রথমত, খাদ্যবস্তুর অভাব আমরা অনুভব করব না। পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং জীবিত থাকি কিছু কাজ করবার জন্যে। যা দেশের উপকারে লাগে এবং মনের শান্তি হয়। কিন্তু এতদিন আমরা শরীর টিকিয়ে রাখতে অনেক বাজে সময় ব্যয় করতাম। খাদ্য উৎপাদন এবং সমগ্র সেই খাদ্যকে পরিপাকের উপযোগী করে নিতে অনেক সময় এবং অর্থ নষ্ট হতো। এখন আমাদের আর এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। এ মুহূর্তে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ এবং আধুনিক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু মজুত আছে। আমি কলকাতাবাসীর কাছে আন্তরিক আবেদন করছি তাঁরা যেন অবিলম্বে স্বাভাবিক কাজকর্মে যোগ দেন। যে যা করছিলেন এতকাল আগামীকাল থেকেই সেইসব কাজ শুরু করেন। শারীরিক পরিবর্তনের কারণে যাঁরা কর্মচ্যুত হবেন সরকার তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব নেবে। আমরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছি, আপনারা সাহায্য করুন। কাল থেকে যে যার কাজে যোগ দিন।

'বন্ধুগণ, প্রথমেই আমি বলেছি কলকাতা দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্যের অধিকারী। কেন সৌভাগ্য তা ব্যাখ্যা করা দরকার। এতকাল এই যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং সামাজিক পরিবেশে আমরা অনেক কাজ ইচ্ছে থাকলেও করতে পারিনি। আমরা একটা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের অনেক দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল। গতরাত্রে আমরা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। এই শারীরিক পরিবর্তন আমাদের কী-কী সুবিধে এনে দেবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়েও প্রধান কয়েকটি কথা জানাচ্ছি। এখন থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনও শারীরিক পার্থক্য থাকবে না। কালার প্রবলেম বা গায়ের চামড়ার পার্থক্যপ্রসূত যে ব্যবধান তা দূর হবে। কলকাতার মানুষের চেহারা এক হয়ে যাওয়ায় কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘাত হবে না। খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া অর্থনীতির নানান পরিবর্তন আসতে বাধ্য।

'বন্ধুগণ! কেউ-কেউ আমার কাছে আর-একটি বিষয়ে আশংকার কথা ব্যক্ত করেছেন। শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ায় আমাদের বংশধররা পৃথিবীতে আসবে না। এর ফলে কলকাতাবাসীরা একদিন লুপ্ত হবে। কিন্তু আমি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন বিপ্লব আমাদের যা দিতে পারত না এই লাভাস্রোত তা আমাদের দিয়েছে। আমরা এখন অমৃতের সন্তান। মৃত্যুর কালো হাত আর আমাদের স্পর্শ করবে না। আমরা অমর। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন আমরা বেঁচে থাকব। এই মহান সম্মানের অধিকারী হওয়া যে সত্যি সৌভাগ্যের সেকথা বলাই বাহুল্য। তবু আমি বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করেছি তাঁরা গবেষণা করুন। এমন একটা আবিষ্কার করুন, কলকাতাবাসীরা প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী হয়। আপনারা

www.MurchOna.com

স্মরণ করুন, একদিন আগেও আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচার চালিয়ে এসেছি। ওই লাল ত্রিকোণ চিহ্নের কোনও প্রয়োজন আর আমাদের নেই। অতএব আমরা আবার জনসাধারণকে অনুরোধ করছি অবিলম্বে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনুন। নমস্কার।'

এরপরেই ঘোষকের স্বর শোনা গেল, 'এতক্ষণ কলকাতাবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্র-সুর বাজানো হচ্ছে। স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়াল। রেডিওতে তখন বাজানো হচ্ছে, 'হে নূতন, দেখা দিক আর বার।'

অবনীদা করোটি ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল, 'চললে?'

'হ্যাঁ। একটু চারপাশ ঘুরে আসি।'

অবনীদা বলল, 'কী করব বুঝতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে যার কাজে ফিরে যেতে। আমি যদি কাল থেকে উনুন ধরাই তাহলে চায়ের খদ্দের পাব? কে খাবে চা?'

অরবিন্দ নামক লোকটা বলল, 'তুমি তো দেখছি সত্যি ভালোমানুষ। আরে তোমার উনুন ধরানোর কী দরকার? খাওয়ার-দাওয়ার চিন্তা নেই। পায়ের ওপর পা তুলে দিনরাত গপ্পো করব। এই উনুনটা ভেঙে ফেলে এখানে ভালো আড্ডা মারার জায়গা করো। তোমার তো খাটুনি বেঁচে গেল।'

'দিনরাত গপ্পো করব? আমার তো সময় কাটবে না।'

স্বপ্নেন্দু বেরিয়ে এল। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের প্রতিক্রিয়া কি না কে জানে তবে এখন রাস্তায় নরকঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। কেউ-কেউ কাঁদছে। কিন্তু বাকিরা খুব ভয়ে-ভয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে। এইসব কঙ্কালেরা পোশাক পরেছে এলোমেলোভাবে। বিছানার চাদর কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে কেউ। স্বপ্নেন্দু লক্ষ করল কোনও মহিলা কঙ্কাল নেই রাস্তায়। একটি শিশু কঙ্কালকে বুকের কাছে নিয়ে কুঁজো হয়ে যাওয়া একটি কঙ্কাল ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে। স্বপ্নেন্দুকে দেখে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি রক্তমাংসের মানুষ?'

স্বরে বোঝা গেল লোকটা বৃদ্ধ। উত্তর না দিয়ে স্বপ্নেন্দু মাথা থেকে চাদরের আড়ালটা সরিয়ে দিতে বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, 'ওঃ। একই অবস্থা। সব মানুষের একই হাল। এ যে নরক হয়ে গেল।'

'নরক বলছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শোনেননি?'

'শুনেছি। কিন্তু তাতে কি মন মানে? দুদিন আগে আমার বউ মারা গেছে। কী সৌভাগ্যবতী ছিল সে। রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চিতায় চড়ে গেল।' বুড়োর স্বরে কান্না মিশল।

'কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বললেন আমরাই একমাত্র সৌভাগ্যবান।'

'সৌভাগ্য? কী জানি!'

'আজকে আপনার শরীরের কি পরিবর্তন লক্ষ করলেন?'

বৃদ্ধ এবার হাসল, 'তা হয়েছে বইকী। প্রস্রাব করতে খুব কষ্ট হতো। সেটা দূর হয়েছে। হাঁটতে গেলে পায়ের শিরায় টান ধরত, এখন হচ্ছে না।'

'তাহলে বলুন, আপনি অনেক ভালো আছেন।'

'আমার কথা ছেড়ে দাও। এই বাচ্চাটা। মোটে একবছর বয়স। এখনও ভালো করে হাঁটতে পারে না। এর কী হবে? এ কি কখনও বড় হবে?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমি জানি না।'

আর হাঁটতে তার ভালো লাগছিল না। স্বপ্নেন্দু বাড়িতে ফিরে এল। শরীর যদিও হালকা তবু হয়তো অনভ্যাসে ক্লান্তি লাগছিল। পায়ের তলাটা বেশ টনটন করছে। তার মানে এতকাল চামড়া এবং মাংস যে আড়াল রেখেছিল তা না থাকায় ব্যথা হয়েছে। ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবিটা খুলতেই মন খারাপ হয়ে গেল আবার। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল সে। এই কাঠামোটা তার? অথচ এতকাল এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সজাগই ছিল না। স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল তার হাড়ের গায়ে মাঝে-মাঝে কালচে পোড়া চামড়া লেগে আছে। এগুলো পরিষ্কার করে ফেললে ভালো হয়। বাথরুমে ঢুকল সে। কল খুলতে অবাক হল সে। জল নেই। এক ফোঁটা জল বের হল না। এই বাড়ির ছাদে একটা ট্যাঙ্ক আছে। সারা দিনরাত জলের আজ পর্যন্ত কোনও অভাব হয়নি। তারপরেই মেরুদণ্ডের হাড় কেঁপে উঠল, কলকাতা শহরের সমস্ত জল গতকালের প্রতিক্রিয়ায় উধাও হয়ে যায়নি তো! জল ছাড়া কি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী একবারও এ বিষয়ে কিছু বললেন না। জল হল জীবন, কলকাতায় যদি জল না থাকে—! নিজেকে গালাগাল দিল সে। এখনও উলটোপালটা ভেবে যাচ্ছে। কলকাতার মানুষের আর জলের প্রয়োজন নেই। এখন যে শরীর নিয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হবে জল তার কোনও কাজেই লাগবে না। তোয়ালে দিয়ে শরীরটাকে পরিষ্কার করল সে। ক্রমশ হাড়গুলোর চেহারা পালটে যেতে লাগল। বেশ তকতকে দেখাচ্ছিল সেগুলো। আয়নার সামনে এসে দাঁড়াতেই নিজের শরীরটাকে একটু পছন্দসই বলে মনে হল। আর তখনই সুজিতের কথা মনে পড়ল। সুজিত গতকাল ফোন করে বলেছিল আজকে সন্ধ্যায় যেন সে যায়। এই চেহারা নিয়ে যাওয়া যায়? তা ছাড়া, সুজিত, সুজিতের কী অবস্থা? ও তো নামকরা চিত্রাভিনেতা। পাশের ঘরে টেলিফোন। খুব সন্তর্পণে ডায়াল করল স্বপ্নেন্দু। এটা এখনও কাজ করছে কি না কে জানে। কিন্তু ডায়াল টোন ছিল যখন স্বপ্নেন্দু শুনল ওপাশে রিং হচ্ছে। তারপরেই সুজিতের নার্ভাস স্বর কানে এল, 'হ্যালো।'

'সুজিত? আমি স্বপ্নেন্দু।'

'ওঃ!'

'তুমি কেমন আছ?'

'আমি? আমি শেষ হয়ে গেছি। কমপ্লিট ব্রোক। আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারছি না। কী ভয়ঙ্কর! আমি এখন কী করব? ঘরের দেয়াল জুড়ে আমার যে সুন্দর ছবি সেদিকে তাকালে বুক জ্বলে যাচ্ছে। কেউ আর আমার দিকে ফিল্ম অ্যাক্টর বলে তাকাবে? জানলা দিয়ে দেখলাম রাস্তার মানুষজন আমারই মতো দেখতে। এমনকী আমার চাকরটার সঙ্গেও কোনও পার্থক্য নেই।'

'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিপ্লবও এতটা সাফল্য আনত না।'

'রেখে দাও বিপ্লব। এখন আর টালিগঞ্জে কাজ হবে ভেবেছ। আমি আজ সারাদিন আমাদের লাইনের সবাইকে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছি। তুমি জানো মিস মিত্র আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন!'

'মিস মিত্র?'

'ওঃ, তুমি সিনেমা দ্যাখো না নাকি? বাংলার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নায়িকা। কিন্তু গলায়

www.MurchOna.com

দড়ি দেওয়া সত্ত্বেও ওর মৃত্যু হয়নি। শুধু ঘাড়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় মাথাটা হেলে রয়েছে! এ কী হল স্বপ্নেন্দু?'

'জানি না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মেনে নিতে।'

'তোমাদের আর কী। এ সব এখন বলতে বাধা নেই। দেহপট সনে নট সকলই হারায়। উঃ, ভগবান, কী যে করি!'

'তোমার ওখানে আজ আমার—'

'সেসব ক্যানসেলড। ইয়ার্কি হচ্ছে? আমার ফ্রিজে গাদাগাদা খাবার। কালকে তিনটে রয়্যাল স্যালুট এনেছিলাম। সবচেয়ে দামি হুইস্কি। সব চোখের সামনে অথচ আমি খেতে পারছি না।' ওপাশে সজোরে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ পেল স্বপ্নেন্দু।

এই প্রথম তার হাসি পেল। মিস মিত্র আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেও পারেননি। মিস মিত্র সত্যিই সুন্দরী। আর তখনই ওর মনে হেনা সেনের মুখ ভেসে উঠল। আজ সারাদিন নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে হেনার কথা মনেই পড়েনি। হেনা কেমন আছে? সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল স্বপ্নেন্দু। সেই লোভনীয় শরীর আর তার চলনের ভঙ্গিটা চোখের সামনে দেখতে পেল। না হতে পারে না। হয়তো হেনার ওদিকে অদৃশ্য লাভার স্রোত বয়ে যায়নি। হেনার তীক্ষ্ণ অথচ দীঘির মতো ভারী বুক এবং নিতম্ব, চোখের কারুকাজ স্বপ্নেন্দুর মাথায় কিলবিল করতে লাগল। আর তারপরেই একটা ভয় হৃৎপিণ্ডটাকে আঘাত করল। যদি হেনা সেন আক্রান্ত না হয়, যদি তার শরীর এখনও আগের মতো মাদকতা জড়ানো থাকে তাহলে? স্বপ্নেন্দু ঝিম হয়ে বসে রইল। না, তা হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কলকাতার ওপর দিয়ে সেই অদৃশ্য লাভা স্রোত বয়ে গিয়েছে। হেনা সেন কোনওভাবেই বেঁচে যেতে পারে না। ঠিক হল না কথাটা, হেনা সেনের আগের শরীরটা অটুট থাকতে পারে না। যদি হেনা সেন আগের মতো থাকে তাহলে সে কখনও তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। রক্তমাংসের ওই সুন্দরী কখনই একটি জীবন্ত কঙ্কালকে চোখ চেয়ে দেখতে পারবে না। ঘৃণা এবং ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে। স্বপ্নেন্দু স্পষ্ট অনুভব করল তার হৃৎপিণ্ড কাঁপছে। হেনা সেনের জন্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করছিল সে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই এতটা কঠিন হবেন না। ওই অদৃশ্য লাভস্রোত নিশ্চয়ই হেনার বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এখন এই রাত্রে কিছু জানবার উপায় নেই। ওর বাড়িতে টেলিফোন আছে কি না তা জানে না স্বপ্নেন্দু। কাছাকাছি হলে না হয় হেঁটে যাওয়া যেত।

ভীষণ কাহিল লাগছিল। আলোটা নেভাতে গিয়ে থমকে গিয়ে দাঁড়াল সে। তার হৃৎপিণ্ড আবার কাঁপছে। শরীর স্থির। তারপর পায়ে-পায়ে সে এগিয়ে গেল টেবিলটার কাছে। কাচের বাতিটা টকটকে লাল হয়ে গেছে। উলটো করে বসানো বাটিটার মধ্যে সেই লাল গোলাপটাকে এখন আরও জীবন্ত দেখাচ্ছে। আরও টাটকা। এমনকী ওর নিটোল নরম পাপড়ির গায়ে সেই জলের ফোঁটাও চকচক করছে। লোভীর মতো ফুলের দিকে তাকিয়ে রইল স্বপ্নেন্দু। কী উদ্ধত ভঙ্গি রক্তগোলাপটার। হাত বাড়াল সে। কিন্তু তারপরেই কথাটা খেয়াল হল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কলকাতার কোনও গাছ কিংবা বাগান যদি বেঁচে না থাকে, মাঠের ঘাসগুলো যদি শুকিয়ে ছাই হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে এই লাল গোলাপটা এখনও এমন গর্বিত ভঙ্গিতে বেঁচে আছে কী করে? স্বপ্নেন্দুর মনে হল, হয়তো সমস্ত

কলকাতায় এই একটিমাত্র জীবিত ফুল। যদি ওটা কোনও ফুলদানি কিংবা টেবিলে খোলা থাকত তা হলে আজ সকালে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু কাচের পাত্রের নিশ্ছিদ্র আড়াল ফুলটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবার প্রচণ্ড লোভীর মতো মাথাটাকে কাচের বাটির গায়ে নিয়ে গেল সে। পাপড়ির শরীরের কোষগুলোকে যেন অনুভব করতে পারছে সে। এই কলকাতার কোথাও এই মুহূর্তে আর কোনও উদ্ভিদ নেই শুধু এই ফুলটি ছাড়া। কিন্তু কতদিন এ এইরকম থাকবে? আসতে-আসতে তো শুকিয়ে মরে যাবেই। স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল। না, কাল রাত্রের ওই ভয়ঙ্কর ঘটনার পরও যখন এ বেঁচে আছে তখন নিশ্চয়ই অনেককাল অটুট থাকবে। ওই কাচের বাটিটাকে সরালে চলবে না। কোনও অবস্থায় ওই বাটিতে হাত দেবে না সে। তাহলে ফুলটা বেঁচে থাকবে। ওকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্বপ্নেন্দু কাচের বাটিটার দিকে তাকাল খুব জোর হাওয়া বইলে কি ওটা উলটে যাবে? ঠিক ভরসা হয় না। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল। তারপর আরও একটা কাচের বড় জার এনে সেটাকে উলটে বাটিটাকে চাপা দিল সন্তর্পণে, যাতে দুটোয় ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়ে যায়। তারপরে সে ফিরে এল বিছানায়। দুটো কাচের আড়ালে থাকলেও ফুলের লাল রংটা বোঝা যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দুর সেই রূপকথার গল্পটা মনে পড়ল। গভীর সমুদ্রের নিচে একটা ঝিনুকের বুকে কারও প্রাণ লুকনো ছিল। মনে হল ওই দুই কাচের পাত্রের আড়ালে জীবন্ত ফুলটা তার প্রাণ। কারণ ওটার দিকে তাকালেই হৃৎপিণ্ডটা অদ্ভুত শান্ত হয়ে যায়। কোনও চিন্তা মাথায় আসে না, শুধু একটা ভালো লাগায় বিভোর হতে হয়।

. কাল সারাটা রাত ঘুম আসেনি। চেষ্টা করেছে স্বপ্নেন্দু, বিছানায় নিথর হয়ে পড়ে থেকেছে। কিন্তু ঘুমুতে পারেনি। তার চোখের পাতা কিংবা অক্ষিগোলক নেই। শোওয়া অবস্থায় সবসময় ঘরের ছাদটায় দৃষ্টি আটকে থেকেছে। এই দৃষ্টি বন্ধ করার কোনও কায়দা তার জানা নেই। শেষপর্যন্ত বুঝতে পেরেছে পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের ঘুম আসবে না। ঘুম প্রয়োজন শরীরের। ঘুমন্ত অবস্থায় হৃৎপিণ্ড কাজ করে যায়। তাই শরীর যদি না থাকে তা হলে ঘুমের কী দরকার। অতএব খাবার, জল ইত্যাদির মতো ঘুমও তার জীবন থেকে চলে গেল।

মাঝরাত্রে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে সারাজীবন ঘুমাতে পারবে না এটা চিন্তা করতেই অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল। অন্যমনস্ক স্বপ্নেন্দু পাশ ফিরে তাকাতেই সেই গোলাপের রংটা দেখতে পেল। আর অমনি তার চিন্তা স্থির হয়ে মিলিয়ে গেল। সে লক্ষ করেছে বেশি উত্তেজিত হলে হৃৎপিণ্ড কাঁপে। ফুলটার দিকে তাকালে সেই কাঁপুনি থেমে যায়। সুন্দর শান্তিতে রাতটা কেটে গেল, ঘুম নেই, কিন্তু ফুলটার দিকে তাকিয়ে থেকে তার একটুও কষ্ট হচ্ছিল না সকালে।

আজও ছুটি। তার কিছুই করবার নেই। রেডিওটা খুলতেই বাজনা শুনতে পেল সে। আর মাঝে-মাঝেই সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতাবাসীদের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু করার জন্যে। খবর শুনল সে। আজ সকালে ট্রামবাস আগের মতো চলতে শুরু করেছে। কলকাতার মানুষ দলে-দলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে তাঁরা ওই ঘটনার প্রাথমিক আঘাত খুব দ্রুত কাটিয়ে উঠেছেন। আজ ছুটির দিন। মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছেন কাল থেকে সবাই যেন নিয়মিত অফিস-কাছারিতে যোগ দেন।

www.MurchOna.com

দুপুরে বাড়ি থেকে বের হল স্বপ্নেন্দু। সেই পাজামা-পাঞ্জাবি এবং চাদর জড়িয়ে। আজ রাস্তায় অনেক লোক। স্বপ্নেন্দুর ভালো লাগল প্রত্যেকেই যে যার মতো পোশাক পরেছে। ট্রাম স্টপেজের কাছে আসতেই সে একটা স্বর শুনতে পেল, 'এই যে দাদা, খুব শীত নাকি?'

সে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল চারটি মাঝারি সাইজের কঙ্কাল একটা রকে বসে আছে। প্রত্যেকের পরনে চাপা প্যান্ট এবং রঙিন জামা। করোটির দিকে তাকালে বোঝা যায় ওদের বয়স খুব বেশি নয়। সে দেখছে বুঝে একজন বলল, 'অত লজ্জা কেন? আপনার মাথা কি আলাদা? খুলে ফেলুন, খুলে ফেলুন। পাঁচজনে দেখুক।'

আর-একজন পিনিক কাটল, 'যেন লজ্জাবতী বউ!'

স্বপ্নেন্দুর চোয়াল শক্ত হল। এরা যে রকবাজ তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না! সামনের বস্তির কিছু ছেলে এখানে এসে বসে আড্ডা মারে, খিস্তি করে, প্রয়োজনে বোমাটোমাও ছোঁড়ে। এই দলটা তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এখন সে কিছুই করতে পারে না। এই শরীর নিয়ে মারামারি করার কথা চিন্তা করাও যায় না। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও ওরা ওদের স্বভাব ত্যাগ করতে পারেনি সেটাই আশ্চর্যের কথা। এই জেনারেশনের ছেলেগুলো কি কোনও কিছুতেই রিঅ্যাক্ট করে না? তার মনে হল, ওরা আগের মতোই আছে, হয়তো ভালোই আছে।

ধর্মতলার ট্রাম আসছিল। স্বপ্নেন্দু লক্ষ করল ড্রাইভারের শরীরে ওভারকোট, মাথায় মাফলার জড়ানো। কিন্তু লোকটা যে কঙ্কাল তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। লোকটা নিশ্চয়ই তারই মতো। নইলে এই গরমে ওসব জড়িয়ে বের হয়। ট্রামটা থামতে উঠে পড়ল স্বপ্নেন্দু। বিভিন্ন সাইজের কঙ্কালে সিটগুলো ভরে আছে। কিছু দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে ছুটির দিন সবাই কলকাতার নতুন চেহারা দেখতে বেরিয়েছে। এবং তখনই তার চোখে পড়ল লেডিস সিটে দুজন মহিলা বসে আছেন। মহিলা, তার কারণ ওঁদের পরনে শাড়ি-ব্লাউজ। আঁচল ঘোমটার মতো মাথায় জড়ানো। স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড থরথরিয়ে উঠল। মুখের দিকে তাকালে কেমন ছ্যাঁক করে ওঠে। সে আরও একটু সরে এল। লেডিস সিটে কিছু জায়গা খালি আছে। যারা দাঁড়িয়ে তারা ইচ্ছে করেই বসেনি। সে দুই মহিলার মুখের দিকে তাকাল। গোলগাল ছোট্ট করোটি। নাক এবং গালের হনুতে স্পষ্ট পার্থক্য আছে পুরুষদের সঙ্গে। হাতের হাড় সরু- সরু। দেখলেই বোঝা যায় খুব পলকা শরীর। পাশে দাঁড়ানো একজন বলল, 'বসতে চান বসে পড়ুন। লেডিস উঠলেই হয়ে যাবে।'

একজন মহিলা সেকথা শুনে মুখ তুলেই ফিরিয়ে নিলেন। এঁর নাকের ডগাটা বসা, কপাল উঁচু। কোনও মেয়ের চেহারা এত বীভৎস হতে পারে? মনে হতেই হেসে ফেলল স্বপ্নেন্দু। রাস্তায় বের হলেই বোঝা যাচ্ছে পুরুষরাও কতখানি কুৎসিত দেখতে। এতকাল মাংস, চামড়া এবং রং প্রত্যেকের খামতি আড়াল করে রাখত।

আজ কলকাতার কোনও দোকানপাট খোলেনি। ধর্মতলাটা ছুটির দিনে যেমন, তার থেকেও বেশি খাঁ-খাঁ। যেন হরতাল হয়ে গেছে। শুধু কাতারে-কাতারে মানুষ উৎসুক হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বাস চলছে গোটা কয়েক। কিন্তু প্রাইভেট গাড়ি চোখে পড়ল বেশ কিছু। যারা চালাচ্ছে তাদের ভঙ্গি ঠিক আগের মতনই। ট্যাক্সি একটাও বের হয়নি রাস্তায়।

গড়ের মাঠের অবস্থা খারাপ হয়েছিল পাতাল রেলের কল্যাণে। এখন তো তাকানোই যায় না। সব ঘাস উধাও হয়ে ন্যাড়া হয়ে গেছে চারধার। গাছগুলো পর্যন্ত পোড়া কয়লা। ইডেন গার্ডেন একটা পোড়া বাগানের চেহারা নিয়েছে। আরও কয়েক পা হাঁটার পর চমকে উঠল স্বপ্নেন্দু। গঙ্গায় এক ফোঁটা জল নেই। চাপ-চাপ শক্ত কাদার ওপর মৃত জলচর প্রাণীর হাড় ছড়িয়ে আছে। নদীর কঙ্কালটাকে বীভৎস দেখাচ্ছিল। লঞ্চ এবং জাহাজগুলো নদীর কাদায় আটকে রয়েছে। জল নেই, কথাটা মনে পড়ল। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বহির্জগতের সঙ্গে কলকাতা বিচ্ছিন্ন। তাহলে এই গঙ্গায় শেষ যেখানে সেখানে কী আছে? স্বপ্নেন্দুর মাথায় ঢুকছিল না। নিশ্চয়ই গোটা সমুদ্রটা উধাও হয়ে যায়নি। অবশ্য সমুদ্র কলকাতার বাইরে।

সারাদিন স্বপ্নেন্দু ঘুরে বেড়াল। মানুষের আচরণ এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন সাইজের কঙ্কালের অকারণ ভিড়। তালতলায় এসে ওর মন্টুদার কথা মনে পড়ল। প্রচণ্ড আড্ডার লোক। বিয়ে-থা করেও ঠিক সংসারী হয়নি। বউদিই সংসার চালিয়ে এসেছেন, মন্টুদা টাকা দিয়ে খালাস। স্বপ্নেন্দু ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। মন্টুদার বাবার এ অঞ্চলে বড়লোক বলে খ্যাতি ছিল। গোটা তিনেক বাড়ি আছ। সেগুলোর ভাড়াটে আদ্যিকালের ভাড়ায় বহাল তবিয়তে রয়েছে। এই নিয়ে কোর্ট-কাছারি চলছে। এইটেই মন্টুদার একমাত্র অশান্তির কারণ।

গলির মুখে একগাদা কঙ্কাল ভিড় করেছে। স্বপ্নেন্দু দরজার কড়া নাড়ল। প্রথমে কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর একটা স্বর শোনা গেল, 'কে?'

'আমি স্বপ্নেন্দু। দরজা খোলো।'

তবু সময় লাগল। যে খুলল তার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেন্দুর ঠাহর করতে পারল না পরিচয়। সে জিগ্যেস করল, 'মন্টুদা আছে?'

বসার ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারটার দিকে তাকাতে স্বপ্নেন্দু চমকে উঠল। মন্টুদার শরীর ছিল ছফুট লম্বা। গায়ের রং টকটকে লাল। শরীরে একফোঁটা মেদ নেই। আর পঞ্চাশ বছর বয়সেও মাথা ভর্তি চুল দেখে ঈর্ষা হতো ওদের। অনেক বিখ্যাত পরিচালক মন্টুদাকে ফিল্মে নামাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেকথা শুনলেই হো-হো করে হাসত মন্টুদা, 'বায়োস্কোপ? ও স্কোপ আর নাই বা নিলাম। এই বেশ আছি। খাচ্ছি-দাচ্ছি বগল বাজাচ্ছি। কী বলিস?'

সেই মন্টুদা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। পরনে পাঞ্জাবি আর সিল্কের লুঙ্গি। করোটির সাইজটা লম্বাটে। কী বীভৎস সাদা দেখাচ্ছে ওটা। শুধু কঙ্কালের সাইজ দেখে স্বপ্নেন্দু অনুমান করল এ মন্টুদা। এই সময় মন্টুদা কথা বলল, 'ভেবলে গিয়েছিলি মনে হচ্ছে। বসে পড়।'

'মন্টুদা—।' স্বপ্নেন্দু সন্তর্পণে চেয়ারটায় বসল।

'তুই যদি নাম না বলতিস তাহলে চিনতাম না।'

'কেন?'

'আমি এখন কাউকে চিনতেই পারছি না। তুই ভাবতে পারিস আমার বউ আর বড়মেয়েকে গুলিয়ে ফেলেছি দুবার। একেবারে এক সাইজের প্রোডাকশন। বহুত ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে!' মন্টুদা সোজা হয়ে বসল।

www.MurchOna.com

'তোমার কোনও রিঅ্যাকশন হয়নি?'

'রিঅ্যাকশন! নিশ্চয়ই! এর চেয়ে আরাম আর কিছুতে কল্পনা করা যায়। চাকরি করতে হবে না এ জীবনে। বেশ পায়ের ওপর পা তুলে বই পড়ব। পৃথিবীর কত বই। তুই সিরিয়াসলি পড়লেও এক হাজারের এক ভাগও একটা জীবনে পড়ে শেষ করতে পারবি না। কিন্তু এখন? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা অমর। ডাল-ভাতের ঝামেলা নেই। পৃথিবীর সব বই শেষ করব এখন।'

আরামদায়ক একটা শব্দ উচ্চারণ করল মন্টুদা।

'কিন্তু বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই।'

'বয়ে গেল। এই কলকাতায় বই-এর অভাব?'

'হঠাৎ বই নিয়ে পড়লে?'

'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে যে রে। নিজেকে খুব অশিক্ষিত মনে হয়। এবার শোধ তুলব। তোর বউদির ঘ্যানর-ঘ্যানর করার দিন খতম।'

'কেন?'

'সংসারের কোনও কাজ করো না। বাজার করো না, রেশন করো না। এইসব টিকটিকানি আর শুনতে হবে না। তারও জ্বালা জুড়োল আমিও বেঁচে গেলাম।' মন্টুদা মুখে হাতে দিল, 'শুধু সিগারেটের অভাব ফিল করছি।'

'সেকি? এত জিনিস থাকতে সিগারেটের?'

'অভ্যেস, ভাই অভ্যেস। সেই পনেরো বছর বয়সে শুরু করেছিলাম।'

'যাক, তোর খবর কী বল। অনেকদিন বাদে এলি।'

'মাইরি মন্টুদা, তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। যেন আগের অবস্থায় আছ। তোমার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি।'

'উপনিষদ পড়েছিস?'

'না।'

'ওই তো, জ্ঞান হবে কোত্থেকে? মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শুনেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তাও শিক্ষা হল না। তিনি বলেছেন, সব কিছু স্বাভাবিক মনে মেনে নিতে। তাহলে আর কোনও কষ্ট থাকবে না। আরে একটা বিপ্লব করতে কত পরিশ্রম, কত সংগ্রাম কত রক্তক্ষয়। অথচ দ্যাখ, আমাদের কিছুই লাগল না অথচ বিপ্লব হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন।'

'মুখ্যমন্ত্রীর এত বাধ্য হলে কবে থেকে?'

'কারণ, বিরোধী নেতাদের বাণী এখনও কানে আসেনি। সমস্ত খবরের কাগজ এখনও বন্ধ। আরে জীবনটাকে এবার চুটিয়ে উপভোগ কর। পড়বি, গান শুনবি, গান গাইবি। আমরা তো এখন দেবতাদের মতন। রোগ-যন্ত্রণার বালাই নেই।'

মন্টুদার কথা শেষ হওয়া মাত্র একটি বালক দরজায় এসে দাঁড়াল। তার পরনের হাফপ্যান্ট দড়ি দিয়ে কোনওরকমে কোমরে বাঁধা। মন্টুদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সমাচার বৎস?'

'বাবা আমি খেলতে যাব?'

'আমার অনুমতির কিবা প্রয়োজন?'

'মা নিষেধ করছে। বলছে মাঠের ঘাস ছাই হয়ে গেছে, ওখানে যেতে হবে না।'

'চমৎকার। মাকে ডেকে দাও।'

ছেলেটি চলে গেল। মন্টুদা বললেন, 'খোকা কী লাকি বল তো। সারা জীবন খেলে কাটাবে। ওর শৈশব কোনওদিন কাটবে না। আমরা বলতাম, মানুষের শৈশব হল তার জীবনের গোল্ডেন ডেজ। ও চিরকাল সেই গোল্ডেন ডেজে থাকবে। এর চেয়ে সুখবর আর কী আছে।'

এই সময় কেউ দরজার বাইরে দাঁড়াল। তার শাড়ির একাংশ দেখা যাচ্ছিল। মন্টুদা ডাকলেন, 'হায়, তুমি ওখানে কেন প্রিয়ে! ভেতরে এসো। এখানে স্বপ্নেন্দু বসে আছে। তোমার দেবর। ওকে দেখে এত লজ্জা কেন?'

বউদি যেন আরও সঙ্কুচিত হলেন। তাঁর নিচু গলা শোনা গেল, 'কী বলছ?'

'কী আশ্চর্য! তোমার এ ঘরে ঢুকতে এত লজ্জা কেন?'

'না, আমি যেতে পারব না।'

মাথা নাড়ল মন্টুদা। তারপর বলল, 'খোকাকে মাঠে পাঠাও। ও খেলুক।'

'ওখানে শুধু ছাই।'

'ছাই মাখুক। মহাদেব ছাই মাখতেন।'

'যা ইচ্ছে করো।'

'তোমার মনটা আগের মতো আছে। আরে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলো। তোমার কত কাজকর্ম কমে গেছে, তা দেখছ না!'

বউদি অন্যরকম গলায় বললেন, 'আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে!'

'চেষ্টা করলেও পারবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা অমর।' কথাটা বলে হো-হো করে হেসে উঠল মন্টুদা। স্বপ্নেন্দু বুঝল বউদি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছেন দরজার আড়াল থেকে।

হঠাৎ মন্টুদা বলল, 'দাবা খেলবি?'

'দাবা?'

'চমৎকার সময় কাটানোর খেলা। তুই তো জানিস।'

'এখন ভালো লাগছে না।'

'ও।' মন্টুদা আবার ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল, 'তুই এখনও শক কাটিয়ে উঠতে পারিসনি। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর। জলের মতো হয়ে যা, যখন যেমন পাত্র তখন তেমন আকার।'

স্বপ্নেন্দু উঠল, 'আজ চলি মন্টুদা।'

'চলে আসিস। মন খারাপ হলেই চলে আসিস, আমি ভালো করে দেবো।'

স্বপ্নেন্দু হেসে ফেলল, 'তুমি সত্যি নমস্য ব্যক্তি।'

সন্ধে হয়ে এসেছিল। রাস্তায় নেমে চমকে উঠল স্বপ্নেন্দু। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা নগ্ন কঙ্কাল চেঁচাচ্ছে, 'বেরিয়ে আয় শালা, এক বাপের বাচ্চা হলে সামনে আয়।' তার ডান হাতে একটা গোলমতন বস্তু দেখা যাচ্ছে। সেটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আস্ফালন করছে লোকটা। স্বপ্নেন্দু এগিয়ে যাচ্ছিল, পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'যাবেন না

www.MurchOna.com

দাদা, ওর হাতে পেটো আছে।'

'পেটো?'

'পুরোনো ঝগড়া। আজ বদলা নিতে এসেছে।'

স্বপ্নেন্দু হতভম্ব হয়ে গেল। যাদের মন্টুদার বাড়িতে যাওয়ার সময় এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল তারা আশেপাশে আড়াল খুঁজে সেঁধিয়েছে। পুরোনো অভ্যেসে এরা প্রাণভয়ে ভীত। কিন্তু যে লোকটা পেটো ছুড়তে এসেছে? স্বপ্নেন্দু লোকটার দিকে তাকাল। সমানে তড়পে যাচ্ছে লোকটা অকথ্য ভাষায়। এই যে এত বড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেল কলকাতায়, মানুষ বিপর্যস্ত, তার কোনও প্রতিক্রিয়া কি ওর মধ্যে হয়নি? এখন পুরোনো আক্রোশ টিকে থাকতে পারে? স্বপ্নেন্দুর মাথায় ঢুকছিল না। এ বোধহয় শুধু কলকাতাতেই সম্ভব হতে পারে।

স্বপ্নেন্দু এগিয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এখন কলকাতাবাসী অমর। তিনি মিথ্যে কথা বলবেন না। তাই ওই লোকটা যতই শাসাক, তার কিছু করতে পারবে না।

গলির ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে দেখে লোকটা চিৎকার থামিয়ে মুখ ঘোরাল। ওর হাত ক্রমশ ওপরে উঠে যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু চেঁচাল, 'আমি স্বপ্নেন্দু, তুমি যাকে খুঁজছ সে নই। হাত নামাও।'

'বুঝব কী করে? সব শালাকে যে একরকম দেখতে হয়ে গেছে।'

ততক্ষণে লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। না, লোক নয়। হাড়ের গঠন এবং শারীরিক চাঞ্চল্য প্রমাণ করছে এ তরুণ। স্বপ্নেন্দু বলল, 'তুমি খামোখা মাথা গরম করছ। তার গলার স্বর কি আমার মতন?'

একটু যেন চিন্তা করল ছেলেটা, তারপর বলল, 'এক মনে হচ্ছে না।'

'তাহলে হাত নামাও। তুমি একটা বুদ্ধু, এখন পেটো ছুড়ে কাউকে মারলেও তার কিছু হবে না। রক্তমাংস নেই তো পেটো কী করবে?'

ছেলেটা বলল, 'জানি।'

'জানো মানে?'

গলার স্বর নামিয়ে আনল ছেলেটি, 'ফালতু ভয় দেখাচ্ছি। দেখুন না, শালারা কেমন ছাগলের মতো লুকিয়েছে। দেখে যে কী আরাম লাগছে, কী বলব।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে গেল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি আবার বলল, 'নতুন কল বের করতে হবে বুঝলেন? আগে থেকে রোয়াবি না দেখালে ঝট করে অন্য কেউ পাড়ার মাস্তানিটা কব্জা করে নেবে। কেটে পড়ুন।'

স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়াল না। ট্রাম-রাস্তায় এসে সে হতভম্ব হয়ে গেল। না, কোনও গাড়ি-ঘোড়ার চিহ্ন নেই। সন্ধে হয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলো এদিকে জ্বলছে না। কেমন যেন গা-ছমছমে ভাব। তাকে যেতে হবে অনেক দূর। আগে হলে কেয়ার করত না। কিন্তু এখন এতটা পথ হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। এমনিতে তার পায়ের হাড় কনকন করছে। সন্ধে হচ্ছে বলে লোকজন রাস্তা থেকে কমে যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে। একটু-একটু করে হেঁটে সে ওয়েলিংটনের মোড়ে চলে এল। জায়গাটা শ্মশানের মতো ফাঁকা। কলকাতা শহরে দাঁড়িয়ে এমন অসহায় সে আর কখনও হয়নি। এইসময় একটা শিস শুনতে পেল সে। কেউ যেন মনের আনন্দে শিস দিয়ে যাচ্ছে। মেরে ঝুরা

হ্যায় জাপানি। চারপাশে চোখ বোলাতে সে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ভিখিরিটাকে দেখতে পেল। দুটো ছেঁড়া চট গায়ে চাপিয়ে রাজার মতো হেলান দিয়ে বসে-বসে শিস দিচ্ছে। তার উর্ধ্বাঙ্গে কোনও বস্ত্র নেই। হঠাৎ তাকালে আনন্দমঠের মন্বন্তর গ্রামের ছবিটি মনে পড়ে যায়। চোখোচোখি হতে লোকটা খুকখুক করে হাসল, 'এই যে বাবু, দুটো পয়সা হবে।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হল। ভিখিরিটা এখনও পয়সা চাইছে! কিন্তু হাসল কেন? সে কোনও কথা বলার আগেই ভিখিরিটা চেঁচিয়ে উঠল, 'লাথি মারি টাকার মুখে। আর আমাকে কারও কাছে পয়সা চাইতে হবে না। কী আনন্দ! আর শালা মানুষের গালাগালি শুনব না। মেরা জুতা হ্যায় জাপানি। এই যে দাদা, দুটো পয়সা হবে।' নিজের গলাটাকেই বিকৃত করে শোনাল লোকটা।

ঠিক তখন একটা প্রাইভেট গাড়িকে আসতে দেখল স্বপ্নেন্দু। ফিয়াট। গাড়িটা যাচ্ছে তার গন্তব্যস্থলের দিকে। স্বপ্নেন্দু হাত তুলল। সেটা পর্যাপ্ত নয় ভেবে রাস্তার মাঝখানে নেমে গিয়ে ইশারা করতে লাগল থামবার জন্যে। ড্রাইভার যেন খানিকটা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে থামাল গাড়িটা। স্বপ্নেন্দু ছুটে গেল জানলায়,

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'শ্যামবাজার।'

'আমিও যাব। কোনও কিছু পাচ্ছি না। যদি—।'

'উঠে বসুন।'

গাড়িতে উঠে স্বপ্নেন্দু বলল, 'ধন্যবাদ।'

'কোনও দরকার নেই। আগে আমি কাউকে লিফট দিতাম না। এখন তো কোনও ভয় নেই। এই যে হৃৎপিণ্ড দেখছেন ওটা এমন একটা প্রটেকশনে আছে যা দশটা আণবিক বোমা মারলেও ভাঙবে না। ডু য়ু নো, এটা কী?'

'না।'

'আমাদের পাপ। সারাজীবন আমি যে পাপ করেছি এটা তাই দিয়ে তৈরি।'

হেসে ফেলল স্বপ্নেন্দু, 'তাহলে একটি এক বছরের শিশুর বেলায় কী বলবেন?'

'সে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে রক্তের সূত্রে ওটা পেয়েছে।' স্বপ্নেন্দু দেখল গাড়ির কাচে রেডক্রশ চিহ্ন রয়েছে। সে জিগ্যেস করল, 'আপনি ডাক্তার?'

'আই ওয়াজ। আমার একটা মরণাপন্ন পেশেন্ট ছিল নার্সিংহোমে। আজ গিয়ে দেখি সে নাকি হেঁটে বাড়ি চলে গেছে। নার্সিংহোমের সবাই বেকার। সুতরাং আমিও। আমি এখন কী করব? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের মৃত্যু নেই। শরীর নেই যখন, তখন অসুখ-বিসুখ করবে না কারও। আমি বেকার হয়ে গেলাম। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, যারা খাদ্য ব্যবসায় আছে তাদের তিনি দেখবেন। বাট হোয়াট অ্যাবাউট আস? তা ছাড়া, কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন রোগী দেখে বেড়াচ্ছি, চেম্বারে পেশেন্ট গিজ-গিজ করছে, সবসময় টেনশন। সারা জীবনে তো কম আর্ন করিনি। সেগুলো নিয়ে আমি কী করব এখন?' ডাক্তার স্বপ্নেন্দুর দিকে তাকালেন, 'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ। জানেন, আমার কাছে কিছু সায়েনায়েড ছিল। এক ফোঁটা জিভে লাগলে চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। মুঠোয় করে মুখে ঢাললাম, হৃদপিণ্ডে মাখালাম। নো রেসপন্স। হাতুড়ি দিয়ে ভাঙবার

www.MurchOna.com

চেষ্টা করলাম বুকের বাক্সটা। একটুও টসকাল না।'

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

স্বপ্নেন্দু নিচু গলায় বলল, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই পরিবর্তিত অবস্থাকে সহজ মনে মেনে নিতে। অ্যাকচুয়ালি, আপনি আপনার সঞ্চিত টাকা এখন মানুষের উপকারে খরচ করতে পারেন। খাওয়া-পরা অথবা অসুখ-বিসুখ ছাড়াও তো মানুষের অনেক প্রয়োজন আছে। সেগুলো এতকাল আমরা পারতাম না—।'

বাধা দিলেন ডাক্তার, 'আপনি কম্যুনিস্ট?'

'না। মোটেই না।'

'তাহলে রাবিশ কথাবার্তা বলবেন না। আমি সারাজীবন এত কষ্ট করে যা উপার্জন করেছি তা পাঁচজনের জন্যে বিলিয়ে দেব? তার চেয়ে নিজের হাতে পুড়িয়ে ফেললে বেশি আরাম লাগবে।'

স্বপ্নেন্দু কথা বলল না। গাড়ি ততক্ষণে কলেজ স্ট্রিট ছাড়িয়ে গেছে। পথঘাট নির্জন। এবার ডাক্তারের গলায় হাহাকার শোনা গেল, 'আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দটাকে চিরকালের জন্য হারালাম।'

'কী সেটা?'

ডাক্তারের করোটিটা দুলল, 'ইঞ্জেকশন। যখন আমি কারও শরীরের কাছে সিরিঞ্জ নিয়ে যেতাম অদ্ভুত শিহরণ হতো। তারপর যখন সুঁচটা তার গায়ে ঢুকিয়ে দিতাম তখন অদ্ভুত প্লেজার হতো। দিনে অন্তত গোটা পাঁচেক ইঞ্জেকশন না দিলে আমার রাত্রে ঘুম আসত না।'

'সেকি?'

'আমি অ্যাদ্দিন কাউকে বলিনি। এখন অবশ্য বলতে বাধা নেই। কাউকে বলিনি ঠিক নয়। আমার এক মনস্তাত্ত্বিক বন্ধুকে বলেছিলাম। সে জিগ্যেস করেছিল, আমি কি ইমপোটেন্ট? স্বীকার করিনি তখন। এখন কলকাতার মানুষ আর সেসবের কথা ভাববে না। তাই বলছি, হি ওয়াজ রাইট।'

স্বপ্নেন্দু নড়েচড়ে বসল। লোকটা পাগল নাকি? দু মিনিটের আলাপে যে সব কথা বলছে তা কোনও সুস্থ মানুষ বললে না? হয় পাগল, নয়—স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, এসব পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফল। এখন মানুষের কিছুই হারাবার ভয়ডর নেই। অতএব নিজের গোপন তথ্য খুলে বললেও ক্ষতি নেই।

'শ্যামবাজারে কোথায়?'

স্বপ্নেন্দু রাস্তাটার নাম বলল। ডাক্তার বললেন, 'অয়েল ইন্ডিকেটারের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওটা শূন্যে আটকে আছে। অথচ গাড়িটা সুন্দর চলছে। জল নেই এক ফোঁটা তবু ইঞ্জিন বন্ধ হচ্ছে না। আগে শুনলে পাগল বলতাম। তাই না?'

'সেকি, পেট্রোল নেই তবু গাড়ি চলছে?

'দেখছেন তো।'

'হয়তো আপনার ইন্ডিকেটারটা ঠিক কাজ করছে না।'

'নো। ওটা ঠিক আছে।'

'তাহলে?'

'এটাও বোধহয় পরিবর্তিত পরিস্থিতির রেজাল্ট। আরে মশাই, গাড়িতে যে এক ফোঁটা জল নেই সেটা বিশ্বাস করেন তো। ওই দেখুন হেদোর কী অবস্থা!'

স্বপ্নেন্দু হতভম্ব হয়ে গেল। এখন থেকে গাড়ির জন্য আর পেট্রোলের দরকার হবে না? কী আশ্চর্য! স্বপ্নেন্দুর মোড়ে এসে গাড়িটা থামালেন ডাক্তার। ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে যাচ্ছিল সে। ডাক্তার ডাকলেন, 'শুনুন মশাই, আপনার নাম জানি না। কোনওদিন দেখা হবে কি না তারও ঠিক নেই। তবে আমাকে পাগল ভাবার কোনও কারণ নেই। যে-যে কারণে আগে পাগল ভাবা হতো, এখন সেইসব কারণগুলো বাতিল হয়ে গিয়েছে। বরং আপনার যদি কোনও পাপটাপ থাকে তাহলে বলাবলি করতে শুরু করুন, দেখবেন বেশ হালকা লাগবে।'

গাড়িটা চোখের সামনে থেকে চলে গেলেও স্বপ্নেন্দু দাঁড়িয়েছিল। অদ্ভুত লোক তো! তার পরেই খেয়াল হল, তার নিজের কোনও পাপ আছে কি না। স্বপ্নেন্দু অনেক চিন্তা না করেও তেমন কোনও পাপের কথা মনে করতে পারল না। ছেলেবেলায় একবার একটা বেড়ালকে ঢিল ছুড়ে খোঁড়া করে দিয়েছিল। খুব চুরি করত বেড়ালটা। সে এখন পাপ আদৌ কি না বলা মুশকিল, কিন্তু ওকথা কাউকে বলা যাবে না।

ঘরে ঢুকে বিছানায় চিৎপাত হতে গিয়েই স্বপ্নেন্দুর মনে পড়ল। টেবিলের দিকে তাকাতেই কাচের আড়ালে সেই লাল গোলাপটাকে দেখতে পেল সে। গোলাপটাকে আরও টাটকা আরও বেশি লাল দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে স্বপ্নেন্দুর মন শান্ত হয়ে গেল।

পরের দিন রেডিও খুলে স্বপ্নেন্দু বুঝল কলকাতার অবস্থা বেশ স্বাভাবিক। চমৎকার গানবাজনা হচ্ছে। খবরেও বলা হল, প্রচুর ট্রাম-বাস চলছে সকাল থেকে। গত দুদিনে কলকাতায় খুনজখম দূরের কথা সামান্য ছিনতাই-এর ঘটনা পর্যন্ত ঘটেনি। তবে ধুতি এবং লুঙ্গির চাহিদা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নাগরিকদের কাছে আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, অবিলম্বে যে যার কাজে যোগ দিন। আজ স্বপ্নেন্দু চাদরটাকে বাতিল করল। কারণ ওতে মনের জড়তা ধরা পড়ে। যা হয়েছে তা ওর একার ক্ষেত্রে নয় যখন, তখন প্রকাশ্যে মেনে নেওয়াই ভালো। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে সে আবার ফুলটার দিকে তাকাল। চমৎকার তাজা। কলকাতা শহরে একমাত্র তার কাছেই ফুল আছে, খাঁটি ফুল। ওটাকে ছোঁওয়া যাবে না, টেবিল থেকে নড়ানো যাবে না। অথচ এই ঘরে ফুলটা একা পড়ে থাকবে সেটাও ভালো লাগছিল না। স্বপ্নেন্দু একটা চাদর দিয়ে বড় জারটাকে ঢেকে দিল।

আজ ট্রামে-বাসে খুব ভিড়। কিন্তু ভিড় ট্রামে উঠে স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারল যতটা মনে হয়েছিল ততটা নয়। এক ভদ্রলোক যার অনেকগুলো দাঁত না থাকায় মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে, বললেন, 'স্পেস প্রবলেম মিটে গেছে মশাই। আগে ট্রামে-বাসে যত লোক ধরত এখন তার ডবল ধরবে।'

কথাটা শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। একজন বলল, 'মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। বিপ্লব এলেও ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম সলভ করতে পারত না।'

প্রথমজন স্বপ্নেন্দুর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, 'আপনাদের বাথরুমটাকে কী

www.MurchOna.com

করবেন ভাবছেন?'

'বাথরুম?' স্বপ্নেন্দু হতভম্ব।

'দূর মশাই। এখন তো আর বাথরুমের প্রয়োজন নেই। খামোকা কিছু ঘর খালি পড়ে থাকবে বাড়িতে-বাড়িতে। আমি ভাবছি ওটা ভাড়া দিয়ে দেব। আমাদের বাথরুমটা বেশ বড়।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'ভাড়ার টাকা নিয়ে কী করবেন দাদু?'

'কেন? শখের জিনিস কিনব। এই ধরো কালার টিভি।'

'টিভি? টিভি স্টেশন তো চালু হয়নি।'

'হয়নি, কিন্তু হবে।'

'ওঃ, টিভির মেয়েগুলোকে কীরকম দেখাবে ভাবুন তো! আমার বড় মেয়েটা দেখতে ভালো নয় বলে অ্যানাউন্সারের চাকরি পায়নি। এখন আবার অ্যাপ্লাই করতে বলি, কী বলেন?'

স্বপ্নেন্দু বুঝল, কলকাতার মানুষ বেশ সহজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে কাজ হয়েছে। তার বেশ ভালো লাগছিল। লিফটের সামনে বিরাট লাইন। কিন্তু আজ অনেক বেশি লোক আসছে বলে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে লাইনটা। স্বপ্নেন্দু দেখল লাইনে তিনটে শাড়ি আছে। তার মানে মেয়েরাও অফিসে এসেছে। তার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগল। হেনা সেন আছেন নাকি লাইনে? কী করে হেনাকে চিনবে সে? আজ সকালে রেডিওতে বলেছিল, প্রত্যেক নাগরিক আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে নিয়ে অফিসে যাবেন। কিন্তু সে কার্ড তো ব্যাগের ভেতরে থাকবে।

স্বপ্নেন্দু ছটফট করছিল। লিফটে উঠে সে শাড়ির দিকে তাকাল। সেদিন হেনা সেন যে শাড়ি পরেছিলেন সেটার সঙ্গে এই তিনটির রং মিলছে না। হেনা যদি তাকে দ্যাখেন তাহলে নিশ্চয়ই হাসবে। সঙ্গে-সঙ্গে খেয়াল হল, তার চেহারাও তো হেনার চেনার কথা নয়।

নিজের ফ্লোরে এসে স্বপ্নেন্দু অবাক হল। দেওয়ালে পোস্টার পড়েছে, কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না, চলবে না। ঘুষখোর অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিজের ঘরে যাওয়ার সময় সে দেখল অফিসে বিরাট জটলা হচ্ছে। বেশ উত্তেজনা। ঘরে ঢুকে সে দেখল তার চেয়ারে কেউ বসে আছে। তাকে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াতে স্বপ্নেন্দু চিনতে পারল। লোকটা নির্জীব গলায় জিগ্যেস করল, 'আপনি কি সাহেব?'

'এক গ্লাস জল দাও হরিমাধব।' বলতে-বলতে খেয়াল হল আর জলের দরকার নেই, জল পাওয়াও যাবে না। হরিমাধব ততক্ষণে তিন হাত দূরে ছিটকে গেছে, 'মাপ করুন স্যার। আমি ভাবিনি আপনি আসবেন।'

'ভাবনি?'

'না স্যার। বিশ্বাস করুন এর আগে আমি কখনও ওই চেয়ারে বসিনি। আজ বড় ইচ্ছে হল। শরীরটা যখন পালটে গেল, নিজেকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে যখন, তখন ভাবলাম চেয়ারটায় বসে দেখি কেমন লাগে।'

'ঠিক আছে।' স্বপ্নেন্দু চেয়ারটায় বসল। অনেক কষ্টে প্যান্টটাকে কোমরে শক্ত করে বেঁধেছে। কিন্তু কেবলই মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেল।

হরিমাধব এগিয়ে এল, 'স্যার, অফিসের সবাই খুব খেপে গেছে।'

'কেন?'

'ওই ট্রান্সফার হবে শুনে। আজ কেউ কাজ করবে না বলেছে।'

'এখনও ওইসব ওদের মাথায় আছে নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার। আপনি সাবধানে থাকবেন।' হরিমাধব দরজার দিকে তাকাল, 'আর হ্যাঁ, ম্যাডাম আপনাকে ফোন করেছিলেন দুবার।'

সঙ্গে-সঙ্গে মিসেস বক্সীর শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মরলেও বোধহয় স্বভাব পালটাবে না। তার পরেই ওর হাসি পেল। আর এখন তো হাসি পেতেই তা খুকখুক করে বেরিয়ে পড়ে। কঙ্কালশরীর বোধহয় নিশব্দে হাসতে পারে না। স্বপ্নেন্দু টেলিফোনটার দিকে তাকাল। অপারেটর এসেছে তাহলে। সে আবার হরিমাধবকে জিগ্যেস করল, 'তোমার কেমন লাগছে হরিমাধব?'

'ভালো না স্যার। এই ভূতের চেহারা নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই শিউরে উঠি। আমার পরিবারকে আবার ঠিক শাঁকচুন্নির মতো দেখায়। নরক, নরকে এসে গেছি স্যার, শাস্ত্রে লেখা ছিল কলিযুগের পর নাকি এইরকম সাক্ষাৎ নরকবাস ঘটবে।' ফুঁপিয়ে উঠল হরিমাধব। স্বপ্নেন্দু তাকাল হরিমাধবের বুকের দিকে। অদৃশ্য গোলকের গর্তে থাকা হৃৎপিণ্ডটা থরথরিয়ে কাঁপছে। তার মানে লোকটার কান্না জেনুইন। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। এখন কেউ ভান করলে তার বুকের দিকে তাকালেই ধরা পড়ে যাবে। বাঃ ফার্স্ট ক্লাস। এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। হ্যালো, বলতেই মিসেস বক্সীর গলা ভেসে এল, 'কখন এসেছেন? কেউ বলেনি আমি ডেকেছি?'

'বলেছে।' স্বপ্নেন্দু নিস্পৃহ স্বরে বলল।

'বলেছে? তবু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করছেন না?'

'যাচ্ছি। আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।' রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বপ্নেন্দু হরিমাধবকে জিগ্যেস করল, 'আজ অফিসে সবাই এসেছে?'

হরিমাধবের করোটিটা নড়ল, 'না স্যার, অনেকেই আসেনি। পেটের ধাক্কা যখন আর করতে হবে না তখন মিছিমিছি কেন আসতে যাবে?'

স্বপ্নেন্দুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। সবাই আসেনি? তার মানে হেনা সেনও না আসতে পারেন। প্রশ্নটা করতে গিয়েও পারল না, কেমন সঙ্কোচ বোধ হল। হরিমাধব আবার এই নিয়ে গপ্পো করবে। যা করতে হবে তাতে অফিশিয়াল ব্যাপার যোগ না করলে হরিমাধবরা অন্যভাবে দ্যাখে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র করিডোরে চিৎকার শুনতে পেল সে। দশ-বারোজন কঙ্কাল বিভিন্ন পোশাকে দাঁড়িয়ে হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছে। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে ওরা। স্বপ্নেন্দুকে দেখেও দেখল না যেন। বোধহয় চিনতে পারেনি। স্বপ্নেন্দু সুড়ুৎ করে মিসেস বক্সীর দরজার কাছে চলে এল। সেখানে একটা কঙ্কাল উর্দি পরে দাঁড়িয়ে আছে।

'কাকে চাই?' লোকটা জিগ্যেস করল।

এই প্রথম মিসেস বক্সীর ঘরে ঢুকতে বাধা পেল স্বপ্নেন্দু। বিরক্ত স্বরে সে জিগ্যেস করল, 'তুমি কে?'

www.MurchOna.com

'আমি ওঁর বেয়ারা। ম্যাডাম কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।'

'কী আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি স্বপ্নেন্দু!'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা কপালে হাত ঠেকাল 'ক্ষমা করবেন স্যার। আমার একবার সেরকম মনে হয়েছিল কিন্তু সব মুখগুলো দেখতে যে একরকম। যান স্যার, ম্যাডাম আপনাকে যেতে বলেছেন।'

'এরকম পাহারা তো আগে দাওনি।'

'ওই যে, অফিসের লোকরা চেঁচাচ্ছে তাই ম্যাডাম বললেন।'

স্বপ্নেন্দু দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। বিশাল ঘরে কেউ নেই। টেবিলের ওপাশে ঘুরন্ত চেয়ারটাও ফাঁকা। স্বপ্নেন্দু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। ঘরের কোণায়, একটা পর্দা ঘেরা জায়গা আছে। সেখানে ইজিচেয়ারে শুয়ে মিসেস বক্সী বিশ্রাম করেন। কিন্তু লাগোয়া বাথরুমের দরজাটা খোলা। ঘরে যিনি ঢুকলেন তাকে দেখে চমকে উঠল স্বপ্নেন্দু। অসম্ভব বেঁটে এবং রোগা একটা কঙ্কালের গায়ে আলখাল্লা টাইপের ম্যাক্সি জড়ানো। করোটির ওপরে একটা বড় রুমাল বাঁধা। ঘরে ঢুকেই ম্যাডাম স্থির হলেন, 'কে'?

'আমি ম্যাডাম, স্বপ্নেন্দু।'

'আই সি।' গুড়গুড় করে উনি চলে এলেন নিজের চেয়ারে। তারপর শরীরটা সিধে রেখে বললেন, 'আমি ভাবছি প্রত্যেকের বুকের ওপরে একটা নেমপ্লেট রাখতে বলব। নইলে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে। এত দেরি হল কেন?'

'অফিসে আসব না ভেবেছিলাম।'

'সে কি? কেন? এখন তো শরীর খারাপের অজুহাত টিকবে না।'

'না। চাকরি করব না ভাবছি।'

'হোয়াট ডু য়ু মিন? আপনি শোনেননি চিফ মিনিস্টার কী বলেছেন? প্রত্যেক নাগরিক এতকাল যা-যা করেছেন এখনও তাই করতে হবে। অন্তত সরকারি, বেসরকারি চাকরিতে যারা ছিলেন তাঁদের নিষ্ঠার সঙ্গে সেই চাকরি করতে হবে। একটা স্পেশাল পুলিশ ফোর্স এই ব্যাপারটা দেখবে।' খুকখুক করে হাসলেন মিসেস বক্সী, 'চাকরি করব না বললেই মিটে গেল?'

'সে কি? পুলিশরাও এখনও অ্যাকটিভ আছে নাকি?'

'মোর অ্যাকটিভ। আপনি ভাবছেন গুলি করেও যখন কিছু হবে না তখন যা ইচ্ছে করবেন? এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন একটা অস্ত্র বের করেছেন যার রিঅ্যাকশনে হৃৎপিণ্ড আধঘন্টা অসাড় হয়ে যাবে। সেই সময় আপনি নড়তে-চড়তেও পারবেন না। আপনাকে অ্যারেস্ট করে টিউব রেলে ফেলে রাখা হবে।'

'টিউব রেলে?'

'ইয়েস। টিউব রেল তো ইনকমপ্লিট। তা ছাড়া, এখন আর টিউবের কোনও প্রয়োজনও হবে না। ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম সলভ্‌ড। তাই টিউবটাকে অন্ধকূপ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পানিশমেন্ট সেল।' তারপরে অন্য স্বরে মিসেস বক্সী বললেন, 'ওসব চিন্তা ছাড়ুন। ইউ আর ইয়াং হ্যান্ডসাম। কত ব্রাইট প্রসপেক্ট সামনে পড়ে আছে। আজকের অ্যাটেন্ডেন্স অবশ্য সেভেন্টি পার্সেন্ট। নট ব্যাড।'

স্বপ্নেন্দু ঠিক ঠাওর করতে পারছিল না মিসেস বক্সী ভয় দেখাচ্ছেন কি না। তবু

সে জিগ্যেস করল, 'ডেকেছিলেন কেন?'

মিসেস বক্সী বললেন, 'স্লোগান শুনেছেন? মানুষের অভ্যেস কোথায় যাবে? এই চেঞ্জড শরীরেও ওরা চেঁচাচ্ছে। এটা বন্ধ করতে হবে।'

'বলুন কী করব?'

'আরে, সেটা আপনি ঠিক করুন।'

'ওই ট্রান্সফার অর্ডারটা বাতিল করে দিন।'

'সে কি?'

'ঠিকই বলছি। এখন আর পার্টিরা ঘুষ দিতে আসবে না। কারণ মানুষের অনেক প্রয়োজন আর ঠিক আগের মতো নেই। তা ছাড়া, ঘুষ নিয়ে ওরা কী করবে? টাকারও মূল্য কমে গেছে!'

'ইউ আর রাইট। আমি অনেকবার ভেবেছি। সত্যি কথা। এখন আর ঘুষ দেবে কে? আর ঘুষ নিয়ে কীই-বা করবে। কিন্তু এটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। চট করে আমরা এই সিদ্ধান্ত ওদের জানাব না'—মিসেস বক্সী চেয়ার ছাড়লেন। মহিলার চেহারা এখন আমূল পালটে গেছে। সেই থপথপে মাংসের তালটা চলে যাওয়ায় বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে। কিন্তু ম্যাক্সিটা নিশ্চয়ই ওঁর নয়। মিসেস বক্সী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমাকে খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে?'

'না-না। বিউটিফুল।'

'ওঃ বাটারিং করবেন না। ওটা আমি একদম পছন্দ করি না। আমি তো প্রথমে এমন শকড ছিলাম যে বিছানা থেকে উঠতেই পারিনি। নাউ আই ফিল ইটস বেটার। অ্যাট লিস্ট উই আর সেভড ফ্রম ইওর হাঙ্গরি আইস।' তার পরেই হেসে ফেললেন মিসেস বক্সী, 'রাগ করবেন না। আমি আপনাকে মিন করিনি। ইউ আর গুড। আসুন না আজকে সন্ধেবেলায় আমার বাড়িতে। আমার মেয়ে খুশি হবে।'

'আপনার মেয়ে?

স্বপ্নেন্দু এতটা তরল হতে ম্যাডামকে কখনও দ্যাখেনি।

'হ্যাঁ। এবার নরেন্টো থেকে পাশ করেছে। ম্যাক্সিটা তো ওরই।'

'ও, ঠিক আছে যাওয়া যাবে।' স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়াল।

'কিন্তু বিনা শর্তে নয়।'

'মানে?'

'ওদের ক্ষমা চাইতে হবে বিক্ষোভ করার জন্যে। তারপর আমরা ট্রান্সফার অর্ডারটা ক্যানসেল করব। ও কে?'

যাঃ বাবা। কোন কথা থেকে কোথায় চলে এলেন মহিলা। স্বপ্নেন্দু করোটি নেড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

দুপুরে খবর পাওয়া গেল ওদের গেট মিটিং-এ একদম লোক হয়নি। নেতারা অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও কর্মচারীরা নাকি সেখানে উপস্থিত হয়নি। তারা বলেছে এখন যেহেতু অফিসে আসা বাধ্যতামূলক তাই আসতে হবে। ট্রান্সফার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। নেতারা নাকি খুব ভেঙে পড়েছে কর্মচারীদের এই ব্যবহারে। টিফিনের পর নেতারা এল তার ঘরে। স্বপ্নেন্দু ওদের বসতে বলল, 'বলুন, কী চাই আপনাদের?'

www.MurchOna.com

'ওটা করবেন না।'

'কর্মচারীরা তাই চাইছেন?'

'এখন তো অনেকেই সরে যাচ্ছে। কিন্তু এটা আমাদের প্রেস্টিজের প্রশ্ন।'

'মিসেস বক্সীর সঙ্গে কথা বলুন।'

'না। উনি খুব একরোখা। তা ছাড়া, আমরা আপনাকে মধ্যস্থতা করতে বলছি।'

'মেনে নিন। অফিস অর্ডার বলে কথা।'

'মেনে নিলে আমাদের আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে।'

'আপনারা আর কী নিয়ে আন্দোলন করবেন?'

'চাকরি যখন করছি তখন সমস্যা তো আসবেই! তা ছাড়া, এখন থেকে আর আটান্ন বছর বয়সে রিটায়ারমেন্ট নেই। অতএব সমস্যা থাকবেই।'

'রিটায়ারমেন্ট নেই?'

'না স্যার। কারণ মানুষ মরছে না। নিউ জেনারেশন আসছে না।'

স্বপ্নেন্দু চমকে উঠল, 'তাহলে তো প্রমোশনও হবে না।'

'না স্যার।'

এক মিনিট ভাবল স্বপ্নেন্দু। এই চাকরি চিরকাল করে যেতে হবে? কোনও প্রমোশন নেই? তারপর লোকগুলোর মুখের দিকে তাকাল সে। করোটি দেখে মনের প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না। আর এরা শার্ট পরে আছে বলে ওদের হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে না। হরিমাধবের শার্টের বোতাম একটাও নেই। তাই ওরটা বুঝতে অনেক সুবিধে। হঠাৎ হেনা সেনের কথা মনে পড়ল। সে জিগ্যেস করল, 'শুক্রবার যে মহিলা তর্ক করেছিলেন তিনি কোথায়? তিনি কি এখন আপনাদের সঙ্গে আছেন?'

নেতারা মুখ চাওয়াচায়ি করল। শেষপর্যন্ত একজন বলল, 'উনি আসেননি আজ।'

'ও।' স্বপ্নেন্দুর মন খারাপ হয়ে গেলেও সে মুখে বলল, 'ভদ্রমহিলা বিচক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলেন। অলরাইট। আপনারা যান, আমি দেখছি কী করা যায়। বুঝতেই পারছেন এসব আমার হাতে নেই।'

'আমরা জানি স্যার। আপনি মধ্যস্থতা করুন। ততক্ষণ আমরা একটু-আধটু আন্দোলন চালাব।'

'আন্দোলন চালাবেন মানে?'

'না চালালে ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে।'

নেতারা চলে গেলে স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়াল। যাক, প্রবলেম সলভড। তবে একথা এখনই মিসেস বক্সীকে বলা চলবে না। ওঁকেও দুদিন ঝুলিয়ে রাখলে অন্য কাজ নিয়ে টিকটিক করবেন না। শালা, প্রমোশনই যখন কোনওকালে হবে না তখন কাজ দেখিয়ে লাভ কী? টেলিফোনটা শব্দ করতেই বিরক্ত হল স্বপ্নেন্দু। মিসেস বক্সী নির্ঘাত। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে আবার ফিরে এল সে। সে যে বেরিয়ে যাচ্ছে একথা বলে দেওয়া ভালো।

'আমি মুখার্জি বলছি।'

যাঃ শালা। থার্ড অ্যাসেসমেন্ট অফিসার মুখার্জির ফাইলটা তো মিসেস বক্সীর কাছে আটকে আছে। সে জবাব দিল, 'বলুন।'

'শোনো। তোমাকে শুক্রবারে যে রিকোয়েস্ট করেছিলাম সেটা করতে হবে না। ম্যাডামের অ্যাপ্রুভালের কোনও দরকার নেই।'

'কেন?'

'দিগম্বর হয়ে বসে আছি এখন। আমি আর ইন্টারেস্টেড নই।'

টেলিফোন নামিয়ে হেসে ফেলল স্বপ্নেন্দু। বিপ্লবও এতটা কার্যকরী হতো না। মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। জাঁদরেল ঘুষখোর অফিসার আর ঘুষের জন্যে অনুরোধ করছে না। চমৎকার।

মিসেস বক্সীকে জানাল না স্বপ্নেন্দু। হরিমাধবকে বলে গেল কেউ জিগ্যেস করলে বলতে শরীর খারাপ বলে তাড়াতাড়ি চলে গেছেন। হরিমাধবের বিস্ময় বাড়াল, 'স্যার, আপনার শরীর খারাপ?'

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হল। শরীর কোথায় যে খারাপ হবে? এই অজুহাতটা চিরকালের মতো বাতিল হয়ে গেল। স্বপ্নেন্দু গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠিক আছে। কেউ খুঁজলে বলে দিও জরুরি কাজে বেরিয়েছি।'

এখন দুপুর শেষ হয়নি। রোদের তাপ বড্ড বেশি। কিন্তু ঘাম হচ্ছে না বা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না থাকায় তেমন কষ্ট হচ্ছে না। বাস থেকে নেমে স্বপ্নেন্দু হেসে ফেলল। কন্ডাক্টর চুপচাপ বসে আছে। কোনও যাত্রীকেই টিকিট কাটতে হচ্ছে না। এটা কদ্দিন চলবে কে জানে।

রাস্তাটা নির্জন। হঠাৎ স্বপ্নেন্দুর বুকের ভেতরটায় থম ধরল। তার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে শুরু করল। খুব নার্ভাস লাগছে এখন। এইভাবে চট করে চলে না এলেই ভালো ছিল। তারপর মরিয়া হল সে। লাল ব্লাউজ লাল শাড়ির আগুন তাকে চুম্বকের মতো টানছিল।

কলিংবেলের বোতামে আঙুল রাখতেই ভেতরে যেন ঝড় বয়ে গেল। নির্জন দুপুরে বোধহয় আওয়াজ বেশি হয়। কেউ দরজা খুলছে না। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করার পর স্বপ্নেন্দু আবার বেল টিপল। এরপর ধীরে-ধীরে দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক মহিলা। মহিলা কারণ তাঁর পরনে সাদা শাড়ি, মাথাটা বিরাট ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সেই পরশুরামের গল্পের চরিত্র যেন।

'কী চাই?'

'হেনা সেন আছেন?' স্বপ্নেন্দুর স্বর কাঁপছিল।

'আপনি কে?'

'আমি ওঁর অফিসে কাজ করি। আমার নাম স্বপ্নেন্দু।'

'ও তুমি। এসো ভেতরে এসো।' মহিলা দরজা ফাঁক করতে স্বপ্নেন্দু ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে মহিলা কাতর গলায় বললেন, 'এ কী হল বাবা। আমরা কী এমন পাপ করেছি যে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে।'

স্বপ্নেন্দু বুঝল ইনি হেনার মা। মনে পড়ল না সেদিন ইনি তাকে তুমি বলেছিলেন কি না। সে বলল, 'কী আর করা যাবে বলুন।'

মহিলা বললেন, 'এইভাবে বাঁচতে চাই না বাবা। তিনি স্বর্গে বসে রইলেন আর আমি চিরকাল এই নরকে পড়ে থাকব? আমার তো বাঁচবার কোনও আকাঙ্ক্ষাই ছিল না। শুধু ওই মেয়েটার একটা হিল্লে করতে পারলে! কলকাতার সব মানুষের

www.MurchOna.com

কি এই দশা?'

'হ্যাঁ মাসিমা।'

'কলকাতার বাইরের?'

'তাদের কথা জানি না।'

'পরশু থেকে মেয়ে আমার বিছানা ছাড়েনি। শুধু পড়ে-পড়ে কেঁদে যাচ্ছে। তুমিই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে।'

'ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?' স্বপ্নেন্দু যেন অনুনয় করল।

'কথা? ও তো কথাই বলতে চাইছে না। কতবার ওকে বললাম সহজ হতে তা মেয়ে আমাকে খেঁকিয়ে উঠছে। সরে যাও সরে যাও। আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি না। ও কি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে?'

মহিলা মাথার পড়ে যাওয়া ঘোমটা চট করে টেনে নিলেন। স্বপ্নেন্দু লক্ষ করল এঁর করোটির গায়ে সামান্য হলদে দাগ রয়েছে।

'তাহলে থাক। ওঁকে বলবেন আমি এসেছিলাম।' নিশ্বাস ফেলল স্বপ্নেন্দু। মহিলা বললেন, 'দাঁড়াও। তুমি বড্ড ভালো ছেলে বাবা।'

অবাক হয়ে স্বপ্নেন্দু জিগ্যেস করল, 'একথা বলছেন কেন?'

'নিশ্চয়ই কারণ আছে। আমি ভাবছি তুমি যদি নিজে গিয়ে ওকে সহজ হতে বলো তাহলে যদি কাজ হয়।'

'আপনি যদি বলেন।' স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগল।

'আগে হলে হয়তো বলতাম না। কিন্তু এখন আমার মাথার ঠিক নেই। দ্যাখো, যদি পারো ওকে সহজ করতে। ওই দরজা দিয়ে যাও।'

স্বপ্নেন্দুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর ধীরে-ধীরে সে বাঁদিকের ছোট্ট প্যাসেজটা ধরে সেঁটে একটা ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল মহিলা নেই। নিজের জামা ঠিক করে নিল স্বপ্নেন্দু। তারপর দরজায় হাত দিল।

ঘরটা অন্ধকার। সমস্ত জানলা বন্ধ। প্রথমে দৃষ্টি চলছিল না। তবু স্বপ্নেন্দু ভেতরে ঢুকতেই খাটটাকে দেখতে পেল। খাটের ওপর হেনা সেন উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। হলদে ফুল তোলা ম্যাক্সি ওর গায়ে। বড় হাতায় কবজি পর্যন্ত ঢাকা। পায়ের হাড় এবং সাদা করোটি এবার দেখতে পেল স্বপ্নেন্দু। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকায় হেনা সেন তার উপস্থিতি টের পাননি। স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড স্থির হয়ে গেল। হেনা সেন ছাড়া নিশ্চয়ই এই ঘরে অন্য কেউ থাকবে না। সে চোখ বন্ধ করতে গিয়েও পারল না। কারণ তার চোখের পাতাই নেই। হৃৎপিণ্ড অনুভবে দৃষ্টিশক্তি যোগাচ্ছে।

সেই হেনা সেন? স্বপ্নেন্দুর মনে হচ্ছিল এখানে না এলেই ভালো হতো। যে মাখনের মতো নরম শরীর তাকে চুম্বকের মতো টেনেছিল সেটাকে স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখাই উচিত ছিল। এখন তো হেনা সেন তারই মতো বীভৎস। অথচ এই ঘরে ঢোকবার আগে বুকের ভেতর ভূমিকম্প হচ্ছিল তার। তার অনুরণন তো এখনও মেলায়নি।

স্বপ্নেন্দু নিচু স্বরে ডাকল, 'শুনুন।'

হেনা সেনের কোনও প্রতিক্রিয়া হল কি না বুঝতে পারল না সে। এক পা এগিয়ে সে আবার ডাকল, 'মিস সেন!'

এবার চকিতে করোটি ঘুরে গেল। আর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে হেনা সেন চিৎকার করে উঠলেন, 'কে? কে? ও মাগো!' তার একটা হাত মুখে চাপা দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিল স্বপ্নেন্দু। এ কী দেখছে সে। কিন্তু ততক্ষণে সেই চামড়া-মাংস-রক্ত হীন কঙ্কালের মুখটা চাদরে ঢেকে ফেলেছে হেনা সেন। এখনও যেন ঘরের মধ্যে আর্তনাদটা পাক খাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু ঘোর কাটিয়ে বলে উঠল, 'নার্ভাস হবেন না মিস সেন। আমি স্বপ্নেন্দু।'

'স্বপ্ন?' সঙ্গে-সঙ্গে হেনা সেনের মাথাটা আলোড়িত হল, 'আমি চিনি না আপনাকে। কেন এলেন এখানে? বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি। ওমা, মাগো।'

আর্তনাদ শুনে স্বপ্নেন্দু এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে-কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনি প্রথমটায়। যেন সত্যি কোনও মহিলার ঘরে কে আচম্বিতে ঢুকেছে এবং তিনি চিৎকার করছেন আত্মরক্ষার জন্যে। স্বপ্নেন্দুর নামটা শুনেও ওঁর কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি দেখে সে আরও তাজ্জব হল। এখনই সেই মহিলা ছুটে আসবেন এবং তাকে বেরিয়ে যেতে হবে এই আশংকায় স্বপ্নেন্দু দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু মহিলার আসার কোনও লক্ষণ দেখা না যাওয়ায় সাহস বাড়ল তার। হেনা সেন এখন দু-হাতে চাদরটাকে আঁকড়ে ধরে কাঁপছেন।

স্বপ্নেন্দু আর এক পা এগোল, 'মিস সেন। আমি আপনার অফিসে কাজ করি। এই দুদিন আমি আসতে পারিনি। আজ না এসে পারলাম না। আপনি সত্যি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'না, আমি কাউকে চিনি না।' উত্তেজনা আছে কিন্তু এবার তার ঝাঁঝ কম।

'তা কি হতে পারে? আমি শুক্রবারে এখানে এসেছিলাম।'

'আজ কেন এসেছেন? মজা দেখতে?'

'মোটেই নয়।' স্বপ্নেন্দু আবার দরজাটার দিকে তাকাল। মহিলা ওর ওপাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনছেন কি না কে জানে! তবু সে মরিয়া হয়ে বলল, 'এই ক'দিন আমি আপনার কথা ভেবেছি।'

'কী মিথ্যে বলতে এসেছেন!'

'মিথ্যে নয়। আমার বলা শোভন নয়।' স্বপ্নেন্দুকে থামিয়ে দিয়ে হেনা সেন বললেন, 'কী জন্যে এসেছিলেন আমি জানি। এখন তো আর সেসব নেই। আমার শরীর, আমার শরীরটার দিকে তাকালে পুরুষজাতটার চোখ লোভে চকচক করে উঠত। ওই ঘেন্নায় আমি—তা আর এখন কেন? এখন তো আমি একটা কঙ্কাল। এখন আমাকে একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দিন।'

'আপনি ভুল বলছেন।'

'একটুও না। সেদিন যখন আপনি আমাকে ঘরে ডেকেছিলেন তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সেই চোখ। লালসা থিক-থিক করছে। আজ আমার কিছু নেই। আপনাদের কাছে আমার কোনও মূল্য নেই। উঃ।'

'আমি আবার বলছি আপনি ভুল বলছেন।'

'নাঃ।' চিৎকারটা বাড়ল। তারপর এক টানে চাদর খুলে হিসহিসে গলায় হেনা সেন বললেন, 'দেখুন চেয়ে দেখুন। এই হলাম আমি।'

www.MurchOna.com

স্বপ্নেন্দু এবার ভালো করে দেখল। তার বুক মুচড়ে যাচ্ছিল। সেই ঠোঁটের জাদুকরি হাসি, চোখের কাজ, গালের টোল আর মুখের মায়া কোথায় মিলিয়ে গেল। একটা ছোট্ট কঙ্কালের জেদি মুখ তার দিকে ফেরানো। কিন্তু সেইসঙ্গে তার মনে হল রাস্তাঘাটে এই কদিনে সে অনেক কঙ্কালের মুখ দেখেছে। তাদের চোয়াল, কপাল, নাকের তুলনায় হেনা সেনের মুখ অনেক সুন্দর। অন্তত ওর চিবুকে একটা আলতো আদুরে ভাব মাখানো আছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মুগ্ধ হল স্বপ্নেন্দু। তারপর বলল, 'আমার মুখের দিকে দেখুন। আমিও আপনার মতন। তবে একটা কথা বলি, সব হারিয়েও আপনি অনেকের চেয়ে সুন্দর, বেশি সুন্দর।'

'আবার সেই মিথ্যে কথা! সারাজীবন ধরে এই স্তুতি শুনেছি। আর না। কী আশায় আপনি এসেছেন আমার কাছে? আমার শরীর? তবে দেখুন। নিজের চোখে দেখুন।' হঠাৎ দুহাতে পাগলের মতো ম্যাক্সিটা খুলে ফেললেন হেনা সেন, 'দেখুন, ভালো করে দেখুন। আমার শরীরে একটা কটা হাড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আপনারা, পুরুষজাত চিবিয়ে-চিবিয়ে সব নরম সুন্দর গিলেছেন। বাট নাউ আই অ্যাম ফিনিশড়। গেট আউট প্লিজ।' হেনা সেন থরথর করে কাঁপছিলেন।

স্বপ্নেন্দুর মনে হল অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছে। হেনা সেনের দুটো পা ঈষৎ ভাঁজ করা, কোমর বেঁকানো, বুকের খাঁচার ভেতরে তার হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করছে। যেন কুমোরটুলিতে মূর্তি গড়ার প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে, এবার মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিলেই হল। সে একটু ঝুঁকে বিছানা থেকে চাদর তুলে নিয়ে হেনা সেনের শরীরে ছড়িয়ে দিল, তারপর বলল, 'উত্তেজিত হবেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে।'

'কে বলেছেন?' হেনা সেনের স্বরে বিস্ময়।

'মুখ্যমন্ত্রী।'

'আঃ। আপনি অদ্ভুত লোক তো।'

'উনি তো অন্যায় কিছু বলেননি। আমাদের যা গিয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করে কী লাভ! আমরা তো অমরত্ব পেলাম, তাই না?'

'কীসের বিনিময়ে অমরত্ব পেলাম? কে চায় এমন অমরত্ব? অন্তত আমি চাই না। আমার ওই শরীরটাকে কৃপণের মতো লোভী হাতগুলোর আওতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কেন, কীসের জন্যে? আমি তো তার ব্যবহারই জানলাম না, তার স্বাদ আমার অচেনা রয়ে গেল চিরজীবনের জন্যে। কে চায় এই অমরত্ব?'

'উত্তেজিত হবেন না। আপনি বিশ্বাস করুন আমি কোনও অভিসন্ধি নিয়ে আসিনি।'

'তাহলে কেন এসেছেন?'

'বলব। আগে জামাটা পরে নিন।'

'আমি আর শাড়ি পরতে পারব না। আঃ।'

'কেন পারবেন না? অফিসে আজ তিনজন মহিলাকে শাড়ি পরে যেতে দেখেছি।'

'অফিসে? অফিসে লোক গিয়েছিল? মেয়েরা গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সবাইকে স্বাভাবিকভাবেই চলতে। যাঁরা অফিসে যাবেন না তাঁদের পাতাল-নরকে ঠেলে দেওয়া হবে।'

'পাতাল-নরক?' হেনা সেনের স্বরে আবার বিস্ময়।

'হ্যাঁ। ওই যে টিউব রেল হচ্ছিল। ওটা কমপ্লিট হতে সময় লাগবে। কিন্তু এখন আর তেমন ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম নেই। তাই টিউবের মুখ বন্ধ করে পুলিশ অপরাধীদের ওখানে ফেলে দেবে।'

'আমি অফিসে যাব না। এই মুখ, শরীর নিয়ে যেতে পারব না।'

'তাহলে পাতাল-নরকে যেতে হবে। ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি দেখব। আপনার জামা পরুন আগে। আমি কি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব?'

হেনা সেনের মুখ নিচু হল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল হেনা লজ্জা পেয়েছেন। সে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হেনা সেনকে দেখতে পেল। ছবির বাঁধানো ফ্রেমে হেনা সুন্দর হাসছেন। সেই মোহিনী শরীর আর মুখের হাসিতে ঘর যেন আলো হয়ে গেছে। এই ছবিটাকে খুলে ফেলা উচিত। স্বপ্নেন্দু মনে-মনে বলল।

ঠিক তখন হেনা সেন বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে, 'বসুন।'

স্বপ্নেন্দু ফিরে তাকাল! হাতাওয়ালা ম্যাক্সি পায়ের গোড়ালি ছুঁয়েছে। মাথায় একটা কালো রুমাল বাঁধা। স্বপ্নেন্দু বলল, 'সুন্দর।'

হেনার মাথা সামান্য নড়ল, 'আবার বানানো কথা!'

'বিশ্বাস করুন!' স্বপ্নেন্দুর স্বর ভারী হল।

'আপনি কি পাগল?'

'তাই মনে হচ্ছে? জানলাগুলো খুলে দিই?'

'আলো আসবে যে।'

'আসুক। এখন থেকে খোলা হাওয়ায় বের হবেন।'

'আমি পারব না, লজ্জা লাগছে, কেমন—ভাবতে পারছি না।'

'উহুঁ। বরং দেখবেন পাঁচজনে আপনার দিকে তাকাবে।'

'আবার?' হেনা একটা চেয়ারে বসলেন। পাশে স্বপ্নেন্দু।

'আপনি আমার কাছে কী চান বলুন তো?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'আমি বুঝতে পারছি না। আমার তো দেওয়ার মতো কিছু নেই। সত্যি বলতে কী এই কণ্ঠস্বর ছাড়া আমি আর মেয়েও নই।'

'ভুল হল। কণ্ঠে আমাদের স্বর নেই। ওটা বক্ষস্বর হবে। আর তাই যদি বলেন তা হলে আমিও তো পুরুষ নেই। একমাত্র স্বরে সেটা বোঝা যায় আর হয়তো হাড়ের গঠনে। তাই না?'

'তা হলে? কী চান আপনি?'

'আপনাকে।'

'ওঃ, আমি এই কথাটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে হবে না। কাল থেকে অফিসে যাচ্ছেন?'

'কাল থেকে? না-না।'

'বেশ যেদিন যাবেন বলবেন। আমি একটা ছুটির দরখাস্তে আপনার সই করিয়ে নিয়ে যাব। বাড়িতে বইপত্র আছে?'

www.MurchOna.com

'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন কিছুই হয়নি।'

'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবেন না।'

'কী নিয়ে মাথা ঘামাব?'

'বলব?'

'বলুন।'

'আপনার মায়ের সঙ্গে আলোচনা করুন একটা সমস্যা নিয়ে।'

'কী সমস্যা?'

'আপনার বিয়ে হয়ে গেলে উনি কোথায় থাকবেন? আপনার সঙ্গে থাকতে ওঁর আপত্তি আছে কিনা? নাকি এখানেই থাকতে চান!'

'বিয়ে? আপনি কি সুস্থ?'

'অবশ্যই।'

'আমাকে কে বিয়ে করবে? আমি তো আর মেয়েই নই।'

এইসময় দরজায় হেনার মা এসে দাঁড়ালেন। স্বপ্নেন্দু তাঁকে আগে লক্ষ করেছিল। সে উঠে দাঁড়াল, 'আসুন। আপনার মেয়ে সমানে ঝগড়া করে যাচ্ছে।'

'মোটেই না।' হেনা মৃদু আপত্তি করল।

'সে কি? একটু আগে আপনি চেঁচাচ্ছিলেন না! আমাকে চিনতে পর্যন্ত চাইছিলেন না। বসুন মাসিমা।'

'না বসব না। তুই ভালো আছিস?'

জবাব দিলেন না হেনা। একটু চুপ করে বললেন, 'তুমি একটা কাপড় বাঁধো তো মাথায়, বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

মহিলা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমাকে আর কী দেখাবে! ভাগ্যিস তুমি এলে বাবা। নইলে ওকে নিয়ে যে কী করতাম আমি! কোনও কথা শুনতে চাইছিল না। শরীর নিয়ে ওর চিরকালই—।'

'আঃ চুপ করো তো।' মাকে থামিয়ে দিলেন হেনা সেন।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আপনারা এক কাজ করুন। বাইরে পৃথিবীতে কী হচ্ছে তা জানতেই পারছেন না। চুলন আপনারা আমার সঙ্গে। বাইরে হেঁটে আসি। নইলে একা-একা ঘরে বসে থাকলে আরও মন খারাপ হবে।'

হেনার মা বললেন, 'না বাবা। আমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। তোর ইচ্ছে হলে ঘুরে আয়। স্বপ্নেন্দু যখন বলছে।' হেনার মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হেনা কোনও জবাব দিলেন না। স্বপ্নেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

'আজকে একদম ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে। কাল তৈরি থাকবেন। এলেই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'কাল আপনি আসবেন?'

'নিশ্চয়ই। আর এখন কেউ কিছু বলবে না। পাড়াতেও দুর্নাম হবে না।'

'আশ্চর্য!'

'তার মানে?'

'সত্যি-সত্যি আপনি আসবেন?'

'হ্যাঁ। বললাম তো লোকলজ্জার কোনও কারণ নেই।'

'আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন না তো?'

'ঠকিয়ে আমার কী লাভ?'

'আমার খুব ভয় করে।'

'কীসের ভয়।'

'পুরুষজাতটাকে। ওরা মেয়েদের শুধু শরীরের জন্যেই চায়। সেটা মিটে গেলে আর তাকিয়েও দ্যাখে না। তাই—?

'এখন তো আর সেসব প্রশ্ন ওঠে না।'

হেনা সেন যেন চেতনায় ফিরলেন, 'তা বটে। সেজন্যে আরও গোলমাল লাগছে। আপনি যা বলেছেন সব কি সত্যি?'

'সব। আর এই সব পুরোনো ভাবনাগুলোকে এখন বাতিল করুন। মনটাকে পরিষ্কার করুন। দেখবেন সব কিছু হালকা লাগবে। কলকাতা শহরটার চেহারা একদম পালটে গেছে। আপনি কেন স্মৃতি আঁকড়ে থাকবেন?'

'পালটে গেছে মানে?'

'নদীতে জল নেই, পুকুরগুলো খাঁ-খাঁ করছে। একটাও গাছ নেই, ঘাস বাগান ফুল সব ছাই হয়ে গেছে।' বলতে-বলতে থমকে দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু, 'না সব নয়। একটা ফুল আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে আছে, এখনও।'

'একটা ফুল? কোন ফুল, কোথায়?'

স্বপ্নেন্দু হাসল, শব্দ হল, 'সেটা বলা যাবে না। একমাত্র আমিই তার হদিশ জানি।'

'আঃ, আবার সাজানো কথা!'

স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারল, হেনা মনে করেছেন স্বপ্নেন্দু তার কথা বলছে। যেন হেনাকে একটা ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছে স্বপ্নেন্দু। সে আর ভুল ভাঙাল না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি সাজানো কথা বলি না।'

হেনা সেন উঠলেন, 'আজ যে আমার কী হল!'

'কী হল?'

'আপনি আসার আগে মনে হচ্ছিল, থাক, বাদ দিন।'

দরজা বন্ধ করার আগে হেনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি কথা বলুন তো, আমি কি খুব কুৎসিত হয়ে যাইনি?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী মোটেই না।'

হেনার মাথাটা নিচু হল, 'আপনি আমার মনটাকে পালটে দিয়ে গেলেন। আবার কবে আসবেন?'

'কাল।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।' স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়াল না।

বাইরে বেরিয়ে স্বপ্নেন্দুর হাঁটার গতি বেড়ে গেল। জয় করায়ত্ত। এত সহজে যে সে হেনা সেনকে পেয়ে যাবে তা কল্পনায় ছিল না। একথা ঠিক যদি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন

www.MurchOna.com

না ঘটত তাহলে ব্যাপারটা এত সহজ হতো না। হেনা সেন তাকে নানাভাবে যাচাই করতেন এবং হয়তো শেষপর্যন্ত ছুড়ে ফেলতেন।

স্বপ্নেন্দু ভাবল, এবার একটা দিন ঠিক করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে ওরা যাবে। হ্যাঁ, তার শরীর নেই। পুরুষ মানুষের কোনও চিহ্ন তার নেই। হেনার মধ্যে মহিলাত্ব পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওগুলোই কি সব? পুরুষ এবং মহিলা কি দুজনের শরীরের মধ্যেই তৃপ্তি খুঁজবে শুধু? তাদের মনের আনন্দ বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। হেনা সঙ্গে থাকলে সে ওই আনন্দ পাবেই। দুজনে মিলে গল্প করবে, ভালোবাসবে, বেড়াতে যাবে। আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্বপ্নেন্দু শিহরণ বোধ করছিল।

বাস থেকে নেমে চোখের ওপর একটা ঘটনা ঘটতে দেখল সে। একজন মহিলা অলসভাবে হাঁটছিলেন। তাঁর হাতে একটা রেডিও সেট। বোধহয় সারাতে দিয়েছিলেন বা ওইরকম কিছু। হঠাৎ একটা লোক তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে দৌড়তে শুরু করল। মহিলা চিৎকার করে পিছু ধাওয়া করতে কোত্থেকে আর একটা লোক উদয় হয়ে তাঁর শাড়ির আঁচল টেনে ধরল। পতপত করে শাড়িটা খুলে গেল। মহিলা চেষ্টা করেও সেটাকে আটকাতে পারলেন না। দ্বিতীয় লোকটা শাড়িটা হাতে নিয়ে উলটো দিকে দৌড়ল। স্বপ্নেন্দু এতটা উত্তেজিত হয়েছিল যে সে পিছু ধাওয়া করল দ্বিতীয় লোকটার। কিন্তু দূরত্ব এত বেশি যে তার পক্ষে ধরা সম্ভব নয় বুঝে চিৎকার করতে লাগল যাতে অন্য লোক লোকটাকে ধরে। কিন্তু সে দেখল চারপাশের মানুষজন সে-চেষ্টাই করছে না। বরং হাসাহাসি শুরু হয়েছে। স্বপ্নেন্দু রাগত গলায় বলল, 'আপনারা হাসছেন? লজ্জা করছে না? একজন মহিলাকে বেইজ্জত করছে সবার সামনে। ছি-ছি!'

জনতার একজন বলল, 'কে মহিলা? উনি মহিলা তার প্রমাণ আছে?' থমকে গেল স্বপ্নেন্দু, 'শাড়ি-ব্লাউজ পরেছেন দেখছেন না?'

'আপনি শাড়ি-ব্লাউজ পরলে মশাই একইরকম দেখাবে। শোনেননি কাল থেকে ট্রাম-বাসে লেডিস সিট উঠে যাচ্ছে।'

লেডিস সিট উঠে যাচ্ছে? ততক্ষণে ছিনতাইকারী হাওয়া হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নেন্দু মহিলার দিকে তাকাল। দুহাতে জামা ঢাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। স্বপ্নেন্দু বুঝল পুরোনো সংস্কার এবং অভ্যেস ত্যাগ করতে পারেননি মহিলা।

সকালে শহরটা বেশ ছিমছাম ছিল। দুপুরে কী হয়েছিল স্বপ্নেন্দু জানে না। হেনা সেনের বাড়িতে যতক্ষণ ছিল বাইরের পৃথিবীর কথা খেয়াল ছিল না। কিন্তু বিকেলে মনে হল কলকাতা যেন স্বচ্ছন্দ নয়। মানুষগুলোর ব্যবহার পালটে গিয়েছে।

অবনীদা বসেছিল দোকানে। স্বপ্নেন্দু দেখল দোকানটা ন্যাড়া। জিনিসপত্র কিছুই নেই। স্বপ্নেন্দু জিগ্যেস করল, 'কেমন আছেন অবনীদা? আমি স্বপ্নেন্দু।'

'দেখছ তো ভাই। ওগুলো নিয়ে ওরা কী করবে জানি না তবু নিয়ে গেল।'

'কী নিয়ে গেল?'

'চায়ের কাপ-ডিশ-কেটলি-জলের ড্রাম।'

'কারা নিল?'

'এখন তো চেনা মুশকিল। দলবেঁধে সাত আটজন এসেছিল। লুট করে নিয়ে চলে গেল। বললাম কোনও কাজে লাগবে না ভাই, কিন্তু শুনল না। তুমি কিছু দ্যাখোনি?'

'মনে হল কিছু একটা হয়েছে।'

'দোকানপাট লুঠ হচ্ছে, বড়রাস্তার কাপড়ের দোকানগুলো ভেঙে সবাই যে যার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকী মিষ্টির দোকান লুঠ করে সেগুলো চটকাচ্ছে মানুষগুলো। এসব কেন হচ্ছে জানো?'

'কেন?'

'সবাই বুঝে গেছে তাদের আর পাওয়ার কিছু নেই। পুলিশ এসেছিল লরিতে চেপে। ধাওয়া করতে সবাই পালাল। কিন্তু এর মধ্যেই মানুষ জেনে গেছে পুলিশের পুরোনো বন্দুকগুলো অকেজো হয়ে গিয়েছে। নতুন যে অস্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে তা কেউ চাক্ষুষ করেনি। এখন তাই পুলিশ দেখলে কেউ ভয় পায় না।'

'অকেজো হয়ে গিয়েছে মানে?'

'ট্রিগার টিপলেও গুলি বের হচ্ছে না। বোধহয় গুলিগুলোর বারোটা বেজে গেছে। কী ভয়ঙ্কর কথা! চারদিকে এখন অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে। তুমি জানো আমার ছেলেটা আমাকে কী বলেছে?'

'কী?'

'বলল, একদম চোখ রাঙাবে না। তোমার খাই না পরি? আমি আমার মতো থাকব তুমি নাক গলাবে না। জীবনে যা কিছু সবই তো ভোগ করেছ, আমি কী পেলাম? বোঝো! আমার ভয় হচ্ছে আমাদের সংসারগুলো পর্যন্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। নরক, নরক এসে গেল।'

এইসময় আর-একটা কঙ্কাল এসে হাজির হল। তার দিকে তাকিয়ে চিনতে পারল না স্বপ্নেন্দু। লোকটা বলল, 'টিভি চালু হয়েছে?

অবনীদা মাথা নাড়ল, 'জানি না। ওটা ছেলে বগলদাবা করে সরে পড়েছে। বাড়ির সব জিনিস সে হাওয়া করে দিচ্ছে।'

'কেন?'

'এখন পড়ে থাকা নাকি মূর্খামি। এমনকী সে তার মাকে বলছে, তুমি আর মা কোথায়, মা হতে হলে তো মেয়েমানুষ হতে হয়।'

স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়াল না। তার মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। পাশের বাড়ির জানলায় একটি মুখ চিৎকার করে উঠল, 'কে-কে?'

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'ও তুমি। আমি তোমার হরিজ্যাঠা। কিন্তু তুমি স্বপ্নেন্দু তার প্রমাণ কী? আজকাল তো কাউকে বোঝা যায় না। বাপের নাম বলো?'

'আমার বাবা আপনার বন্ধু ছিলেন। ঈশ্বর তারকনাথ—।'

'ও বুঝেছি। উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার আইডেন্টিফিকেশন। সাম্যবাদ। সাম্যবাদ। কম্যুনিজম! তোমার মুখ্যমন্ত্রী যা বোঝাবেন তাই বুঝতে হবে? বাবা ছেলের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারে না। মেয়েকে আর মেয়ে বলে মনে হয় না। হ্যাঁ, শোনো। সবসময় দরজা বন্ধ রাখবে বাবা। কোনও সিকিউরিটি নেই। যে-কোনও মুহূর্তেই বাড়ি লুঠ হতে পারে। বড়রাস্তায় কী হয়েছে শুনেছ?'

'শুনেছি।'

www.MurchOna.com

'দাঙ্গার সময় এরকম হতো। তখন কারণটা বোঝা যেত। আমি তো দরজা খুলছি না। যা কথা বলার জানলা দিয়ে বলো।'

স্বপ্নেন্দু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। এই সিঁড়ির মুখে কোনও দরজা নেই। ওপরে উঠে পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট। নিচে দরজা থাকলে কে বন্ধ করবে সেই ঝামেলায় ওটা খোলা রাখা রয়েছে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বপ্নেন্দু টেবিলের কাছে চলে এল। চাদর সরাতে ঝাপসা লাল রঙ চোখে পড়ল। সন্তর্পণে বড় জারটা খুলতেই ছোট কাচের বাটির মধ্যে রক্তগোলাপটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। সেই একই রকম সতেজ, ডাঁটো পাপড়ি। আর কী আশ্চর্য, সেই জলের ফোঁটাটাও অবিকল রয়ে গেছে। স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারছিল একটু হাওয়ার স্পর্শ পেলে ফুলটা হয়তো ছাই হয়ে যাবে। সে কৃপণের মতো ফুলটার দিকে তাকাল। আঃ, হৃৎপিণ্ড ক্রমশ শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। কী আরাম।

একটা তোয়ালে নিয়ে মুখ পরিষ্কার করল সে। ধুলো লেগেছিল করোটিতে। তোয়ালেতে বেশ ময়লা। নিজের জামাকাপড় খুলে সে খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। ঝিরঝিরে হাওয়া তার হাড়ের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে এপাশ-ওপাশ করছে। শীতকালে কী হবে? তখন কি হাড় কনকন করবে?

স্বপ্নেন্দুর মনে হেনা সেনের মুখ ভেসে উঠল। নরম চিবুক, গলায় স্বরে এখনও আগের মমতা। হেনা কি তাকে ভালোবেসেছে? স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল। আর কিছু চায় না সে। শুধু হেনা ভালোবেসে তার পাশে থাক। ওর সেই মায়া-চোখ আদুরে গাল, মোহিনী হাসি, দম-বন্ধ করা বুক নাই থাকল, কিন্তু হেনা তো আছে। আজ বিকেলে যা দেখল এবং শুনল তাতে কলকাতার পরিবেশটা কাল কী হবে অনুমান করা যাচ্ছে না। মানুষের চরিত্র খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেনাকে বিয়ে করা দরকার। স্বপ্নেন্দু বিছানা ছেড়ে উঠল। তারপর টেলিফোন ডাইরেক্টরি দেখে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে ফোন করল।

'হ্যালো। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিস?'

'হ্যাঁ। কী চাই?'

'এখন বিয়ে করতে গেলে নোটিশ দিতে হয়?'

'বিয়ে? কে বিয়ে করবে?'

'আমি।' কথাটা বলতে একটু লজ্জা বোধ করল স্বপ্নেন্দু।

'আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন?'

'মানে? এটা কি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস নয়? এস কে রায়—।

'হ্যাঁ ঠিকই।'

'আপনার ওখান থেকে আমার এক বন্ধু মাস তিনেক আগে রেজিস্ট্রি করেছে। পাগল বলছেন কেন?'

'আপনি কাকে বিয়ে করবেন?'

'যাকে ভালোবাসি তাকে।'

'তিনি ছেলে না মেয়ে?'

'কী আজেবাজে কথা বলছেন?'

মাপ করবেন। এখন তো কেউ আর ছেলে কিংবা মেয়ে প্রমাণ করতে পারছেন না। ফলে বিয়ে হবে কী করে? পুরোনো আইনে আছে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে বিয়ে হতে পারে। পুরুষে-পুরুষে কিংবা মহিলায়-মহিলায় অথবা নপুংসকদের মধ্যে বর্তমানে বিবাহের কোনও আইন নেই। বুঝলেন মশাই?' হাসলেন রেজিস্ট্রার। শব্দ হল।

'সে কি? এখন তাহলে বিয়ে হবে না?'

'না। তাছাড়া আপনি তো তাজ্জব মানুষ। যেখানে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ উন্মাদ হয়ে উঠেছে, সম্পর্ক ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনি বিয়ের কথা ভাবছেন? ইটস এ নিউজ। খবরের কাগজে ছাপা হওয়া উচিত।' হে-হে করে হেসে উঠলেন রেজিস্ট্রার।

বিরক্ত এবং হতাশ স্বপ্নেন্দু বলল, 'জ্ঞান দেবেন না। তাহলে আপনি আছেন কী করতে? আপনার চাকরি তো গেল!'

'গেল। দুহাতে এতকাল কামিয়েছি ভাই। সব গেল। তবে একটা সুখবর আছে। আপনি সরকারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে পারেন।'

'সার্টিফিকেট?'

'হ্যাঁ। আপনি অমুক চন্দ্র অমুক, এক্স শ্রীমতী অমুকের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে চান। এ বিষয়ে এক্স শ্রীমতীর কোনও আপত্তি নেই। তাকেও সই করতে হবে। সরকার আপনাদের পাঁচ বছর একত্রে থাকার অনুমতি দেবেন।'

'পাঁচ বছর?'

'স্টেয়িং টুগেদার। তারপর ইচ্ছে করলে ছাড়াও যেতে পারে, আবার ওটা রিনিউ করাতেও পারেন। আগে বিবাহিত জীবন কতদিন টিকত? পঞ্চাশ-ষাট বড়জোর সত্তর। তার বেশি নয়। কিন্তু এখন অনন্ত জীবন। তাই এই ব্যবস্থা। আগে হলে এত কথার জন্যে দক্ষিণা চাইতাম, এখন কী ঠিক করলেন জানাবেন। আমিই না হয় সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে দেব।'

'সার্টিফিকেট যদি না চাই?'

'মিটে গেল গোল।' ওপাশ থেকে লাইনটা কেটে দেওয়ার শব্দ হল। রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বপ্নেন্দু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যাঃ শালা, এই কঙ্কাল শরীরে বিয়েরও ব্যবস্থা নেই। ওর মনে হল মুখ্যমন্ত্রী এই পরিবর্তিত অবস্থার কথা এতটা না ভাবলেও পারতেন। হেনা সেনের মনে পুরোনো সংস্কার জড়িয়ে আছে। বিয়ে ছাড়া একসঙ্গে থাকতে চাইলে হয়! যতই সুন্দরী হও, আধুনিকা হও—বিয়েটি চাই।

এই সময় বাইরে খুব হইচই শোনা গেল। স্বপ্নেন্দু জানলায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল তিন-চারজন লোক একটা লোককে ঘিরে ধরেছে। লোকটা মোটরবাইকে বসে। লোকগুলো ওকে টানাটানি করছে। লোকটার কঙ্কাল বেশ রোগাপটকা। হঠাৎ মুখ তুলে সে স্বপ্নেন্দুকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'দেখুন, এরা আমার বাইক কেড়ে নিতে চাইছে। দিনদুপুরে ছিনতাই করছে!' লোকগুলো হাসল। একজন বলল, 'এ বাইক তোর তার প্রমাণ কী?'

'আমার লাইসেন্স আছে। এই দেখুন!'

'হে হে হে। এ তো রক্তমাংসের মানুষের ছবি। তোর ছবি তার কী প্রমাণ?'

www.MurchOna.com

লোকটা প্রতিবাদ করছিল কিন্তু ওরা ওকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে বাইকটাকে নিয়ে চলে গেল।

স্বপ্নেন্দু সরে এল জানলা থেকে। হঠাৎ সমস্ত শহরের মানুষ পাগল হয়ে গেল নাকি! সে রেডিও খুলতেই মুখ্যমন্ত্রীর গলা ভেসে এল, 'বন্ধুগণ। আমরা যে পরিবর্তিত অবস্থায় পৌঁছেছি তাকে কাজে লাগানোর জন্যে আমি কলকাতাবাসীর কাছে আবেদন রাখছি। আপনারা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিন। এখন অবস্থা অনেক উন্নত। দলে-দলে মানুষ অফিস-কাছারিতে যাচ্ছেন। ট্রাম-বাসে সহজে চলাফেরা করছেন। কলকাতায় আর কখনও খাদ্যাভাব জলাভাব অনুভূত হবে না। কিন্তু কোনও-কোনও কু লোক এত সুন্দর ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে চাইছেন। আমি এই বলে তাদের সতর্ক করে দিতে চাই কোনওরকম অশান্তি সরকার সহ্য করবে না। জনসাধারণকে অনুরোধ করছি এর প্রতিবাদ করতে। আপনারা সবাইকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করুন।'

এইসময় দরজায় শব্দ হল। রেডিওটাকে বন্ধ করে স্বপ্নেন্দু মুখ ফেরাল। দ্বিতীয়বার শব্দটা হল। কে এল এই সময়ে? সন্ধে হয়ে আসছে। সতর্কবাণী মনে পড়ল। পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া চট করে দরজা খোলা উচিত হবে না। স্বপ্নেন্দু জিগ্যেস করল, 'কে ওখানে?'

'আমি।' স্বরটি মহিলার।

'আমি কে?'

'আহা, খোলোই না!'

স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। হেনা না? ওর মতো স্বর। হেনা এসেছে ভাবাই যায় না। সে দ্রুত দরজার পাল্লা খুলতেই দেখল মাথায় ঘোমটা দিয়ে হাতে ব্যাগ নিয়ে মহিলা ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু এ হেনা নয়, নিশ্চয়ই নয়।

'কী ব্যাপার?' মহিলা মুখ তুলতেই হোঁচট খেল। না, এ হেনা নয়। হেনার চিবুক বড় আদুরে, মসৃণ এবং গোলাকার।

'আমাকে চিনতে পারছ না? হায় ভগবান। আমি আত্রেয়ী।'

'আত্রেয়ী?'

'আমি ভেবেছিলাম গলার স্বরে তুমি চিনবে। তোমাকে তো খুব সেনসিটিভ বলে আমি জানতাম। তুমি কি অন্য কোনও মেয়ের কথা ভেবেছিলে?'

'না-না।' স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারছিল না আত্রেয়ী কেন এল, 'আসলে ব্যাপারটা এত চমকপ্রদ, বলো কী খবর। বসো!'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে স্বপ্নেন্দু—'

মাথার ঘোমটাটা সরিয়ে ফেলল আত্রেয়ী। সাদা করোটিটা ক্যাট-ক্যাট করছে। সেটার আকৃতি গোল। কপালটা উঁচু। চোখের ফুটোদুটো বেশ বড়, নাকের ডগা বসা, চিবুক চৌকো। হেনা সেনকে দেখে মনের যে আরাম হয়েছিল তার বিন্দুমাত্র হল না আত্রেয়ীকে দেখে। কিন্তু কেমন খসখসে শিরশিরানি বোধ করল হৃৎপিণ্ড। স্বপ্নেন্দু জবাব দিল, 'ভালো।'

'কিন্তু ও নাকি সহ্য করতে পারছে না। আমিও না।'

'এটা তো মেনে নিতেই হবে।'

'সে কথা কে বোঝায় বলো। দরজাটা বন্ধ করে দাও। বাইরে খুব গোলমাল।'

'এই অবস্থায় এলে কেন?' স্বপ্নেন্দু দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'না এসে উপায় ছিল না। আমি একটা পাগলের সঙ্গে থাকতে পারি না।'

'পাগল?'

'হ্যাঁ। ও পাগল হয়ে গিয়েছে।'

'সে কি? কেন?'

'কী বলব তোমাকে! ও পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছিল। অনেক চিকিৎসার পর ও বোধহয় সেরে আসছিল। এইসময় ঘটনাটা ঘটতে ও পাগল হয়ে গেল। এই হারানোটা ও স্ট্যান্ড করতে পারছে না। কাল আমাকে মেরেছে। এরপর আমি থাকি কী করে? না, আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে ঈষৎ হাঁপাতে লাগল সে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'বসো।'

চেয়ারে বসে আত্রেয়ী জিগ্যেস করল, 'তুমি অপছন্দ করছ?'

'না তো। আমি তোমাকে বসতে বললাম কেন?'

'কিন্তু আমি আর ফিরব না। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

'আমার সঙ্গে থাকবে?' এবার চমকে উঠল স্বপ্নেন্দু।

'হ্যাঁ। আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। আমি জানি তুমিও আমাকে চেয়েছিলে।'

'সে তো ছাত্রাবস্থায়!'

'হ্যাঁ। তখন আমি ভুল করেছিলাম। গ্রেট মিসটেক। এখন সেটা সংশোধন করে নিতে চাই। আমরা তো অমর হয়ে গেছি, কোনও মৃত্যুভয় নেই। আমরা চিরজীবন পরস্পরকে ভালোবাসব।' আত্রেয়ী এগিয়ে এল কয়েক পা, 'আমি প্রমাণ করে দেব ভালোবাসা কাকে বলে!'

স্বপ্নেন্দু চমকে উঠল, 'কী আজেবাজে কথা বলছ? তোমরা স্বামী জানতে পারলে কী হবে ভেবেছ? তা ছাড়া—।'

'কিছুই হবে না। কারণ আমি তার স্ত্রী নই।'

'স্ত্রী নও মানে? তোমরা বিবাহিত।'

'ছিলাম। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমি আর মহিলা নই। মানে যেহেতু আমার ফিমেল অর্গানগুলো নেই তাই ও আমাকে স্ত্রী হিসেবে ক্লেইম করতে পারে না। তা ছাড়া, ও নিজেও তো পুরুষ নেই।' শব্দ করে হাসল আত্রেয়ী, 'এখন পৃথিবীতে স্ত্রী-পুরুষ আলাদা করে নেই। কোনওরকম পার্থক্য থাকছে না। এখন একটাই পরিচয় আমাদের, আমরা মানুষ।'

ফাঁপরে পড়ল স্বপ্নেন্দু। সে বলল, 'কিন্তু তুমি তোমার মা-বাবার কাছে চলে যেতে পারতে। যদি প্রয়োজন হয় আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

'তারা তো সব পাটনায়। শোনোনি, কলকাতার সঙ্গে বহির্বিশ্বের কোনও যোগাযোগ নেই। তা ছাড়া, তুমি কি আমাকে পছন্দ করছ না?' তেজি ভঙ্গিতে কথা বলল আত্রেয়ী।

'না-না, সেকথা হচ্ছে না। তুমি হঠাৎ এখানে উঠলে লোকে বলবে কী?'

'লোকের আর কাজ নেই যে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবে। তা ছাড়া, আমি যে মেয়ে তাই প্রমাণ করবে কে? স্বপ্নেন্দু!'

'বলো?'

আত্রেয়ী এগিয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর কাছে, 'আমি ভুল করেছিলাম। এতকাল একটুও শান্তি পাইনি। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, এ হয় না।'

'কেন হয় না। পৃথিবীর যে-কোনও মেয়ের তুলনায় আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসব। তুমি আমার সঙ্গে সাতদিন থাকো। তারপর যদি তোমার আমাকে খারাপ লাগে তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আর বিরক্ত করব না।' কান্নার শব্দ উঠল এই ঘরে। জল নেই, শুধু শব্দে বোঝা যাচ্ছে আত্রেয়ী কাঁদছে।

স্বপ্নেন্দু খুব নার্ভাস বোধ করছিল। আত্রেয়ীকে ছাত্রাবস্থায় তার ভালো লাগত ঠিকই, কিন্তু কখনও প্রেম বলে যে ব্যাপার তা মনে আসেনি। অথচ এখন আত্রেয়ী সেইরকম চাপাতে চাইছে। বাইরে এখন বেশ অন্ধকার। তা ছাড়া, রাস্তার অবস্থা যা তাতে এই রাতটা কোথাও যেতে বলা উচিত হবে না। আজকের রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালে এর বিহিত করতে হবে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কেঁদো না আত্রেয়ী! সহজ হও।'

'তুমি আমাকে এখনই তাড়িয়ে দেবে না তো?'

'পাগল!'

স্বপ্নেন্দু একদম প্রস্তুত ছিল না। তার কথাটা শেষ হওয়া মাত্র আত্রেয়ী ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। অদ্ভুত অনুভূতি হল স্বপ্নেন্দুর। তার বুকের হৃৎপিণ্ডে মুখ রেখে আত্রেয়ী বলছে, 'তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।' আর তার হৃৎপিণ্ড কাঁপছে। হাড়ে-হাড়ে ঘষা লাগায় শব্দ হচ্ছে। কোনও শারীরিক অনুভূতি নেই। কোনও চাঞ্চল্য নেই। বরং হাড়ের সঙ্গে হাড়ের স্পর্শে একটা অস্বস্তিকর শব্দ কানে আসছে।

অনেক কষ্টে স্বপ্নেন্দু আত্রেয়ীকে ছাড়াতে পারল। স্বপ্নেন্দু ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে! আত্রেয়ী তার বুকে মুখ রাখার সময় তার খারাপ লেগেছিল কি? একমাত্র ওই শব্দটি তাকে সচেতন করেছিল। এছাড়া সে যে নরম হয়ে পড়েছিল, বেশ আরাম হচ্ছিল, তা কি মিথ্যে? যে-কোনও মেয়ে বুকে মাথা রাখলেই কি এমন হয়? হেনা সেন যদি জানতে পারে—। ছিঃ। হেনার কথা ভাবতেই দৃশ্যটা তেতো হয়ে গেল। সে আত্রেয়ীকে কথা ঘোরাবার জন্যে জিগ্যেস করল, 'এলে কী করে? রাস্তায় তো গোলমাল হচ্ছে!'

'অনেক কষ্টে এসেছি। একটা বাসে উঠেছিলাম। ওরা লেডিস সিটে বসতেই দিল না! বলল, এখন কেউ লেডিস নয়। নেমেই দেখি একটা কাপড়ের দোকান লুঠ হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি পা চালাতে তিনটে লোক আমার পিছন-পিছন হাঁটতে লাগল।' আত্রেয়ী দম নিল।

'তোমার পিছন-পিছন? আগে হলেও কথা ছিল।'

'না, শরীরের জন্যে নয়। এই শাড়ির জন্যে। ততক্ষণে আমি এই গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ওই চায়ের দোকানের লোকটা তখন না থাকলে—।'

'চায়ের দোকান। অবনীদা! অবনীদা তোমায় দেখেছে?'

'ওঁর নাম বুঝি অবনীদা! উনি তেড়ে উঠতে লোকগুলো চলে গেল।'

'আমার কাছে আসছ সেটা ওকে বলেছ?'

'হ্যাঁ। আমি যে বাড়িটা গুলিয়ে ফেলেছিলাম।'

'কিছু বলেনি?' হতাশ গলায় জিজ্ঞাসা করল স্বপ্নেন্দু।

'কেন? অবনীদা কি তোমার গার্জেন?'

'তা কেন হবে?'

'উঃ, স্বপ্ন, তুমি এখনও লোক-নিন্দের ভয়ে মরছ! চলো, তোমার সংসার দেখি।'

'সংসার? আমার আবার সংসার কী। চাকরটা বোধহয় দেশে গিয়ে বেঁচে গেল। আর কখনও আসবে বলে মনে হয় না। এই তো দুটো ঘর। তুমি ওই ঘরটা ব্যবহার করতে পারো। পরিষ্কার আছে কি না জানি না। কদিন তো ঝাঁট পড়েনি—।'

'ওই ঘর ব্যবহার করব মানে?'

'তুমি তো আজ রাত্রে এখানে থাকছ!'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু তার জন্যে আলাদা ঘর ব্যবহার করতে হবে কেন?'

'তুমি কি আমার সঙ্গে শোবে না?' আত্রেয়ীর স্বরে বিস্ময়।

'শোনো, আফটার অল তুমি মেয়ে, পরস্ত্রী।'

'চমৎকার। একটু আগে তোমাকে বললাম আমি আর কারও স্ত্রী নই। তোমাকে ভালোবাসি বলে ছুটে এসেছি। তবু তোমার হুঁশ হল না। স্বপ্নেন্দু ভয় পেও না, তোমার পাশে শুলে আমার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কোনও চান্স নেই।'

'আত্রেয়ী?'

হি-হি করে হেসে উঠল আত্রেয়ী, 'রাগ করো না। এসব কথা আগে উচ্চারণ করতে লজ্জা করত। এখন একটু-আধটু না হয় করি। পাগলামি ছাড়ো, এখন আমরা একসঙ্গে থাকব। জানো স্বপ্ন, আমি চিরকাল ভাবতাম মানুষ কেন মানুষকে আত্মিক ভালোবাসবে না? কেন শরীর তার অবলম্বন হবে? একটা মেয়ের ঠোঁট, বুক, পাছা, যোনির আকর্ষণে আর-একটা ছেলে কুকুরের মতো পেছনে-পেছনে ঘুরবে কেন? ওটাকে ভালোবাসা বলে? ছি! যখন শরীরের ওইসব ক্ষণিক যাদু শেষ হয়ে যাবে, মেয়েটা ছিবড়ে হয়ে যাবে তখন ছেলেটা সেই কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে আর একটা কুকুরীর সন্ধানে ফিরবে! ভাবতেই ঘেন্নায় শরীর গুলিয়ে উঠত। যাকে বিয়ে করেছিলাম সে তো নর্দমা ঘাঁটার মতো শরীরটা খুঁড়ত। কত মাথা ঠুকেছি কিছুতেই শোনেনি। কিন্তু ঈশ্বর শুনেছিলেন। নইলে হঠাৎ সে নপুংসক হয়ে যাবে কেন? অথচ আবার সেটা ফিরে পাওয়ার জন্যে কী চেষ্টা! না পেয়ে পাগল হয়ে গেল। কার্স, কার্স! পুরুষদের ওই পাশবিক অহঙ্কার আমি সহ্য করতে পারি না। ঈশ্বর আমার মনের কথা বুঝেছেন।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে শুনছিল, 'তুমি পুরুষদের ভালোবাসতে চাওনি?'

'হ্যাঁ চেয়েছি। কিন্তু তাতে শরীর থাকবে না। প্লেটোনিক লাভ হল অমর। তাতে দেহের কদর্যভঙ্গি থাকে না। স্বর্গীয়। এসো স্বপ্ন, আমরা সেই স্বর্গীয় প্রেমে অনন্তকাল ডুবে থাকি। তুমি আর আমি।' হাত বাড়াল আত্রেয়ী।

'কিন্তু তুমি যে এই হাত বাড়াচ্ছ, সেটাতেও তো দেহের প্রয়োজন হচ্ছে!'

'না, এই কঙ্কালের হাড়ে রক্তমাংস নেই। অতএব এটা দেহ কেন হতে যাবে?'

আত্রেয়ীর দিকে তাকাল স্বপ্নেন্দু। এই মেয়েটাও কি ওর স্বামীর মতো পাগল হয়ে গেল! হঠাৎ সে জিগ্যেস করল, 'কিন্তু আমি যদি অন্য কোনও মেয়েকে ভালোবাসি? যদি সে আমাকে সমানভাবে চায়?'

www.MurchOna.com

হাসল আত্রেয়ী, 'এখন তো কেউ মেয়ে নয়। সত্যি কি কাউকে ভালোবাস?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বিশ্বাস করি না। আমি তাকে দেখতে চাই।'

'বেশ, দেখাব।'

আত্রেয়ীর বসবার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল সে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। শেষপর্যন্ত সে মুখ তুলল, 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ স্বপ্ন?'

'মোটেই না। আমি তোমাকে বন্ধু মনে করি।'

'আমিও তাই চাই। এখন দুজন মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের বেশি কিছু হতে পারে না। তাহলে এমন করে বলছ কেন?'

এইসময় বাইরে খুব হইচই শোনা গেল। স্বপ্নেন্দু দ্রুত জানলায় এসে দেখল নিচের রাস্তায় উন্মত্ত কয়েকটা কঙ্কাল একটি কঙ্কালকে ধরেছে। তারপর তার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিল লোকগুলো। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে ওরা। স্বপ্নেন্দুর মাথা খারাপ হয়ে গেল। পাগলের মতো ছোটাছুটি করল লোকটা। একটা আগুনের গোলা রাস্তাময় ছোটাছুটি করছে। তারপর আগুন আপনা-আপনি নিভে গেলে লোকটা হো-হো করে হাসল। তার হাড়ে শুধু সামান্য পোড়া দাগ ছাড়া একটুও ক্ষতি হয়নি। আক্রমণকারীরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। এবার তারা পালিয়ে গেল যে যার মতন। আক্রান্ত লোকটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি অমর। হা-হা-হা মার তোরা, কত মারবি আমায় মার।'

যেন কোনও চলচ্চিত্রের দৃশ্য চোখের সামনে দেখানো হল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল একবার রাস্তায় গিয়ে দেখা দরকার। দূরে চিৎকার চেঁচামেচি চলছে এখন। সে রেডিও খুলতেই কোনও শব্দ পেল না। আকাশবাণী কি মৃত? স্বপ্নেন্দু আত্রেয়ীকে বলল, 'তুমি বসো। আমি একটু দেখে আসছি কী হচ্ছে বাইরে।'

'আমিও যাব।'

না বলতে গিয়ে থমকে গেল স্বপ্নেন্দু। এই ঘরে আত্রেয়ীকে একা রেখে যাওয়া উচিত হবে না। টেবিলে জারের তলায় ফুলটা রয়েছে। যদি কোনও খেয়ালে চাদরের ঢাকনা সরায় তাহলে ও ফুলটাকে দেখতে পাবে। সে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইল না।

আত্রেয়ীকে নিয়ে বাইরে আসতেই দেখল লাঠি নিয়ে কিছু কঙ্কাল ছোটাছুটি করছে। মোড়ের কাছে আসতে সে অবাক হল! অবনীদার দোকানে একটা কঙ্কাল বসে আছে মূর্তির মতো। তার অঙ্গে এক ফোঁটা সুতো নেই। স্বপ্নেন্দু বলল, 'আচ্ছা, অবনীদা কোথায়?'

'আমিই অবনী। স্বপ্নেন্দু?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ি ফিরে যাও স্বপ্নেন্দু। দেখছ না মানুষ কেমন পাগল হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি চলে যাও।' অবনীদা বলল।

'কী ব্যাপার?'

'মানুষ জেনে গেছে এই পৃথিবী থেকে তাদের পাওয়ার কিছু নেই। অথচ তাদের অনন্তকাল অমর হয়ে থাকতে হবে। এমনকী আগুনও তাদের দগ্ধ করছে না। সবাই এই দশা থেকে মুক্তি চায়। সবাই চিতায় শুতে চায় স্বপ্নেন্দু।'

'সবাই?'

'হ্যাঁ। আমি তো চাই। তুমি জানো না, আমার স্ত্রী আজ বেরিয়ে গেছে। সে নাকি যে-কোনও উপায়ে আত্মহত্যা করবেই। কত বললাম তবু গেল।'

'আপনি বাধা দিলেন না?'

'কী হবে দিয়ে? ওরা আমার লুঙ্গিটাকে খুলে দিয়ে গেল। এই যে উদোম হয়ে বসে আছি খারাপ লাগছে না কিন্তু। বেশ হাওয়া চলছে শরীরে। যাওয়ার সময় আমার ছোট ছেলেটা বলল, মায়ের সঙ্গে থাকবে। জানো, সে বলল মায়ের সঙ্গে? সব নষ্ট হয়ে গেছে, সব সম্পর্ক, কিন্তু স্বপ্নেন্দু শিশুরা এখন মাকে মা বলে জানে।'

অবনীদা বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমার সঙ্গে মহিলা আছেন। ওঁর শাড়ি খুলে নেবে ওরা।'

'কিন্তু পুলিশ নেই?'

'না। এখন কিছুই নেই। সবাই লুঠ করতে নেমেছে। কারণ লুঠ করলে যদি খুন হয়ে যায় তাহলে সে বেঁচে যাবে। এই মৃত্যুর নাম জীবন।'

স্বপ্নেন্দু ফিরে আসছিল। তাদের পাশের দরজায় তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য। সেই বৃদ্ধ ল্যাম্পপোস্টের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস ঢুকিয়ে লাফিয়ে পড়ল। তাকে দেখতে ভিড় জমে গেছে। ঘাড়টা সামান্য বেঁকে গেল। কিন্তু লোকটা চেঁচাতে লাগল, 'আমি কি মরেছি? কী দেখছ তোমরা, আমি কি মরেছি?'

উলঙ্গ সেই কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে একজন চেঁচাল, 'বললাম মরবেন না, তবু শুনলেন না। এখন ঝুলুন ওখানে সারাজীবন। আমি অত ওপরে উঠে দড়ি কাটতে পারব না। আমি মরেছি, মরলে কেউ চেঁচায়?'

হাউ-হাউ করে কাঁদছিল বুড়ো। 'দড়ি দিয়েও মারলাম না।' তার শরীরটা হাওয়ায় দুলছিল একজন লাফিয়ে তার পা-দুটো ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দোল দোল দোল, দো হরিবোল।'

স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল। ঘরে ঢুকে আত্রেয়ী বলল, 'ডিসগাস্টিং। মানুষ কোথায় স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে না মরার জন্যে হেদিয়ে মরছে। এই, আমি শাড়িটা খুলছি।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে দেখল আত্রেয়ী তার শরীর থেকে শাড়ি খুলে ফেলল। জামাটাকে টান মেরে ছুড়ে ফেলে বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

'জাদুঘরে এইরকম মূর্তি দেখেছি।'

'এখন তো কলকাতা শহরটাই জাদুঘর হয়ে গেছে। লোকটা ঠিকই বলেছে, বেশ হাওয়া পাস করছে শরীরের ভেতর দিয়ে। হাড় জুড়োচ্ছে। এসো শুয়ে পড়ি। খুব টায়ার্ড লাগছে।'

'তুমি শোও। আমি—।'

স্বপ্নেন্দু জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচে প্রচণ্ড উত্তেজক কিছু চলছে। ঝুঁকে পড়ল সে। সে বৃদ্ধ এখনও ল্যাম্পপোস্টে দোল খাচ্ছে এবং সেই অবস্থায় চিৎকার করে উঠছেন, 'মেরে ফ্যাল, খোকা তুই মেরে ফ্যাল আমাকে। আমি তোর পায়ে পড়ছি খোকা, এভাবে দোল খাওয়াস না।'

www.MurchOna.com

নিচে দাঁড়ানো একটা কঙ্কাল খেঁকিয়ে উঠল, 'পই-পই করে বলেছিলাম এখন গলায় দড়ি দিলে কেউ মরে না। তখন শুনলে না কেন?'

'আমি বুঝতে পারিনি। যেমন করে হোক মেরে ফ্যাল আমাকে। আমি তোর বাপ, তোকে হুকুম করছি মার আমাকে।'

'মার বললেই হল! অত ওপরে ঝুলে তো বেশ মজাসে হাওয়া খাচ্ছ।' কঙ্কালটি আশেপাশে মজা দেখতে আসা মুখগুলির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'একটা উপায় বলুন তো? আমার মাথায় কিছু আসছে না।'

জনতা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজিতভাবে নানান রকম পরামর্শ দিতে লাগল। শেষপর্যন্ত স্থির হল নিচে আগুন জ্বালিয়ে বৃদ্ধকে পুড়িয়ে মারা হবে। সেই মতো প্রচুর কাঠ জোগাড় করল। তারপর সোৎসাহে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল বৃদ্ধের নিচে। দাউ-দাউ করে সেই আগুন বৃদ্ধকে গ্রাস করে ফেলতে স্বপ্নেন্দু চোখ বন্ধ করতে চাইলেও পারল না। তার চোখের পাতা কিংবা মণি নেই তবু সে সব দেখতে পাচ্ছে। এবং দেখে যেতে হবে। আর তারপরেই অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটল। আগুনের শিখা বৃদ্ধের শরীরের খাঁচাকে নাগালে করতে না করতে গলায় ফাঁস পরানো দড়িটা পুড়ে গিয়ে খসে পড়ল রাস্তায়। হইহই করে সবাই ছুটে গেল বৃদ্ধের কাছে। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াতে পারছে না। কারণ পতনের পর তার পায়ের হাড় ভেঙেছে। কিন্তু সে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে, 'মেরে ফ্যাল আমাকে, মেরে ফ্যাল।'

সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যেতে স্বপ্নেন্দু মুখ ফেরাল। আত্রেয়ী তার বালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে পাশ ফিরে। ওর হাড়গুলো বড্ড বেশি সাদা। বুকের খাঁচায় নিরেট হৃৎপিণ্ডটার দিকে তাকাল সে। ওটাকে ভাঙা যাবে না, কিছুতেই না। আত্রেয়ী ডাকল, 'কী দেখছে গো?'

স্বপ্নেন্দু বুঝে উঠছিল না সে কী করবে। এই ঘরে আত্রেয়ীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে শুনলে হেনা তাকে কি ভালোবাসবে? তার সঙ্গে সারাজীবন থাকতে চাইবে?

আত্রেয়ী ডাকল, 'কী হল? এসো কাছে এসো।'

'কী হবে কাছে এসে?' স্বপ্নেন্দু সময় নিচ্ছিল।

'তোমাকে জড়িয়ে ধরে সারারাত ঘুমিয়ে থাকব।'

'আমার ঘুম আসে না।'

'আমারও।'

'তাহলে?'

'তোমার বুকে মুখ রেখে রাতটা কাটিয়ে দেব।'

স্বপ্নেন্দু টেবিলের দিকে তাকাল। গোলাপটাকে দেখতে তার খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আত্রেয়ীর সামনে কাপড় সরিয়ে ওটার দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। ও নিশ্চয়ই লোভী হবে। ওরকম ডাঁটো গোলাপ দেখলে কেউ স্থির থাকতে পারে না। বরং ও ঘুমিয়ে পড়লে, দূর, এখন তো ঘুম চলে গেছে সাধারণ মানুষের চোখ থেকে।

স্বপ্নেন্দু এক পা এগিয়ে এল। একটি নগ্নকঙ্কাল এবার চিৎ হল। মেয়েদের শরীরে মাংস না থাকলে কীরকম বীভৎস হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে যত কঙ্কাল চোখে পড়েছে তাদের দেখলেই এটা বোঝা যায়। পুরুষদের হাড়ের গঠন মেয়েদের চেয়ে অনেক সুন্দর। কিন্তু

হেনার চিবুক? মাংস বা চামড়া না থাকা সত্ত্বেও কীরকম আদুরে। আর আত্রেয়ী! ওর দিকে তাকিয়ে কোনও অনুভূতিই হচ্ছে না।

আত্রেয়ী আবার ডাকল, 'এসো না!'

স্বপ্নেন্দু বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'শোনো আত্রেয়ী, আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি। তার নাম হেনা। আমি তার সঙ্গেই থাকতে চাই।'

'হেনা, সে কে?'

'আমার বান্ধবী।'

'তুমি ভালোবাস? কত বছর?'

'বছর নয়। তিনদিন।'

'সে কি? তিনদিনে একটা মেয়ের মন বোঝা যায়?'

'যায়। যে বুঝতে পারে সে একমুহূর্তেই পারে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমার অবিশ্বাসে আমি কী করতে পারি।'

'তুমি আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে এসব বলছ।'

'আমি মিথ্যে বলছি না।'

আত্রেয়ী ধীরে-ধীরে উঠে বসল, 'আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না। মাত্র তিনদিন দেখে তুমি একটি মেয়ের ওপর নির্ভর করতে চাইছ? সে তোমাকে কী দেবে? তারও তো শরীর নেই। মেয়ে বলে তার কোনও আলাদা অস্তিত্বই নেই। আর আমি তোমাকে চেয়ে পাগলের মতো ছুটে এসেছি এই বিপদে—।' আত্রেয়ীয় গলা রুদ্ধ হল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল ওর মুখটা খুব করুণ দেখাচ্ছে।

'কিন্তু তুমি এতগুলো বছরে আসোনি কেন?'

'আসতে পারিনি। কারণ ও আমাকে ডিভোর্স দিত না। তা ছাড়া, আমার ওই এঁটো শরীরটাকে আমি তোমায় দিতে পারতাম না স্বপ্নেন্দু। অনেক কষ্টে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম। কলেজ জীবনের ছবিটাকে জোর করে মুছে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেদিন লিন্ডসে স্ট্রিটে তোমায় দেখে বুঝলাম এতদিন শুধু নিজেকে ঠকিয়েছি। তাই যে মুহূর্তে এই শরীরটা পবিত্র হয়ে গেল অমনি তোমার কাছে ছুটে এলাম স্বপ্ন।'

স্বপ্নেন্দুর মনে হল আত্রেয়ী সত্যি কথা বলছে। কিন্তু সে এই সত্যিটাকে মেনে নেবে কী করে? সে বলল, 'আত্রেয়ী, আমি তোমার সঙ্গে হেনার আলাপ করিয়ে দেব।'

'বেশ, কিন্তু আমি তোমার কাছেই থাকব। এতে কি তোমার হেনা আপত্তি করবে?'

'জানি না। তবে শুনেছি মেয়েরা সতীন পছন্দ করে না।'

'সতীন? ও, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমরা কেউ মেয়ে নই।'

'তাহলে তো চুকেই গেল। তুমি শুয়ে পড়ো, আমি—।'

'আমার পাশে শুতে তোমার এখনও আপত্তি? বন্ধু কি বন্ধুর পাশে শোয় না?'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাড়ে-হাড়ে কোনও অনুভূতি না হলেও পুরোনো অভ্যেসে বসতে ইচ্ছে করে। স্বপ্নেন্দু খাটে বসে মাথাটা এলিয়ে দিতেই আত্রেয়ী ওর বুকের কাছে সরে এল। এসে বলল, 'তোমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ পাচ্ছি।'

স্বপ্নেন্দু আড়ষ্ট গলায় জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা আত্রেয়ী, এতসব ব্যাপার হয়ে গেল, মানুষের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল, সবাই হা-হুতাশ করছে কিন্তু তোমার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি না?'

www.MurchOna.com

'না।' আত্রেয়ী হাসল যেন, 'কারণ আমি আমার শরীরটাকে ঘেন্না করতাম। ওটা আমার শত্রু ছিল। আর কথা বলো না, আমাকে তোমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে দাও।' আত্রেয়ী স্বপ্নেন্দুর বুকের খাঁচায় কান চেপে ধরল। তার ভেতরে সেই শক্ত স্বচ্ছ মোড়কের ভেতরে যে হৃৎপিণ্ড দপদপ করছিল সে ততক্ষণে অনেক সহজ। হেনাকে সে ভালোবাসে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে আত্রেয়ীকেও ভালোবাসে। শরীরের নির্দিষ্ট গণ্ডি যেহেতু আর চারপাশে নেই তাই কোনও অপরাধবোধও আর কাজ করছে না। স্বপ্নেন্দু আর-একবার টেবিলের দিকে তাকাল। ওই কাপড়ের ঢাকনা সরিয়ে জারের আড়ালটা তুললেই তার চোখে ঘুম কিংবা শান্তি নেমে আসত। কিন্তু ওই ঝুঁকি সে কিছুতেই নিতে পারে না। তাকে সারারাত আত্রেয়ীকে পাহারা দিতে হবে।

ভোরবেলায় স্বপ্নেন্দু বলল, 'চলো, ঘুরে আসি।'

মাঝরাত্রে একটা ঝগড়া হয়েছিল। স্বপ্নেন্দুর পক্ষে সারারাত একনাগাড়ে একই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। অথচ আত্রেয়ীর কানে হৃৎপিণ্ডের শব্দ পৌঁছনো চাই। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। স্বপ্নেন্দু বলেছিল, 'এটা উদ্ভট আবদার। বড্ড বেশি চাওয়া।'

তারপর থেকে আত্রেয়ী চুপচাপ হয়ে গেছে। কোনও কথা বলেনি এতক্ষণ। স্বপ্নেন্দু প্রস্তাব করতেও উত্তর দিল না। স্বপ্নেন্দুর ইচ্ছে হল একাই বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ফুলটাকে এই ঘরে আত্রেয়ীর সঙ্গে একা রেখে যাওয়া অসম্ভব। সে কাছে এল, 'আত্রেয়ী, আমার সঙ্গে কথা বলবে না!'

আত্রেয়ী মুখ ফেরাল, 'আমি যে বড্ড বেশি চাই।'

'একটু কম চাও, তাহলেই তো সব মিটে যায়।'

'বেশ, সেইটুকু হল তুমি।' আত্রেয়ী হাসল।

এখন সবে আঁধার সরেছে। কিন্তু রাস্তাঘাটে বেশ মানুষ। যেহেতু কারও চোখে ঘুম নেই তাই রাস্তা রাত্রেও ফাঁকা হয় না। বের হওয়ার সময় আত্রেয়ী আর পোশাক পরেনি। স্বপ্নেন্দু আপত্তি জানালে বলেছিল, 'এখন আর লজ্জা কি? লোকে তো মেয়ে বলে বুঝবে না। বরং কাপড় থাকলে কেড়ে নিতে পারে।'

স্বপ্নেন্দু তবু ইতস্তত করেছিল, 'কেমন ল্যাংটো-ল্যাংটো দেখায়। তা ছাড়া, হাড়ের গঠন দেখেও ছেলে-মেয়ে পার্থক্য বোঝা যায়।'

উড়িয়ে দিয়েছিল আত্রেয়ী, 'ওটা যারা হাড় নিয়ে পড়াশুনো করেছে শুধু তারাই পারে। পাবলিক চিরকাল মুখ্যু।'

এখন রেডিও থেকে বারংবার ঘোষণা করেছে, 'শান্তি বজায় রাখুন। গুজবে কান দেবেন না। ভোর ছ'টায় মুখ্যমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে ভাষণ শুনুন।'

বের হওয়ার সময় পকেট ট্রানজিস্টারটা সঙ্গে নিয়েছিল স্বপ্নেন্দু। তার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। গলির মোড়ে আসতেই দুটো লোক এগিয়ে এল, 'এই যে দাদা, জামাকাপড় ছাড়ুন।'

'ছাড়ব মানে?' স্বপ্নেন্দুর গলায় বিস্ময়।

'এখন সব পরা চলবে না। পোশাক ব্যবধান সৃষ্টি করে। খুলে ফেলুন।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার কিছু নেই। আপনার সঙ্গে যে দাদা আছেন তিনি তো পোশাক পরেননি। আপনি ডাঁট মেরে পাঞ্জাবি চাপিয়েছেন। জানেন, কলকাতায় কত লোকের গায়ে একটা সুতো পর্যন্ত নেই? এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবাই এক হতে হবে। পোশাক মানুষ পরত লজ্জা নিবারণের জন্যে। সেইটি যখন নেই তখন পোশাক খুলে সব মানুষ এক হয়ে যাক।'

স্বপ্নেন্দু আত্রেয়ীর দিকে তাকাল। ওরা ওকে দাদা বলল। চমৎকার। এর মধ্যে ভিড় জমে গেছে। সবাই নগ্ন। একজন বলল, 'অত কথায় কাজ কি? জোর করে খুলে নিলেই তো হয়।'

প্রথমজন বলল, 'না-না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শান্তি বজায় রাখতে। উনি নিজেই খুলবেন। আমরা ওঁকে ঘেরাও করে রাখব যতক্ষন না খোলেন।' কোনও জোর-জবরদস্তি কেউ করবেন না।'

'এই ঘেরাওটা জোর-জবরদস্তি নয়?' স্বপ্নেন্দু অসহায় হয়ে পড়েছিল।

'না। এটা একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার।'

আত্রেয়ী মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেল। ওর মনে হল কথা বললেই যে সে পুরুষ নয় তা বুঝে যাবে ওরা। শেষপর্যন্ত বাধ্য হল স্বপ্নেন্দু। মুহূর্তেই জামাকাপড় উধাও হয়ে গেল। সমস্ত শরীরের হাড় ভোরের হাওয়ায় শীতল হল। এমনকী ট্রানজিস্টারটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। শুধু ঘরের চাবিটা কোনওক্রমে বাঁচাতে পারল স্বপ্নেন্দু। প্রথম লোকটি বলল, 'এতক্ষণে আপনি জনতার সঙ্গে মিশে গেলেন ভাই। যে পোশাক পরবে তাকেই বাধা দেবেন! শান্তি বজায় রাখুন।'

ভিড় ছাড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে আত্রেয়ী কথা বলল, 'তোমাকে তখনই সাবধান করেছিলাম কিন্তু শুনলে না! যাক, মন খারাপ কোরো না। তোমার শরীরের কাঠামো সত্যি চমৎকার।'

স্বপ্নেন্দু কাঁধ নাচাল। চায়ের দোকানটায় আজ বেশ ভিড়। সেখানে অবনীদা কোনজন বুঝতে পারল না স্বপ্নেন্দু। ওরা হাঁটতে-হাঁটতে ট্রাম-রাস্তার পাশে চলে আসতেই দেখল সার-সার ট্রাম জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে আছে। চারধারে শুধু থিকথিকে নরকঙ্কাল। তারা চিৎকার করছে, এ ওকে আক্রমণ করছে। আত্রেয়ীকে নিয়ে স্বপ্নেন্দু একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় সরে আসতেই চোখে পড়ল দুজন কঙ্কাল রকে বসে একটা ট্রানজিস্টার চালিয়েছে। তারপরেই ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল, 'এখন কলকাতাবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।'

স্বপ্নেন্দু সরে এল লোকদুটোর কাছে। এবং তখনই সে চিনতে পারল নিজের ট্রানজিস্টারটাকে। হুবহু সেই দাগটা। এই ব্যাটারাই পোশাক খোলার সময় হাতিয়েছে। ওরা এখন স্বপ্নেন্দুকে চিনতে না পারায় মনোযোগ দিয়ে ট্রানজিস্টার শুনছে। স্বপ্নেন্দুর ইচ্ছে হল ওটা কেড়ে নেয়। কিন্তু তখনই মুখ্যমন্ত্রী বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আমরা এখন এক গভীর সমস্যাময় সময়ে রয়েছি। পরিবর্তিত পরিস্থিতি উদ্ভূত অভাবনীয় সুযোগগুলো বানচাল করে দেওয়ার জন্যে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সক্রিয় হয়েছে। তারা

www.MurchOna.com

এই অতিবৈপ্লবিক পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছে না। শহরের চারদিকে অশান্তি এবং গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাইছে। এই ষড়যন্ত্র আমরা ধ্বংস করবই। এমনকী এইসব ষড়যন্ত্রকারীরা এখন মৃত্যুকামনা করছে। আপনারা জানেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল একটি জঘন্য ব্যবস্থা যা শুধু দালালরাই কামনা করে। এই অতিবৈপ্লবিক পরিবর্তন আমরা মৃত্যুকে জয় করেছি। এখন সমস্ত মানুষ এক এবং অবিনশ্বর। এই দালালগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে যাতে মৃত্যু এসে আমাদের এই নবীন সমাজব্যবস্থাকে বানচাল করে দেয়। আমি একথা জোর গলায় ঘোষণা করতে চাই, সমস্ত ষড়যন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনারা এদের প্রতিরোধ করুন। শহরে শান্তি বজায় রাখুন।'

ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই যার হাতে ট্রানজিস্টার ছিল সে প্রচণ্ড আক্রোশে ওটাকে ফুটপাথে আছড়ে ফেলতেই সেটা দুমড়ে-মুচড়ে গেল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'শালা জ্ঞান দিচ্ছে। কী বলল আর্ধেক কথা আমি বুঝতেই পারিনি। কী ভাষায় যে কথা বলে!'

তার সঙ্গী বলল, 'ওটা ভাঙলি কেন? বিবিধ ভারতী শোনা যেত।'

'একটা গেল তাতে কি, আর-একটা ছিনতাই করে নেব।'

ওরা চলে যাওয়ার পর স্বপ্নেন্দু বলল, 'ওই ট্রানজিস্টারটা আমার ছিল।'

'সত্যি! তুমি ওদের বললে না কেন?'

'বললে শুনত? দেখছ না ওরা কীরকম মাস্তান।'

'এই জন্য তোমাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছিলাম।'

'সারাক্ষণ ঘরে বন্দি হয়ে থাকা যায়!'

'বন্দি বলছ কেন?'

'বন্দি নয় তো কি? ঘরে বসে কী করব?'

'কেন?' আত্রেয়ী অন্যরকম গলায় বলল, 'ভালোবাসব।'

চকিতে মুখ ফেরাল স্বপ্নেন্দু। আত্রেয়ী কি পাগল হয়ে গিয়েছে। কোনও-কোনও পাগলকে নাকি সাদা চোখে ঠিক ঠাওর করা যায় না। তাদের ব্যবহার ও কথাবার্তায় সেটা প্রকাশ পায়। আত্রেয়ী কি সেই ধরনের? নইলে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা ওর মাথায় নেই কেন?

সে বলল, 'আমাকে একটু যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'হেনার বাড়িতে। অনেকদূর। তোমাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কিন্তু তুমি যাবে কী করে? দেখছ না আজ ট্রাম-বাস চলছে না।'

'চলে যাব। তুমি বরং চারপাশ ঘুরে দ্যাখো।'

'বাব্বা। এ যেন বিশ্বকেও হার মানাচ্ছে। বেশ, যাও, তোমাকে তো আমি বাধা দেব না কিছুতেই। আমি রইলাম। চাবিটা দাও।'

'কীসের চাবি?'

'ঘরের।'

'না। ওই ঘরে তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না।'

'কেন?' আত্রেয়ী এত বিস্মিত যে ওর গলা দিয়ে স্বর বের হল না ভালো করে।

'রাগ করো না। নিশ্চয়ই এমন একটা কারণ আছে যা এই মুহূর্তে তোমাকে বলতে

পারছি না। আত্রেয়ী, ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে পরে সব খুলে বলব। তুমি অপেক্ষা করো। আমি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই চলে আসছি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে চিনব কী করে?' আত্রেয়ীর গলায় স্বর করুণ।

'তিন ঘণ্টা পরে ঘরের দরজার সামনে অপেক্ষা কোরো। অন্য জায়গায় থেকো না। আমি ঠিক চলে আসব।' স্বপ্নেন্দু হাঁটতে শুরু করল।

দূরত্ব কম নয়। কিন্তু স্বপ্নেন্দুর হাঁটতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। এই কয়দিনে নতুন শরীর বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে কোনও ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না।

আজ রাস্তায় ট্রাম-বাস নেই। মুখ্যমন্ত্রী বারংবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও জনজীবন স্বাভাবিক হয়নি। তার বদলে কাতারে-কাতারে নগ্ন কঙ্কাল রাস্তায় আক্ষেপ করছে, উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছে। তারা কী করবে সেটাই জানে না, কিন্তু চুপচাপ ঘরে বসে থাকা বোধহয় আরও কষ্টকর। অথচ আত্রেয়ী তাকে নিয়ে ঘরেই থাকতে চাইছিল। আত্রেয়ী বলছে ও তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। ভালোবাসলে বোধহয় ওইভাবে নির্জনে থাকা যায়। কিন্তু সে তো হেনাকে ভালোবেসেছে। তবে এতক্ষণে আত্রেয়ীকেও তার খারাপ লাগছে না। কাল রাত্রে আত্রেয়ী তাকে সুন্দর-সুন্দর গান শুনিয়েছে। সে শুনতে চায়নি কিন্তু আত্রেয়ী গেয়ে গেছে। পুরোনো দিনের আবেগ মাখানো গান এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই পরিবেশে সেগুলো মোটেই খারাপ লাগেনি তার। ভালোবাসলে মানুষ গান গাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। হেনার সঙ্গে বসে আত্রেয়ীর ব্যাপারটা ফয়সালা করতে হবে। কী করে তা সম্ভব সেটাই জানা নেই।

রাজাবাজারের কাছাকাছি পৌঁছে ভিড়টা নজরে এল। অন্তত কয়েকশো কঙ্কাল ভিড় করে কিছু দেখছে। স্বপ্নেন্দু ঠেলেঠুলে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু একজন খেঁকিয়ে উঠল, 'আঃ মরণ, নজরের মাথা খেয়েছেন নাকি!'

স্বর মেয়েলি, স্বপ্নেন্দু বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'বুঝবেন কী করে। দেখার জন্যে তো তর সইছে না।'

'আপনি মহিলা তা তো বোঝার উপায় নেই।'

'ঢং। বোঝার উপায় নেই। ভালো করে চেয়ে দেখলেই তো বোঝা যায়।' বলতে-বলতে কনুই দিয়ে একটা মৃদু ধাক্কা দিল সে। স্বপ্নেন্দু খুব তাজ্জব হল। এতক্ষণ তার ধারণা ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে গিয়েছে। কাল সারারাত আত্রেয়ীর সঙ্গে থেকেও তাকে নিজের শরীরের থেকে আলাদা বলে মনে হয়নি। সে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর স্থির করল, মেয়েকঙ্কালের মুখের গঠন ছোট হয়, হাড়গুলো একটু পলকা এবং নরমভাব মেশানো। সেক্ষেত্রে বালকদের সঙ্গে খুব বেশি তফাৎ হবার কথা নয়। স্বপ্নেন্দু কথা ঘোরাবার জন্যে জিগ্যেস করল, 'কী হচ্ছে এখানে?'

স্ত্রী-কঙ্কালটি বলল, 'ওরা একটা লোককে ধরেছে। তার বিচার হচ্ছে।'

স্বপ্নেন্দু ততক্ষণে দেখতে পেয়েছে। ভিড়ের মাঝখানে চার-পাঁচজন আসামীকে বসিয়ে রেখেছে। এবার জেরা শুরু হয়, 'আপনি মরতে চেয়েছেন, শুধু তাই নয় আপনি আরও পাঁচজনকে মরতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কেন?'

লোকটি নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'আমার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে মরতে চাওয়ার।'

'মোটেই না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যারা মরতে চায় তারা ষড়যন্ত্রকারী। তারা এই

www.MurchOna.com

অতি-বৈপ্লবিক ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে চায়। একবার যদি কেউ মরে যেতে পারে তাহলে সবাই সেই পথ ধরবে। এই অতি-বৈপ্লবিক ব্যবস্থায় কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে না।'

'আমি এসব জানি না। আপনারা কি শাস্তি দেবেন আমাকে? আমি বলি, বরং আমাকে মেরে ফেলুন। এখানে কারও কোনও সুখ নেই। মুখ নেই। সব মুখ এক। কারও কোনও যন্ত্রণা নেই। কারও সামনে কোনও রহস্য নেই। উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার আইডেন্টিটি। এইভাবে বেঁচে থাকা যায় না। '

'আপনি দালালদের মতো কথা বলছেন।'

'জানি না। তবে যে দেশে ফুল নেই, গাছ নেই, জল নেই, একটুও সবুজ নেই সেই দেশে আমি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাই না।' লোকটা মাথা নাড়ল, 'এমনকী একটা মেয়ে পর্যন্ত নেই।'

'ওমেনস লিব কথাটা শুনেছেন? মেয়েরা এতকাল পুরুষদের সমান হওয়ার জন্যে আন্দোলন করছিলেন। আর আপনাদের মতো পুরুষেরা সেই আন্দোলন দাবিয়ে রেখেছিলেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেয়েদের সেই আশা পূর্ণ হয়েছে।'

স্বপ্নেন্দু শুনল স্ত্রী-কঙ্কালটি চাপা স্বরে বলল, 'ঝাঁটা মার। গতর গেলে মেয়েমানুষের আর কী থাকল!'

'যা হোক আপনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করেছেন। এই জন্যে আপনাকে শাস্তি দিচ্ছি।'

'চমৎকার। মেরে ফেলুন।'

'না ওটা করলে মুখ্যমন্ত্রীর হাত নরম হবে।'

লোকটি হাসল, 'আপনার হাত-পায়ের প্রতি জোড়ে ইলেকট্রিক করাত চালাব যাতে শুধু আপনার বুকের খাঁচাটা ফুটপাথে পড়ে থাকে। হৃৎপিণ্ড তো ভাঙা যাবে না। আপনি চিরকাল ওই অবস্থায় পড়ে থাকবেন। হাঁটাচলা করার স্বাধীনতা থাকবে না।'

স্বপ্নেন্দু ভিড় থেকে বেরিয়ে এল। লোকটা নিশ্চয়ই গর্দভ। নইলে মৃত্যুর জন্যে এঁড়ে তর্ক করে। হঠাৎ তার খেয়াল হল কেউ সঙ্গে আসছে। স্ত্রী-কঙ্কালটিকে সে চিনতে পারল, 'আপনি? কোথায় যাচ্ছেন?'

'যাবার তো জায়গা নেই। ওসব দৃশ্য সহ্য করতে পারি না আমি। আপনি বেরিয়ে এলেন বলে আমিও চলে এলাম।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'বাড়ি নেই। ঘর ছিল। ভাসতে-ভাসতে হাড়কাটায় ঠেকেছিলাম। এখন আমাকে বেবশ্যে বলে চেনা যায় না; না?' স্ত্রী কঙ্কালটি খিলখিলিয়ে হাসল।

স্বপ্নেন্দু আড়ষ্ট হল। এই কঙ্কালটি একসময় বেশ্যাবৃত্তি করত। অথচ এখন ওকে দেখলে নিজেদের মতোই লাগছে। সে বলল, 'আমি এবার বাঁদিকে যাব। আপনি যেখানে ইচ্ছে যান।'

'তাতো বলবেই। এখন আমি বেকার। কিন্তু তখন ধাক্কা দিলে কেন?'

'আমি তো বললাম আপনাকে লক্ষ করিনি।'

'ইস্সি আর কী। ধান্দাবাজ লোকেরাই ধাক্কা দেয়।'

স্বপ্নেন্দুর হঠাৎ ভয় এল বুকে। এই স্ত্রী-কঙ্কালটির উদ্দেশ্য সে বুঝতে পারছিল না। সে দৌড়ে পাঁচজন কঙ্কালের সঙ্গে মিশে হাঁটতে লাগল। স্ত্রী-কঙ্কালটি ছুটে এল সেখানে। স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারল বেচারা ধাঁধায় পড়েছে। ছয়জনের মধ্যে কে কোনজন তা বুঝে উঠছে না। তারপর একজনের হাত চেপে ধরে স্ত্রী-কঙ্কালটি চিৎকার করে উঠল, 'এই শালা, ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে আসা হয়েছে না?'

সেই লোকটি অবাক ও বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল, 'আরে, আমার হাত ধরেছিস কেন, ফোট।' আর-একজন হেসে বলল, 'ইয়ে শালী রাণ্ডী থি।'

স্ত্রী-কঙ্কালটি বোকার মতো দাঁড়িয়ে পড়লে স্বপ্নেন্দু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দ্রুত পা চালাতে লাগল সে। লস্ট আইডেন্টিটি। তা না হলে সে রক্ষা পেত না ওই জাঁহাবাজ স্ত্রী-কঙ্কালটির হাত থেকে! পরিচয় হারিয়ে যাওয়ায় একটা বড় উপকার হল। এখন যে কেউ যে-কোনও ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে। এখন শরীর খুব দ্রুত হাঁটতে পারছে। তবু সময় কম লাগল না। রাস্তায় যেতে-যেতে অনেক দৃশ্য দেখেছে স্বপ্নেন্দু। যে যেখানে ইচ্ছে আগুন ধরাচ্ছে। তাতে কারও কোনও আপত্তি নেই যেন। দমকলের গাড়িই নেই কারণ জল অদৃশ্য। এমনকী যার ঘর পুড়ছে তারও যেন সম্পত্তির ওপর মায়া চলে গেছে। সমস্ত মানুষ এখন উন্মাদ। হেনাদের বাড়ির সামনে এসে দেখল প্রচণ্ড ভিড় জমেছে। অনুমানে বুঝল সেখানেও কোনও বিচার-পর্ব চলছে। কৌতূহল হলেও সেদিকে আর পা বাড়াল না সে। একবারে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

দরজা খোলা। ঘরের আসবাবগুলো নেই। সব খাঁ-খাঁ করছে। স্বপ্নেন্দু ডাকল, 'হেনা।'

ভেতর থেকে কোনও সাড়া এল না। স্বপ্নেন্দু এগোল। কোনও ঘরে কেউ নেই। হতভম্ব হয়ে গেল সে। হেনারা গেল কোথায়? নিজের অজান্তেই সে চিৎকার করল, 'হেনা।'

স্বপ্নেন্দু বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখল তিনজন একজনকে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে আসছে। যাকে টানছে তার স্বর চিনতে পারল স্বপ্নেন্দু। সে ছুটে গেল সামনে, 'হেনা, হেনা তোমার কী হয়েছে?'

যারা টানছিল, তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। যাকে টানছিল সে সোজা হল। স্বপ্নেন্দু আবার বলল, 'হেনা, তোমার কী হয়েছে? আমি স্বপ্নেন্দু।'

সঙ্গে-সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ল হেনা। মাটিতে উবু হয়ে বসে কান্না জড়ানো স্বরে বলল, 'ওরা আমার মাকে ধরে নিয়ে গেল।'

'কেন?'

যারা হেনাকে এনেছিল তাদের একজন বলল, 'ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

'মাথায় ঘিলু নেই খারাপ হবে কী করে?'

'তাহলে হৃৎপিণ্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে। জানলা দিয়ে নিচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মরার জন্যে। হাত-পা ভেঙেছে, মরেননি। সেই অবস্থায় পাগলের মতো মরতে চাইছিলেন। সেই অবস্থায় বিচার করে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো পাতাল-কূপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক বছরের জন্যে বন্দি করে রাখতে। আপনি যখন এঁর পরিচিত তখন এঁকে সামলান। আমরা চলি।' লোকগুলো চলে গেল।

www.MurchOna.com

ধাক্কাটা সামলে স্বপ্নেন্দু হেনার মাথায় হাত দিল, 'হেনা, শান্ত হও।'

'ওরা মাকে ধরে নিয়ে গেছে। তুমি কিছু করবে না?' কান্না আছে কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় জলের তো দেখা পাওয়া যাবে না।

'এখনই তো কিছু করা যাবে না। তুমি ওঁকে বাধা দাওনি কেন?'

'দিয়েছিলাম। শোনেননি আমার কথা। উলটে বললেন, তোর তো একটা প্রেমিক আছে, আমি কী নিয়ে থাকব। ভাবতে পারো, আমার মা আমাকে ওই কথা বলল।'

'কী পরিবর্তন। এখন আমি কী করব।'

হেনাকে তুলে দাঁড় করাল স্বপ্নেন্দু, 'আমি আছি, তোমার ভয় নেই হেনা।'

'মাকে কি আমি ফিরে পাব না?'

'পাবে। এখন তো কেউ মরে না। নিশ্চয়ই চেষ্টা করব আমি। আমার ওপর ভরসা রাখো হেনা। আমি তোমাকে গ্রহণ করতে এতদূরে চলে এসেছি।'

'সত্যি?' হেনার স্বরে উত্তাপ।

'সত্যি। তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

'আমাকে কোনওদিন কষ্ট দেবে না?'

'না।'

'কিন্তু কীভাবে থাকব? এখন তো আমাদের বিয়ে হবে না।'

'আমরা সার্টিফিকেট জোগাড় করব সরকার থেকে। আমি কথা বলেছি।'

'কিন্তু আমাকে নিয়ে তুমি কী করবে?'

'আমি ভালোবাসব। আমি তোমাকে সুখী করব।'

'সত্যি সুখে রাখবে আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখন তো কলকাতা থেকে সুখ উধাও হয়ে গিয়েছে। তুমি কী করে আমাকে সুখী করবে? তোমার কাছে কি সুখের গোপন মন্ত্র আছে?'

'কী সুখ তুমি চাও হেনা?'

'জানি না। একটা অসহায় মেয়ে কী সুখ চাইতে পারে!'

'আমি তার থেকে অনেক বেশি সুখ দেব তোমাকে। তুমি এসো।'

'কী সে সুখ?'

'এখন বলব না। তুমি আমার ঘরে চলো। তারপর তোমাকে দেখাব।' হেনা বোধহয় অবিশ্বাস করল, কিন্তু অবাধ্য হল না। ধীরে-ধীরে সম্মত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। কয়েক পা হাঁটবার পর স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল, 'তোমাদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। বন্ধ করবে না?'

'কী হবে বন্ধ করে? ওখানে যা ছিল সব লুঠ হয়ে গেছে মা পড়ে যাওয়ার পরে। তোমার সঙ্গে গেলে আমি আর এখানে ফিরে আসছি না।'

স্বপ্নেন্দু লক্ষ করেছিল হেনার শরীরে পোশাক নেই। অথচ হেনা এ ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল। নিশ্চয়ই উত্তেজনায় ওর এ বিষয়ে আর লক্ষ ছিল না। সে হেনার দিকে তাকাল। ওর হাড়ের গঠনেও যেন একটা ছন্দ ছড়ানো আছে।

হেনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। সারাটা পথ সে কেবল ঘুরে-ফিরে মায়ের কথা বলেছে।

স্বপ্নেন্দু তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, পরিচিত কর্তাব্যক্তিকে ধরে সে নিশ্চয়ই হেনার মাকে উদ্ধার করবে। হাঁটতে-হাঁটতে ওরা রাজাবাজারের কাছে পৌঁছে একটা ছোট্ট ভিড় দেখল। ফুটপাথে হাত-পা-মুন্ডুহীন অবস্থায় একটা বুকের খাঁচা পড়ে আছে। অথচ সেই খাঁচায় আটকে থাকা নিরেট আবরণের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ড সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে, 'মেরে ফ্যাল, মেরে ফ্যাল...।'

হেনা চমকে উঠল, 'কী হয়েছে ওর?'

স্বপ্নেন্দু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। এর মধ্যেই শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে। একে প্রকাশ্যে রাখা হয়েছে যাতে সাধারণ নাগরিকরা মৃত্যুর কথা বলতে ভয় পায়। কিন্তু কি লাভ হচ্ছে ওতে। শাস্তি পাওয়ার পরও তো লোকটা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব কথা হেনাকে বলা যায় না। ঘটনাটা জানালে হেনা চট করে মায়ের অবস্থা ভাববে। ভদ্রমহিলা যদি সচেতন না হন তাহলে তাঁরও এই পরিণতি ঘটবে। সে উদাস গলায় বলল, 'হয়তো পড়ে-টড়ে হাড়গোড় ভেঙেছে। তুমি আমার হাত ধরো।'

হেনা যেন একটু কাঁপল, 'যাঃ, খোলা রাস্তায় হাত ধরে হাঁটব কী!'

'তাতে কী হয়েছে? এখানে কেউ বুঝতে পারবে নাকি আমরা ছেলে-মেয়ে ছিলাম।'

'ছিলাম।' ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল হেনা।

'হাত না ধরলে ভিড়ের মধ্যে নিজেদের গুলিয়ে ফেলতে পারি।'

এবার হেনা হাত বাড়াল। শীতল না উষ্ণ বোঝা গেল না কারণ স্বপ্নেন্দু আবিষ্কার করল তার নিজের হাতের অনুভূতি হারিয়ে গেছে। সে তবু বলল, 'তোমার হাত খুব নরম ছিল, না?'

সঙ্গে-সঙ্গে ফুঁপিয়ে উঠল হেনা। ত্রস্ত স্বপ্নেন্দু জিগ্যেস করল, 'কী হল তোমার?'

'কেন মনে করিয়ে দাও ওসব?'

'সরি। আসলে, তুমি এখনও খুব নরম। তোমার মনটা এত নরম—।'

চারধারে অশান্তি বাড়ছে। ওরা থেমে এগোচ্ছিল। রাস্তায় যে যাকে পারছে আঘাত করছে। হাড়ে-হাড়ে ঠকাঠক শব্দ হচ্ছে। একটা জায়গায় বিচার চলছিল বোধহয়। হঠাৎ জনতা খেপে গিয়ে বিচারকদের ধাওয়া করল। বিচারকরা পালাতে-পালাতে চিৎকার করছিল, 'শান্তি বজায় রাখুন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন...।' কিন্তু কে শোনে কার কথা।

বড়রাস্তা তবু নিরাপদ। জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে কোনওরকমে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু গলিতে ঢোকা বিপজ্জনক। সেখানে আগুন জ্বলছে। জল নেই, দমকল নেই অতএব আগুনের পোয়াবারো। চোখের সামনে বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে—এটা দেখার মধ্যে বেশ মজা আছে বোধহয়। মানুষগুলো এতকাল কোনও উত্তেজনা পাচ্ছিল না। এখন আগুনের খেলা দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। কেউ-কেউ আবার সেই আগুনে স্নান করার মতো পাক খেয়ে আসছে। হেনা স্বপ্নেন্দুর হাত ধরে বলল, 'কলকাতায় যখন আর কিছুই পোড়াবার থাকবে না তখন কী করবে ওরা? কীসে উত্তেজনা পাবে?'

'জানি না।'

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে হেনা প্রশ্ন করল, 'তুমি তখন আমাকে কী দেখাবে বলেছিলে?'

স্বপ্নেন্দু হাসল, 'অধৈর্য হচ্ছ কেন? আমার ওখানে চলো, তারপর দেখবে।'

www.MurchOna.com

হেনা বলল, 'ভাবতে কেমন লাগে, না? তুমি ডাকলে আর আমি চলে এলাম। একবারও ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম না।'

'তোমার ভবিষ্যৎ তো আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।'

'কী জানি।'

আর এই সময় আত্রেয়ীর কথা মনে পড়ল স্বপ্নেন্দুর। ও যদি চলে না যায় তাহলে বাড়িতে যাওয়া মাত্র দেখা হবে। ওর কথা শুনলে হেনা কী ভাববে? তাকে যদি বিশ্বাসঘাতক মনে করে চলে আসে?

স্বপ্নেন্দু ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে! বলি-বলি করেও বলতে পারল না সে। তার মনে হল এর চেয়ে হেনাদের বাড়িতেই থেকে গেলে হতো। আত্রেয়ী তার খোঁজ পেত না। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল হেনাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে, হেনার কাছে থাকার কথা খেয়ালে আসেনি। স্বপ্নেন্দুর হঠাৎ মনে হল সে আত্রেয়ীকে এত ভয় পাচ্ছে কেন? আত্রেয়ী তাকে ভালোবাসে এইটুকু কি হেনা সহ্য করবে না? কোনও পুরুষ যদি তাকে ভালোবাসত তাহলে হেনা কী করত! এখন তো আত্রেয়ী আর মেয়ে নয়। সে স্থির করল, যা হওয়ার হবে। যেমন করেই হোক হেনাকে রাজি করাবে তার সঙ্গে থাকতে।

শেষপর্যন্ত পাড়ায় পৌঁছল ওরা। হেনা বলল, 'এদিকটা বেশি ঘিঞ্জি না?'

উত্তর কলকাতায় থাকার জন্যে এই প্রথম খারাপ লাগল স্বপ্নেন্দুর। তবু বলল, 'এসব তো বনেদি পাড়া। প্ল্যান করে তৈরি হয়নি তখন। তবে আমার ঘরে হাওয়া আসে।' একমাত্র তারাই হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। আর বাকি মানুষ পাগলের মতো চিৎকার করছে। গলিতে ঢুকেই ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। স্বপ্নেন্দুর ভয় হচ্ছিল তাদের বাড়ি ছাই হয়ে গেছে কি না। বাড়ির কথা মনে হতেই চাবির কথা খেয়ালে এল। চাবিটা কোথায়? হাতে নেই তো। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। ওরকম দামি গা-তালা চাবি ছাড়া খোলা মুশকিল। কখন যে হাত থেকে টুক করে পড়ে গেছে সেটা তার খেয়ালেই নেই। এখন একটা তালাওয়ালা যদি না পাওয়া যায় তাহলে দরজা ভাঙতে হবে। সে চাপা গলায় বলল, 'সর্বনাশ।'

হেনা চমকে উঠল, 'কী হয়েছে? তোমার বাড়িতে আগুন দিয়েছে নাকি?'

'না। কিন্তু আমি ঘরের চাবি হারিয়ে ফেলেছি?'

'সে কি?'

'হ্যাঁ। খুব শক্ত তালা। এখন দরজা খুলব কী করে?'

হেনা এবার হেসে উঠল, 'তোমার বুকে হাত দিয়ে দ্যাখো।'

'বুকে?' স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকাল। এবং তখনই সে তার চাবিটাকে পেল। হৃৎপিণ্ডের চার দিকের শক্ত স্বচ্ছ মোড়কের গায়ে চাবিটা আটকে আছে। ওটা ওখানে কী করে গেল? স্বপ্নেন্দু হাত বাড়িয়ে চাবিটাকে টানতে গিয়ে টের পেল? মোড়কটিতে চুম্বক কাজ করছে। যা কিছু শক্ত তাই বোধহয় এই হৃৎপিণ্ড টেনে নেয়। অদ্ভুত ব্যাপার।

কয়েক পা এগিয়ে অবনীদার চায়ের দোকানটার দিকে নজর যেতেই স্তব্ধ হয়ে গেল স্বপ্নেন্দু। ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলছে সেখানে। একটা লোক সামনে উবু হয়ে বসে সেদিকে তাকিয়ে। দোকানটা এখন প্রায় ছাই। স্বপ্নেন্দুর মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই অবনীদা।

খুব কষ্ট না পেলে কোনও মানুষ ওইভাবে বসে থাকতে পারে না। আর এই দোকান ছাই হওয়ায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবে একমাত্র অবনীদা। সে ডাকল, 'অবনীদা, না?'

'হুঁ। তুমি কে ভাই?' অবনীদার ভঙ্গির পরিবর্তন হল না।

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'দ্যাখো, ওরা কিছু না পেয়ে দোকানটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।'

'কেন? আপনি কী করেছিলেন?'

'কিছু না। ওদের তো কোনও কাজ করার নেই অথচ কিছু একটা করতে হবে। এই দোকানটা চোখে পড়তেই পুড়িয়ে দিল। খুব হইহই করল যতক্ষণ আগুন জ্বলছিল। তারপর চলে গেল। ওই দ্যাখো ন্যাড়ার বাপ এখনও পড়ে আছে ফুটপাথে।'

স্বপ্নেন্দু চোখ ফেরাল। সেই বৃদ্ধ যে দড়িতে ঝুলছিল, আগুনের ছ্যাঁকা খেয়েছিল সে এখন হাত-পা-হীন অবস্থায় ফুটপাতে পড়ে আছে। কোনও কথা বলছে না কিন্তু তার শরীর নড়ায় বোঝা যাচ্ছে মৃত্যু ধারেকাছে আসেনি।

স্বপ্নেন্দু হেনার হাত ধরে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। হেনা জিজ্ঞাসা করল, 'ওর কী হয়েছে?'

'পড়ে-টড়ে গেছে বোধহয়।' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল স্বপ্নেন্দু।

'মিথ্যে কথা। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ঠিক আছে, আমিই জিজ্ঞাসা করছি।' ফুটপাথে উঠে সামান্য ঝুঁকে হেনা জিগ্যেস করল, 'আপনার এরকম হল কেন?'

বৃদ্ধের মুন্ডু হেনার দিকে ফিরল, 'বলব না।'

'কেন বলবেন না?'

'আমার ইচ্ছে তাই বলব না। আবার বলে মুন্ডুটাকে হারাই আর কী?'

হেনা একটু হকচকিয়ে সরে এল। স্বপ্নেন্দু বলল, 'তেমন কিছু না, হলে কি বলত না?'

হেনার কিন্তু তখনও খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছিল না।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই স্বপ্নেন্দু থমকে দাঁড়াল। একটা কঙ্কাল মুখ ঝুঁকিয়ে বসে আছে দরজার গোড়ায়। ওদের দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, 'স্বপ্নেন্দু না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি হেনা?'

হেনা এবার বিস্মিত। স্বপ্নেন্দুর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল, 'ইনি কে?'

'আমি?' হি-হি করে হাসল আত্রেয়ী, 'আমি কেউ না! পথের ভিখিরি। দূর ছাই, আমি শুধু ভুলে যাই, এখন তো একটা ভিখিরিও নেই।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'হেনা, এর নাম আত্রেয়ী। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তারপর ওর বিয়ে হয়ে যায়, যোগাযোগও ছিল না। কাল এই বিপর্যয়ে আমার এখানে এসেছে।'

'তবু বলতে পারলে না আমরা বন্ধু।' চিৎকার করে উঠল আত্রেয়ী।

'ঠিক আছে, বন্ধু।'

হেনা অবাক হয়ে বলল, 'তোমরা কাল একসঙ্গে ছিলে? তুমি আমাকে একথা বলোনি কেন স্বপ্নেন্দু?'

সঙ্গে-সঙ্গে নেমে এল আত্রেয়ী, 'এই বোকা, তুমি ওকে ভালোবাস?'

www.MurchOna.com

'জানি না।'

'কিন্তু ও তোমাকে ভালোবাসে। তুমি তো মেয়ে ছিলে, আমিও। আমরা কী চাইতাম? ছেলেদের সমান হব, তাই না? আজ তো ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনও তফাত নেই। তাহলে শুধু-শুধু মেয়েলিপনা করব কেন?'

'আপনি আমার হাত ছাড়ুন।'

'না, ছাড়ব কেন? তোমাকে আমার বন্ধু হতে হবে।'

'খামোকা বন্ধু হতে যাব কেন?'

'কারণ তোমাকে স্বপ্নেন্দু ভালোবাসে।'

'তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

আত্রেয়ী বলল, 'কারণ আমি স্বপ্নেন্দুকে ভালোবাসি।'

চকিতে হেনা জিগ্যেস করল, 'ও আপনাকে ভালোবাসে?'

'না। ও তোমাকে ভালোবাসে তাই।'

'তাহলে?'

'কী তাহলে? এখন তো আর কিছু পাওয়ার আশা নেই। আমাদের শরীর নেই, নারীত্ব নেই। শুধু হৃৎপিণ্ড আছে যা দিয়ে আমরা ভালোবাসতে পারি। এসো আমরা বন্ধুর মতো থাকি।'

'না।'

'কেন?'

'আমি আপনাকে সহ্য করতে পারছি না।'

'আমি পারছি।'

'আপনি পাগল।'

ঠিক এই সময়ে সিঁড়ির নিচে একটি কঙ্কাল এসে দাঁড়াল, 'স্বপ্নেন্দু আছ?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কে আপনি?'

'আমি অবনীদা।'

'ও, কী ব্যাপার?'

'আমাকে একটু জায়গা দেবে স্বপ্নেন্দু, আজকের রাতটার জন্যে। আমার খুব ভয় করছে। ওরা নাকি আবার আসবে।'

'কারা?'

'যারা পাগল হয়ে এসব করছে।'

'আসুন।'

অবনীদা উঠে এলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না। নিচের দরজা খোলা। ওরা দেখলে এখানেও উঠে আসতে পারে।'

স্বপ্নেন্দু দ্রুত নেমে নিচের দরজা বন্ধ করে এল। তারপরে ঘরের চাবি খুলে দিতেই সবাই ভেতরে ঢুকল। স্বপ্নেন্দু বলল, 'দুটো ঘরে ভাগ করে থাকো। আত্রেয়ী, আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে যাবে। তোমাকে বারংবার বলেছি যে আমি হেনাকে ভালোবাসি।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।'

'উঃ, আমি পাগল হয়ে যাব।' স্বপ্নেন্দু চেঁচিয়ে উঠল।

আত্রেয়ী হেসে উঠল খিলখিল করে। তারপর এগিয়ে গেল হেনার কাছে, 'এখন তো কোনও উপায় নেই, নইলে তোমার শরীরে গন্ধ নিতাম।'

'মানে?'

'কী করে ওকে মজালে ভাই?'

হেনা বিরক্ত হল, 'ভদ্রভাবে কথা বলুন।'

আবার হাসল আত্রেয়ী। তারপর অবনীদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু বলুন তো, আমি কি অন্যায় করেছি?'

অবনীদা মাথা নাড়লেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এই সময় বাইরের হল্লা আরও বেড়ে গেল। শুধু হাড়ে-হাড়ে শব্দ হচ্ছে। সমস্ত কলকাতা শহরে যেন হাড়ের বাজনা বাজছে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমার বুকটা কেমন করছে হেনা, আমার বুকের ভেতরটা দুলছে।'

হেনা এবার এগিয়ে এল তার সামনে, 'কিন্তু আমার সুখ? কী সুখ দেবে তুমি?'

'সুখ?'

'হ্যাঁ। মিথ্যে বলার চেষ্টা করো না।'

'মিথ্যে, কী বলছ তুমি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি মিথ্যেবাদী। আমাকে ভালোবাসার বুলি শুনিয়ে ভাঁওতা দিয়েছ। ওই পাগলের সঙ্গে রাত কাটিয়ে গেছ আমার কাছে। কী নেবে তুমি আমার কাছ থেকে? কী লোভ তোমার?'

'হেনা!' চিৎকার করে উঠল স্বপ্নেন্দু।

'চেঁচিও না। আমি আর কিছুতেই ভুলছি না।' হেনা অবনীদার দিকে তাকাল, 'এই যে, আপনি শুনুন, এই লোকটা বলেছিল ওর সঙ্গে এলে আমাকে নাকি সুখ দেবে। বলুন ওকে সেই সুখ দিতে।'

অবনীদা বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এই সময় আত্রেয়ী এগিয়ে এল, 'সুখ চাইলেই কি পাওয়া যায়? 'কাল রাত্রে আমি সুখ পেয়েছিলাম। সুখ পেতে জানতে হয়।'

হেনা চিৎকার করে উঠল, 'তুমি ওকে সুখ দিয়েছ?'

'আমি জানি না, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকেই ভালোবাসি।'

'মিথ্যে কথা। কী প্রমাণ আছে এর?'

'আছে, প্রমাণ আছে।'

'বিশ্বাস করি না। প্রমাণ দাও।'

'আমি তোমার হৃদয় শান্ত করে দিতে পারি।'

'কীভাবে?'

'তোমার একটুও উত্তেজনা থাকবে না হৃদয়ে।'

এবার অবনীদা বললেন, 'তুমি কি ম্যাজিক জানো স্বপ্নেন্দু?'

'তার চেয়ে বেশি। আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যা কলকাতার মানুষ চিন্তাও করতে পারবে না। বসুন আপনারা ওখানে।'

স্বপ্নেন্দুর স্বরে এমন কিছু ছিল যে বাধ্য হল ওরা খাটে বসতে। স্বপ্নেন্দু এগিয়ে

www.MurchOna.com

গেল টেবিলের কাছে। তারপর সন্তর্পণে চাদরটা সরাল। আবছা লালচে আভা দেখা গেল। হেনা জিগ্যেস করল, 'কী ওটা?'

আত্রেয়ী শিশুর গলায় বলল, 'বাঃ সুন্দর।'

এবার কাচের বড় জারটা। সেটা সরাতেই কাচের বাটির তলায় লাল টকটকে ডাঁটো গোলাপটাকে দেখতে পেল সবাই। উদ্ধত ভঙ্গিতে যেন তাকিয়ে রয়েছে। সেই জলের ফোঁটাটাও তেমন টলটলে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'এটা রক্তগোলাপ। কলকাতায় কোথাও আর ফুল নেই। শুধু আমার কাছে, আমার কাছে ও বেঁচে আছে। তোমরা ওর দিকে একটু তাকাও, দেখবে হৃৎপিণ্ড শান্ত হয়ে যাবে। আরাম পাবে।'

ওরা তিনজন মুগ্ধ চোখে ফুলের দিকে তাকাচ্ছিল। প্রত্যেকের উত্তেজনা ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। হেনা অস্ফুটে বলল, 'আঃ, কী আরাম। স্বপ্নেন্দু, আমি তোমার কাছ থেকে সত্যিকারের সুখ পেলাম। আর-একটুও কষ্ট হচ্ছে না আমার। তুমি কী ভালো!'

অবনীদা বললেন, 'স্বপ্নেন্দু, আমি কৃতজ্ঞ। আমার হৃৎপিণ্ড জুড়িয়ে গেল।'

শুধু আত্রেয়ী কোনও কথা বলল না।

স্বপ্নেন্দু ডাকল, 'আত্রেয়ী!'

আত্রেয়ী দুহাতে মুখ ঢাকল 'আমি চাই না। সুখ চাই না। সারাজীবনে যে একটুও সুখ পেল না তার আর সুখের দরকার নেই। ঢেকে ফেলো ওটাকে।'

হেনা বলল, 'না।' তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে এল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি স্বপ্নেন্দু। তুমি আমার ওপর রাগ করো না।'

এই প্রথম শব্দটা শুনে স্বপ্নেন্দু আপ্লুত হল। তার হাত ধরল আত্রেয়ী, 'তুমি ওই ফুলটা আমাকে দাও।'

'কেন?'

'ওটা আমার।'

'না। এই ফুল তুমি চেয়ো না।'

'কেন? আমাকে তুমি দিতে পারবে না?'

এবার আত্রেয়ী উঠে এল, 'আমি কী দোষ করলাম? আমাকে দাও ফুলটা।'

সে হাত বাড়ালে হেনা বাধা দিল, 'না। আমি নেবো। ও আমাকে দেবে। আমি স্বপ্নেন্দুকে ভালোবাসি।'

'না, আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি ওকে।' হেনাকে সরিয়ে দিতে চাইল আত্রেয়ী। তারপরেই ঘরে দৃশ্যটা অভিনীত হল। একদা-রমণী দুটো শরীর পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আক্রোশে। এতক্ষণ বাইরের রাস্তায় যে হাড়ের শব্দ হচ্ছিল সেটা এখন চলে এল ঘরের ভেতরে। স্বপ্নেন্দু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। তার যেন কিছুই করার নেই। সমস্ত আত্মসম্মান, চক্ষুলজ্জা খুইয়ে দুটো মানুষ নিজেদের অহঙ্কার বাঁচাতে একটা ফুলের জন্যে লড়ছে।

এই সময় অবনীদা বাধা দিল। জোর করে ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ছি-ছি, আপনারা পাগল হয়ে গেলেন নাকি!'

দুজনেই একসঙ্গে চিৎকার করল, 'আমার ফুলটা চাই।'

অবনীদা বলল, 'বেশ, স্বপ্নেন্দু যাকে দেবে সেই ফুলটা পাবে। যে পাবে না তাকে এটা মেনে নিতে হবে।'

কিন্তু স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'না। ওই ফুলে আমি হাত দেব না।'

'কেন?' তিনটে গলা একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'বিশ্বাস করো, ওই ঢাকনার তলা থেকে বের করে আনলে ফুলটা আর বাঁচবে না। একে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ঢাকনা সরানো চলবে না।'

'বিশ্বাস করি না।' আত্রেয়ী বলল।

'তুমি প্রমাণ করো কাকে তুমি ভালোবাস।' হেনা দাবি জানাল।

স্বপ্নেন্দু অসহায় বোধ করল। তারপর মরিয়া হল। কাঁপা হাতে সে কাচের বাটিটাকে স্পর্শ করল। তারপর এক ঝটকায় সেটাকে সরিয়ে ফুলটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বুকের অদৃশ্য গোলকের ওপর চেপে ধরল।

তিনটে বিস্মিত কঙ্কালের সামনে তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা দিল। ফুলটাকে হৃৎপিণ্ডে চেপে ধরতেই স্বপ্নেন্দুর সমস্ত শরীর থরথর করে উঠল। তারপর কঙ্কালের ওপর ধীরে-ধীরে মাংস-চামড়া-ধমনি দেখা দিল। শেষপর্যন্ত একটি পূর্ণ মানুষের চেহারায় ফিরে গিয়ে স্বপ্নেন্দু উচ্চারণ করল, 'মাগো।' এবং তারপর একটি সম্পূর্ণ মানুষের শরীর ক্রমশ নত হল, নত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ওরা তিনজন ছুটে এল সেই শরীরের পাশে। বুকের ওপর ফুলটা শুকিয়ে ছাই হয়ে আছে। স্বপ্নেন্দুর মুখে তৃপ্তির ছাপ, শরীরে প্রাণ নেই। ওরা তিনজন পাগলের মতো কিছুক্ষণ স্বপ্নেন্দুকে ডাকাডাকি করল। তারপর অবনীদা ছুটে গেল জানলায়, শেষপর্যন্ত দরজায়। আত্রেয়ী এবং হেনার সামনে একটি রক্তমাংসের পূর্ণ নগ্ন মানুষ। ওরা দুজন পাগলের মতো সেই মানুষকে স্পর্শ করছিল। একটি মানুষ, তার চোখ নাক মুখ গলা বুক পেট দিয়ে যে সম্পূর্ণ, তাকে দু-হাতে আস্বাদ করতে চাইছিল একদা-রমণীরা।

অবনীদা ততক্ষণে ছুটে গিয়েছে রাস্তায়। পাগলের মতো চিৎকার করে বলছে, 'শুনুন আপনারা। একটা মানুষ মরে গেছে। সত্যিকারের মৃত্যু। সম্পূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ। আমাদের মধ্যে একজনই মরে যেতে পারল। সেই ভাগ্যবান পুরুষটিকে দাহ করতে হবে। শুনুন আপনারা।'

কলকাতার নরকঙ্কালরা অবাক হয়ে শুনছিল, একটা রক্তমাংসের মানুষ মরে যেতে পেরেছে। ঘোর কাটতেই সমস্ত কঙ্কাল ছুটে আসছিল সেই গলিতে। ঈর্ষান্বিত, বিহ্বল সেই নরকঙ্কালের মিছিলের দিকে তাকিয়ে উন্মাদ অবনীদা তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'রক্তমাংসের পুরুষ। মরে গেছে, একদম মরে গেছে। সেই ভাগ্যবানের নাম স্বপ্নেন্দু।'